# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২৩-২০২৪

**ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)**

*স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন*

www.ypsa.org @ypsabd

সম্পাদক : মোঃ আরিফুর রহমান।

নির্বাহী সম্পাদক : মোহাম্মদ শাহজাহান
শ্যামশ্রী দাস
প্রদীপ আচার্য
রোকেয়া সামিয়া

সহযোগিতায় : পলাশ চৌধুরী, মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, নাছিম বানু, খালেদা বেগম, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ভাস্কর ভট্টাচার্য, খালেদা বেগম, গাজী মোঃ মাইনুদ্দিন, আদিল মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন, নেওয়াজ মাহমুদ, ফারহানা ইদ্রিস, মো: আবদুস সবুর, যিশু বড়ুয়া, মোঃ মনজুরুল ইসলাম পাঠান, মোহাম্মদ আলী শাহিন, সানজিদা আকতার, প্রবাল বড়ুয়া, সুমন কুমার চৌধুরী, জহিরুল ইসলাম, মোঃ দিদারুল ইসলাম, রেহেনা আকতার, সবুজ চাকমা, মোঃ মাসুদার রহমান (মাসুদ), মোঃ রাশেদুল করিম, শিউলী রানী দেবী, আজনবী মজুমদার (নাহিদ), মোহাম্মদ আবদুন নুর, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, শমসের উদ্দীন মোস্তাফা, মোহাম্মদ ইসমাইল, হোসনে আরা রেখা, জয়নাল আবেদীন, সাইনুল বিন মান্নান, মোঃ রুহুল্লাহ্ খান (কামাল), রিফাত জাহানা, সাদিয়া তাজিন, ইউসুফ আলী, মোঃ এনামুল হক, শাদমান সাকিব, মোঃ সোহাগ হোসেন, মোঃ শাহিনুল ইসলাম, গৌতম বিশ্বাস, ডাঃ মোঃ আবু হেনা সজিব, মোস্তাক আহমেদ, সুমন দেবনাথ, মোঃ বখতিয়ার হোসেন, মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন, তাপস নন্দী, মোঃ হারুন, ইসমাইল ফারুক মানিক, সৈকত চন্দ্র পাল, মোঃ মনসিন মিঞা, মোঃ আবু তাহের, সঞ্জয় চৌধুরী, সাদিয়া তাজিন, বাদল শেখ, বখতিয়ার হোসেনসহ আরো অনেকে।

ডিজাইন ও বিন্যাস : প্রদীপ আচার্য

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ ইং

প্রকাশনায় : ইপসা
প্রকাশকাল : জুলাই ২০২৪ খ্রীঃ

**ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)**
বাড়ি নং # এফ ১০ (পি), সড়ক নং # ১৩, ব্লক - বি
চান্দগাঁও আবসিক এলাকা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম ৪২১২।

# মুখবন্ধ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩-'২৪ এ ইপসা'র গত এক বছরের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল। দেশে দেশে যুদ্ধ, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত, অভিবাসন সমস্যা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বছরটি অতিক্রান্ত করেছে। তদুপরি আমি খুবই আশাবাদী যে, আগামী বছরগুলোতে এই অভিজ্ঞতা ও তা থেকে লব্ধ শিক্ষণ কাজে লাগিয়ে, স্থানীয় জনগোষ্ঠির চাহিদা ভিত্তিক টেকসই, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচী এবং উন্নয়ন সহায়কদের সহযোগিতায় ইপসা তার গুণগত পরিধিকে আরো সম্প্রসারণ করতে সচেষ্ট হবে। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা পরিবারভুক্ত সকল সদস্য, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীসহ লক্ষিত জনগোষ্ঠী, সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের নিরবিচ্ছিন্ন আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন জন্য। আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩-'২৪ প্রণয়নে নির্বাহী সম্পাদকসহ অন্যান্য  সহযোগীদের যারা এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইপসা'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। ইপসা বিশ্বাস করে, দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির অধিকার আদায়, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও সাম্যতার পৃথিবী বির্নিমাণে আমাদের সাথে আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যহত থাকবে।

(মোঃ আরিফুর রহমান)
প্রধান নির্বাহী
ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

| | |
|---|---|
| প্রারম্ভিকাঃ | ৪ |
| ভিশনঃ | ৪ |
| মিশনঃ | ৪ |
| মূল্যবোধঃ | ৫ |
| সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ | ৫ |
| গর্ভনেন্সঃ | ৫ |
| সাধারণ পরিষদ সদস্যঃ | ৫ |
| কার্যকরী পরিষদঃ | ৫ |
| মাসিক সমন্বয় সভাঃ | ৫ |
| সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভাঃ | ৬ |
| কর্মএলাকাঃ | ৬ |
| কর্মএলাকার অফিস সমুহঃ | ৬ |
| মানব সম্পদঃ | ৬ |
| আইনি ভিক্তিঃ | ৬ |
| দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহঃ | ৭ |
| অর্জন সমূহঃ | ৭ |
| ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহঃ | ৮ |
| স্বাস্থ্য: | ৯ |
| শিক্ষা: | ১৪ |
| মানবাধিকার ও সুশাসন: | ২৪ |
| অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: | ৫১ |
| পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন : | ৬৯ |
| দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মানবিক সাড়াদান : | ৮১ |
| লিংক অরগানাইজেশনসমূহ: | ৮৮ |
| ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা : | ৯৮ |

**প্রারম্ভিকাঃ**

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা গত ২০ শে মে ২০২৩ সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ৩৮ তম বছরে পর্দাপণ করল। ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিতভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই যুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে বিকাশে, স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারি অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কালক্রমে ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগসহ সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কপিরাইট অফিস, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নিবন্ধন লাভ করে। ইপসা যুব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদাভূক্ত সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্পসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য; শিক্ষা; মানবাধিকার ও সুশাসন; অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও মানবিক সাড়াদানের মাধ্যমে ৬ টি মূল থিমে কাজ করছে। প্রতিবেদনসময় সময়কালীন ইপসার কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১.৬৭৪ মিলিয়ন।

ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচিসমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মাননা অর্জন করেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও কোভিড-১৯ সাড়াদানে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০১৭ সালে পাশ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ইপসা ব্যাপক আকারে ত্রান ও পূর্ণবাসনের কাজ চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ইপসা প্রায় ৩৩.৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের (প্রায় ২ লক্ষ রোহিঙ্গা) বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ। দেশে দেশে যুদ্ধ, বৈশ্বিক অথনৈতিক মন্দা, উপযুপরী প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা এবং অপরাপর নাজুক পরিস্থিতি অভিজ্ঞতায় ইপসার তদনুসারে পরিকল্পনা ও কর্ম-কৌশল ঠিক করতে হচ্ছে। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়ন, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে রূপান্তরনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে ইপসা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার, আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরিসহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

**ভিশনঃ**

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

**মিশনঃ**

ইপসা'র অস্তিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

**মূল্যবোধঃ**

দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
ন্যায়বিচার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
মানসম্পন্নতা এবং উৎকর্ষতা
বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মিতা

**সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ**

ইপসার ভিশন,মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সকলে মিলে এই লক্ষ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ

পারিবারিক পরিবেশ
দায়িত্ব সচেতনতা
ব্যয় সাশ্রয় নীতি
গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণে'র সাম্য ও সম্প্রীতি
সুস্থ বিনোদন

**গর্ভনেন্সঃ**

ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক গভর্নেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও নিবেদিত প্রাণ দক্ষ কর্মীবৃন্দ দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

**সাধারণ পরিষদ সদস্যঃ**

ইপসা'র সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহনে বছরে একবার বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্মপকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও সদস্য সচিব) গঠন করে থাকে।

**কার্যকরী পরিষদঃ**

ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। ইপসা কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবর্গ বিভিন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করেন। এসময় তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরির্দশনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

**মাসিক সমন্বয় সভাঃ**

ইপসা'র বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরিবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতি মাসে দিন ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। স্ব স্ব প্রকল্পের স্টাফগণ এ মিটিং এ অংশগ্রহন করেন এবং নিজেদের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই মিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়।

**সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ত্রৈমাসিক সভাঃ**

সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের কাজে গতিশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে প্রতি তিন মাস পর পর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন। উক্ত সভায় প্রধান নির্বাহী উপস্থিতি থেকে সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে প্রধান নির্বাহী ও কোর ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

**কর্মএলাকাঃ**

বিভাগ : ০৭
জেলা: ৩০
উপজেলা/থানা: ২০২
ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড: ১৪৮৪
গ্রাম : ২২,৬৫২

**জনসংখ্যা কভারেজ:**

প্রত্যক্ষ : ৮.৪৫ মিলিয়ন
পরোক্ষ: ৪২.২৭ মিলিয়ন (আনুমানিক)

**কর্মএলাকার অফিস সমুহঃ**

| | |
|---|---|
| প্রধান কার্যালয় | : ০১ |
| কোর প্রোগ্রাম অফিস | : ০১ |
| ঢাকা অফিস | : ০১ |
| ফিল্ড/ প্রজেক্ট / ব্রাঞ্চ অফিস | : ১৩৮ |
| ট্রেনিং সেন্টার | : ০৭ টি (৪ টি আবাসিক, ৩ টি অনাবাসিক) |
| হেলথ সেন্টার | : ০৬ |
| কমিউনিটি রেডিও | : ০১ টি (রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২- সীতাকুন্ড অবস্থিত) |
| ইন্টারনেট রেডিও | : ০১ টি (রেডিও দ্বীপ- সন্দ্বীপে অবস্থিত) |

**মানব সম্পদঃ**

| **কর্মী** | **মোট** | **নারী** | পুরুষ |
|---|---|---|---|
| নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) | ৫১২ | ৯১ | ৪২২ |
| প্রকল্প কর্মী | ৫৯২ | ১৬৫ | ৪২৭ |
| খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষকসহ) | ২৩৭ | ৮০ | ১৫৭ |
| আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং শিক্ষানবিশ | ১৯৫৫ | ৯৮৫ | ৯৬৯ |
| **মোট** | **৩২৯৬** | **১৩২১** | **১৯৭৫** |

**আইনি ভিত্তিঃ**

| ক্রম | নিবন্ধন তথ্য | নিবন্ধন নম্বর | নিবন্ধন তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ | এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | ৯১৬ | ২৬/০২/৯৫ ইং<br>নবায়ন ২৬/০২/৩০ |
| ২ | সমাজ সেবা অধিদপ্তর | চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯ | ১০/০৯/১৯৮৯ ইং |
| ৩ | মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি | এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫ | ২৩/০৯/২০০৮ইং |
| ৪ | জয়েন্ট স্টক কোম্পানী | সিএইচসি-২২৭/০৪ | ২৯/০২/২০০৪ইং |
| ৫ | যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১ | ২০/১১/১৯৯৪ ইং |
| ৬ | টি আই এন (TIN ) | ৩৪৭৩০০২৮৫১ | ০১/১২/০৫ ইং |
| ৭ | ভ্যাট (VAT ) | ২১২১০৩৯৪৮ | ৩০/০৩/০৬ ইং |

**দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহঃ**

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় * a2i কর্মসূচী * প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, * পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পি কে এস এফ) *বিশ্ব ব্যাংক * পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল * ই এম কে সেন্টার, ঢাকা * জিসিইআরএফ * ইউএসএফএস * গ্লোবাল ফান্ড * ডিএফএটি * শেভরন * ডানিডা এসপিএ * সেভ দ্যা চিলড্রেন * ডিসপ্লেসমেন্ট সলিওসান্স * কেসিএফ * বিএসআর (বিজনেস ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি) * আই ও এম * ইউএনডিপি * প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ * আইআরসি * সলিডার সুইস * বিএমজেড * জিএফএফও * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * ডেমোক্রসি ইন্টারন্যাশনাল * বিট্রিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ * বি এইচ এ (ব্যুারো অব হিউম্যানেটেরিয়ান এ্যাসিসটেন্স), ইউএসএআইডি * সানি কোরিয়া * বিবিসি মিডিয়ায় এ্যাকশন * ইউএনএফপিএ * সিসিম ওয়ার্কশপ, বাংলাদেশ * সুইস কন্টাক্ট * ক্লাইমেট জাস্টিস রেজিলিয়েন্ট ফান্ড (সিজেআরএফ) * বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি * এইচআরএফ, ইউকে * ডিডব্লিউ একাডেমি * মুসলিম এইড, ইউকে * বিএসআরএম * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ * ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড * সিবিএম গ্লোবাল-* সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড * শাপলা নীড় * ইউএনএসসিএপি * এশিয়া ফাউনন্ডেশন এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন

**অর্জন সমূহঃ**

- ইপসা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।
- যুব ও উন্নয়ন কর্মসুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।
- বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন ২০১০ ইং ।
- গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ওয়েব পোর্টাল (www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন করে ২০১০ইং ।
- জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন করে ২০১৩ ইং ।
- ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিভ সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসা, একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হয়ে ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।+
- বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে মানসম্পন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমানকে "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।

- সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগে সেরা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০১৮ স্বীকৃতি লাভ।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটালে ক্ষমতায়ন আনার নিমিত্তে, ইউনেস্কু ২০১৮ সালে ইপসাকে আমির আল আহমেদ আল জাবের সম্মাননা প্রদান করেন।
- নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়, চট্টগ্রাম ইপসাকে চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন ২০২০ সম্মাননা প্রদান করেন।
- তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য, তামাক বিরোধী জাতীয় প্লাটফর্ম, ইপসাকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৯ প্রদান করেন।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠ উপযোগী বই তৈরীর জন্য, ইপসা ২০২০ সালে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড অর্জন করে। জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এই এওয়ার্ড দেওয়া হয়।
- শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ডেভেলপ ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালেঞ্জ্য এওয়ার্ড অর্জন করে।
- নারী এবং প্রতিবন্ধীদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য চ্যাম্পিয়ন ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন করে।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৯ গ্রহন করছেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

নারী এবং প্রতিবন্ধিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য, ইপসা'র চ্যাম্পিয়ান ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন।

শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজওি চ্যালেঞ্জ এওয়ার্ড অর্জন করে। এওয়ার্ড গ্রহন করেছেন ইপসার প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

**ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহঃ**

ইপসা মূলত দারিদ্রতা, ঝুঁকি, প্রান্তিকতা এবং এর মূল কারণগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ইপসা'র ভিশন, মিশন ও মূল্যবোধের আলোকে সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে ছয়টি থিমের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে থাকে। ইপসা'র উন্নয়ন থিমগুলো হল;

১. স্বাস্থ্য
২. শিক্ষা
৩. মানবাধিকার ও সুশাসন
৪. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
৫. পরিবেশ, ও জলবায়ু পরিবর্তন
৬. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সাড়াদান

নিম্নে থিম ভিত্তিক চলমান কর্মসূচীর বিবরণ উল্লেখ করা হল।

# স্বাস্থ্য কর্মসূচি

## স্বাস্থ্য

ইপসার স্বাস্থ্য বিষয়েক প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রান্তিক জনগোষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রান্তিক জনগোষ্টির যোগসূত্র উন্নয়ন। ইপসার স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সেবাগ্রহনকারী সংখ্যা ৯৮,৬৬৬ জন। ইপসা বিশ্বাস করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার এবং উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় এখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি গুরুতর। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সংক্রামক, অ-সংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, পরিবেশগত স্যানিটেশন সমস্যা, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদি। এই স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠি খুবই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ইপসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা জন্য সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে তৃণমূলে কাজ করে আসছে। ইপসা ২০২৩-২০২৪ সময়কালে স্বাস্থ্য বিষয়ক সর্বমোট ৪ টি প্রকল্প চট্টগ্রাম বিভাগের ৬ টি জেলা. সিলেট বিভাগের ১ টি জেলা ও মোট ২৭ টি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যেখানে নারী ৫৫% এবং পুরুষ ৪৫% যার মধ্যে শিশু, কিশোর- কিশোরী, প্রবীণ জনগোষ্টি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও রয়েছে। ইপসা প্রতিবেদন সময়কালে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ যেসব কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

| ক্রম নং | স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী |
|---|---|
| ০১ | বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্প |
| ০২ | Prioritized HIV prevention and treatment service for key population in Bangladesh. |
| ০৩ | এলাইভ ওয়াশ |
| ০৪ | COVID-১৯ RM |

**১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ** বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্প

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ২০২১ জুন হতে ২০২৫ জুন পর্যন্ত

**দাতা সংস্থাঃ** পিকেএসএফ

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর।

**প্রকল্পের লক্ষ্যঃ** বাংলাদেশ সরকার (GoB) বিশ্বব্যাংক (WB) এবং (AIIB) এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ গ্রামীণ জল, স্যানিটেশন এবং হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়, SDG লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ এবং ৬.২ অনুসারে 'নিরাপদভাবে পরিচালিত' পরিষেবাগুলো পূরণ করা এর মূল লক্ষ্য।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

গ্রামীণ বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (WASH) পরিষেবাগুলির প্রবেশগম্যতা এবং গুণগতমান উন্নত করা ।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** ইপসা ইডিপ কর্মসূচীর আওতায় ৪৪ টি শাখার সকল সদস্য

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১) ১৫ হাজার (নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন) ল্যাট্রিন তৈরী করা।

২) ৪৫ কোটি টাকা ঋণ কবতরণ করা।

৩) ১০০০ সদস্য বৃদ্ধি করা।

৪) ৫০০০ সদস্যর বাড়িতে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা

৫) ৪৪ টি শাখার আওতায় সকল সদস্যকে ৫ টি বিষয়ে (ক)নিরাপদ স্যানিটেশন খ) নিরাপদ পানি,গ)হাত ধোয়া,ঘ)শিশু স্বাস্থ্য

ঙ) ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা) বিসিসি ক্যাম্প করা।

| | |
|---|---|
| | |
| **মুরাদপুর শাখার ল্যাট্রিন পরিদর্শন।** | **পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসিম উদ্দীন এর মাঠ পর্যায়ে স্যানিটেশন পরিদর্শন** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

- পাইপের মাধ্যেমে হাইজেনিক ল্যাট্রিন তৈরী করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য বিধি মানার হার বেড়েছে।
- বিসিসি ক্যাম্পের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**০২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ Prioritized HIV prevention and treatment service for key population in Bangladesh.**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১লা জানুয়ারী ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** Global Fund

**প্রকল্পের কর্ম এলাকা:** চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা ও কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্টীর (Female sex worker & their clients) মাঝে এইচআইভি ঝুঁকি কমানো এবং অন্যান্য যৌন রোগের হাত থেকে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠিকে রক্ষা করা। সাথে সাথে মূল জনগোষ্ঠীর মাঝে যেন এইসব সংক্রামক ব্যাধি মহামারি আকারে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা নেওয়া।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** FSW (Female Sex Worker) বা নারী যৌনকর্মী

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

১। ৮০৭০ জন যৌনকর্মীকে কে সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের কনডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের এসটিআই, এইচআইভি পরীক্ষা এবং সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২। ৩০৫৪ জন যৌনকর্ম কে এইচআইভি পরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। ১ জন এইচআইভি পজিটিভ পাওয়া যায়।

৩। ৩২১ জন যৌনকর্মীর সঙ্গীকে এইচআইভি পরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। কোনো পজিটিভ রোগী পাওয়া যায়নি

৪। ২৪২৬ জন যৌনকর্মীকে যৌনরোগের চিকিৎসা হয়েছে এবং ৩৬০ জন সঙ্গীকে যৌনরোগের চিকিৎসা সেবার আওতায় আনা হয়েছে।

৫। রেফারেল সেন্টার ও সদর হসপিটালগুলো থেকে যেন লক্ষিত জনগোষ্ঠী নিরবছিন্ন সেবা পায় বা অযাচিত পুলিশি হয়রানী থেকে যেন রক্ষা পায় বা দেশীয় আইনের ভিত্তিতে তারা যেন সঠিক বিচার পায় সেই বিষয় এডভোক্যাসি করা হয়েছে

| | |
|---|---|
| | |
| **স্যাটেলাইট সেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান** | **ডিআইসি পরামর্শক সভা** |

**০৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: এলাইভ ওয়াশ**

**প্রকল্পের সময়কাল:** এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৬ **দাতাসংস্থা:** Water.org

**প্রকল্পেরকর্মএলাকা**: ইপসা অর্থনৈতিক বিভাগের অন্তর্গত ইউনিয়ন সমুহ

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

০১. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করা।

০২. স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা।

**প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী:** ২৫০০০

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

০১. এলাইভ ওয়াশ মাস্টার র ট্রেনিং, স্টাফ ট্রেনিং ও স্টাফ রিফ্রেশার্স ট্রেনিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

০২. প্রকল্পের ১ম বছরের টার্গেট ১০০% নিশ্চিত হয়েছে।

০৩. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কাজ করা।

০৪. ২০০ ট্রেনিং মডিউল ও ৫০০ ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে।

০৫. ঋন আদায়ের হার ১০০%

| | |
|---|---|
| | |
| **দাতা সংস্থার পক্ষ থেকে ফিল্ড ভিজিট** | **ওয়াশ বিষয়ক মাস্টার ট্রেনিং** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- দৈনন্দিন জীবনে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।
- সচেতনতা বিষয়ক যেকোন প্রোগ্রাম অত্যন্ত কার্যকরী।

**০৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:** COVID-১৯ RM

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১লা জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

**দাতা সংস্থা:** দ্য গ্লোবাল ফান্ড

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন কর্মএলাকা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে (যৌনকর্মী) কোভিড ১৯ এর প্রভাব থেকে রক্ষা করে

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** যৌন কর্মী, ও সাধারণ জনগোষ্ঠী

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

১। ৭৯ জন যৌনকর্মী এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭৯ টি কোভিড ১৯ এর টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের ১০০ টাকা করে গাড়ি ভাড়া প্রদান করা

২। কোভিড ১৯ মোকাবেলায় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে ৬ টি জেলায় ৬ টি সেশন আয়োজন করা হয়. যেখানে আনুমানিক ৭০০ সাধারণ ও লক্ষিত জনসাধারণ উপস্থিত ছিল.

৩। ৭০ টি গ্রুপ সেশন করা যেখানে ১০ জন করে মোট ৭০০ জন কে সচেতন করা

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- টিকাদান প্রক্রিয়া প্রান্তিক জনসংখ্যার জন্য একটি ঝামেলা। মানুষ জানে না কিভাবে কোন মহামারী থেকে তাদের রক্ষা করা যায়।
- জ্ঞানের চেয়ে কুসংস্কার এখনও শক্তিশালী।
- তৃণমূল মানুষের অনেকেরই NID কার্ড নেই।

# শিক্ষা কর্মসূচি

## শিক্ষা

ইপসার শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের আওতায় প্রতিবেদন সময়কালে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২৬,৫১৪ জন। শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য ইপসা, সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। ইপসা'র শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং সবার প্রবেশগম্যতা তৈরীতে সহায়তা ও দক্ষতার উন্নয়ন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে পেশা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরীতে প্রস্তুতকরণ। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করা। ইপসা, বাংলাদেশী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বলপূর্বক স্থানচ্যুত রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য ইমার্জেন্সী ইন এডুকেশন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ইপসা ২০২৩-২০২৪ প্রতিবেদন সময়কালে শিক্ষা বিষয়ক সর্বমোট ০৯ টি প্রকল্প চট্টগ্রাম বিভাগের ২ টি জেলার আওতায় ০৪ টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করে যেখানে শিশু ৬৮% কিশোর কিশোরী ২৭% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ৫%। প্রতিবেদন সময়কালে ইপসা, শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

| ক্রম নং | শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী |
|---|---|
| ০১ | বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ-৪ (২০২৩-২০২৪) সিপি |
| ০২ | Early Childhood Development HomeKit for Playful Home in Cox's Bazar. |
| ০৩ | ১. ইপসা বিজিডি ইসিডব্লিও মায়াপ-২ গ্যারান্টি প্রকল্প<br>২. ইপসা বিজিডি ইসিডব্লিও মায়াপ-২ গ্যারান্টি প্রকল্প (টপ-আপ) |
| ০৪ | এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (ইআইই) প্রজেক্ট |
| ০৫ | এবিসি প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উপযোগী এক্সেসযোগ্য টেক্সট বই তৈরী করা। |
| ০৬ | Support to FDMN in Cox's Bazar in Education and WASH Sector |
| ০৭ | আলেকদিয়া শিশুনিকেতন |
| ০৮ | এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল |
| ০৯ | কাজী পাড়া শিশুনিকেতন |

**০১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ-৪ (২০২৩-২০২৪) সিপি**

**প্রকল্পের সময়কাল: ৩১ আগস্ট, ২০২৩-৩১ জুলাই, ২০২৫** **দাতা সংস্থা: সেভ দ্য সিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল**

**প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী):** রাজাপালং ইউনিয়ন, উখিয়া এবং ক্যাম্প-১০, ১১, ১২, ১৩, এবং ১৯, কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** শক্তিশালী স্থানীয় এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া ও সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষামূলক পরিবেশের উন্নতিকরণ।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** ৪৯১১

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. প্রকল্পটি ৫১ জন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবককে ৬ টি কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট এ্যানগেঞ্জমেস্ট এবং মুভিলাইজেশন প্রশিক্ষণ এবং ৪ টি অ্যাড্রেসিং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ফলস্বরূপ, তারা এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট এবং মুভিলাইজেশন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলার বিষয়ে জ্ঞান এবং দক্ষতা সংগ্রহ করেছে।

২. প্রকল্পটি ক্যাম্প-১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৯-এ ৫টি MPCAC (মাল্টি-পারপাস চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলসেন্ট সেন্টার) তে ৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ- এই প্যানেলগুলি ব্যবহার করার মাধ্যমে, শিশু এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা গরম আবহাওয়ায় আরও ভাল বোধ করবে। এবং উৎসাহের সাথে যে কোনও প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৩. প্রকল্পটি ৬টি ইতিবাচক অভিভাবকত্ব সেশন, ১১৩টি অভিভাবক/পরিচর্যাকারী গ্রুপ মিটিং, ১৪৮টি সচেতনতা সেশন এবং ৫৪টি কমিউনিটি মেসেজিংয়ের মাধ্যমে ৪৮৪০ জনকে (৩০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ) শিশু সুরক্ষা এবং সমসাময়িক বিষয়ে সচেতন করেছে, যেমন- বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, শিশু পাচার, নির্যাতন (যৌন, শারীরিক, মানসিক), অবহেলা, জুয়া, অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি,

জিবিভি সম্বোধন, শিশুদের সম্পর্কে পিতামাতার দায়িত্ব, অগ্নি প্রতিক্রিয়া, ল্যান্ড স্লাইড, হিট স্ট্রোক, ডুবে যাওয়া এবং সড়ক নিরাপত্তা।

৪. প্রকল্পটি ক্যাম্প- ১০, ১১, ১২, ১৩,১৯ এবং উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত রাজাপালং ইউনিয়নে কিশোর ও যুবকদের পাশাপাশি সিবিসিপিসি (কমিউনিটি ভিত্তিক মিমু সুরক্ষা কমিটি) সদস্যদের ১১ টি দুই দিনব্যাপী নেতৃত্ব ও সামাজিক সংহতি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, তারা নেতৃত্ব এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং দক্ষতা সংগ্রহ করেছে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব এবং সামাজিক সংহতি বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

৫. প্রকল্পটি ৪টি IPT (ইন্টারেক্টিভ পপুলার থিয়েটার) শো এবং # EndCorporalPunishment-এর উপর ১টি কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে ৯০০ জনেরও বেশি জনগণকে বাল্য বিবাহ এবং #EndCorporalPunishment সম্পর্কে সচেতন করেছে।

**তানভীর হোসেন (ইউএনও) কর্তৃক ইউএনও অফিস, উখিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি End CorporalPunishment নিয়ে আলোচনা**

**জনাব আল ইমরান স্যার (CiC- ক্যাম্প-১৯) এবং জনাব মনির হোসেন (ACiC) ক্যাম্প-১৯-এ নেতৃত্ব ও সামাজিক** সম্প্রীতি বিষয়ক **প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়**

১. প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সবার (সরকারি, বেসরকারি এনজিও ও স্থানীয় জনগণ) সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং চাহিদা সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে।

৩. প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## ০২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Early Childhood Development HomeKit for Playful Home in Cox's Bazar.

**প্রকল্পের সময়কাল:** মার্চ ২০২৩- আগস্ট ২০২৪

**দাতা সংস্থা:** SESAME WORKSHOP

**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : ক্যাম্প-১৩, ১৪ এবং জাণিয়া পালং ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাড়িতে আনন্দঘন পরিবেশে পিতামাতার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিনোদনের মাধ্যমে শিশুর শিখন নিশ্চিত করণ।

- শিশুদের জন্য বাড়িতে একটি আনন্দঘন পরিবেশ ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিখন ব্যবস্থা প্রচার।
- মাতা-পিতা এবং সন্তানদের একত্রে মানসম্মত সময় কাটানো উন্নত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ০৩ থেকে ০৬ বছর বয়সী ইসিডি শিশুদের এবং উখিয়া উপজেলার হোস্টকমিউনিটিতে ইসিডি কার্যক্রমভিত্তিক শিশু। প্রকল্পটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ মোট ২০০০ শিশু সম্পৃক্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে ক্যাম্প এ বসবাসরত শিশু ১৪৩০ এবং হোষ্ট এ বসবাসরত শিশুর সংখ্যা ৫৭০ জন।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. ইসিডি শিশুদের ১৭ ধরণের খেলা এবং শিখন উপকরণ সরবরাহ করা যা শিশুর বিকাশ নিশ্চিতে সহায়তা করে।
২. অভিভাবক সভার মাধ্যমে শিশুর অভিভাবকদের দক্ষতা উন্নয়ন।
৩. ১৯ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ইসিডি হোম কিট সহায়তা দ্বারা তাদের বিকাশে সহায়তা করা।
৪. শিশু বাছাই এবং প্রকল্প ডাটাবেইজ তৈরিকরণ।
৫. ক্যাম্প লেভেলে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে সহায়কদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

| | |
|---|---|
| | |
| **অভিভাবক অধিবেশনের মাধ্যমে হোমকিট বিতরণ** | **ক্যাম্প ১৩-এর সিআইসি ইসিডি হোমকিট স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেছেন।** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- ✓ অভিভাবক অধিবেশনের মাধ্যমে শিশুর বিকাশে অভিভাবকদের কিভাবে সক্ষম করা যায়।
- ✓ প্রেষণার মাধ্যমে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

**০৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:**

১. ইপসা বিজিডি ইসিডব্লিও মায়াপ-২ গ্যারান্টি প্রকল্প
২. ইপসা বিজিডি ইসিডব্লিও মায়াপ-২ গ্যারান্টি প্রকল্প (টপ-আপ)

**প্রকল্পের সময়কাল:** মার্চ ২০২২ – ফেব্রুয়ারি ২০২৫ **দাতা সংস্থা:** ইসিডব্লিও

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** উখিয়ার ১(ইস্ট), ১০,১৩,১৪,১৫,১৬,১৮ ও ১৯ এবং টেকনাফ এর ২৫ নং ক্যাম্প। উখিয়ার উজলিয়ে পালং, রত্না পালং, রাজাপালং ও হলদিয়াপালং।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

৩ থেকে ১৯ বছরের ছেলে ও মেয়ে শিশু ক্রমাগতভাবে মানসম্পন্ন, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষামূলক পরিবেশে যেন শেখে

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** ৯৭২৫ (ছেলে শিশু ৩২২৮ ও মেয়ে ৬৪৯৭) ৩-১৮ বছরের রোহিঙ্গা শিশু, ২০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু ও ৬৫ জন রোহিঙ্গা শিক্ষানবিশ।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

১. আমরা জানি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কিশোরীদের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত। তাই ২৯০০ কিশোরীকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

২. আমরা জানি যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ে দক্ষ নারী শিক্ষকের সংকট রয়েছে। ওয়াইপিএসএ ১ বছরের প্রশিক্ষণ প্যাকেজের অধীনে ৬৫ জন রোহিঙ্গা নারীকে শিক্ষাদানের জন্য বিকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ভবিষ্যতে তারা অন্য এনজিওর সাথে কাজ করার জন্য শিক্ষক হিসাবে তাদের দক্ষতা বিকাশ ঘটবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক আঞ্জুমান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। ডিজি স্যার অবিলম্বে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করেন

| | |
|---|---|
| | |
| **সহযোগী সংস্থার পক্ষ থেকে কার্যক্রম পরিদর্শন** | **ইপসা নির্বাহী প্রধান এর কার্যক্রম পরিদর্শন** |

**০৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (ইআইই) প্রজেক্ট**

**প্রকল্পের সময়কা**লঃ নভেম্বর ২০১৭ থেকে চলমান

**দাতা সং**স্থাঃ DFAT IV, TELETHON, DANIDA SPA.

**প্রকল্পের কর্মএলা**কাঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্প, উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দে**শ্যঃ রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষামূলক পরিবেশে ন্যায়সঙ্গত শিক্ষার সুযোগের তাৎক্ষণিক প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখা এবং শক্তিশালী করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** রোহিঙ্গা ও স্থানীয় শিশু

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. চলতি বছর হোস্ট কমিউনিটির লার্নিং সেন্টার থেকে ১২১ জন শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ।
২. ৩৭ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে পড়ালেখার আওয়াতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
৩. ৬৩৯০ জন শিশুকে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
৪. লার্নিং সেন্টারগুলো সবার জন্য ব্যবহার উপযোগী।
৫. ৭২০ জন অভিভাবক ও কমিউনিটির মানুষকে এসজিবিভি, এমএইচপিএসএস সংক্রান্ত রেফারেল প্রক্রিয়ার উপর সচেতন সংক্রান্ত সভা পরিচালনা করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক এর কার্যক্রম পরিদর্শন** | **শিশুদের নিবিড় পাঠ গ্রহণ** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- ক্যাম্পে ECCD পড়ালেখা নিশ্চিত করা হোস্ট কমিউনিটির চেয়ে কঠিন।
- যোগ্যতা সম্পন্ন  শিশুদের জন্য কাজের সুযোগের সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- সব ধরণের কর্মীদের ক্যাম্পে কাজের ঝুঁকি বাড়ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলো দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

**০৫. কর্মসূচি/ প্রকল্পের  নাম/শিরোনাম: এবিসি প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উপযোগী এক্সেসযোগ্য টেক্সস বই তৈরী করা।**

**প্রকল্পরে সময়কাল:** ১ লা জানুয়ারি ২০২৪ থেকে -৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪

**দাতা সংস্থা:** এবিসি কনসোর্টিয়াম ও ওয়াইপো

**প্রকল্প কর্মএলাকা**: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দশ্যেঃ** প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে অধ্যায়নরত বিশেষ করে দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিতদের সহজে বুঝার লক্ষ্যে ডেইজি অডিও ভিজুয়াল মাল্টিমিডিয়া টকিং বই তৈরী করে দেওয়া।

**উদ্দেশ্য:**

১: প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের দৃষ্টি ও পঠনপ্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল অডিও ভিজুয়াল মাল্টিমিডিয়া বইয়ে রুপান্তর করা এবং বন্টন করা।

২: প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে এডভোকেসি করা।

৩: এক্সেসযোগ্য রিডিং ডিভাইস ও রিডিং এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

**লক্ষতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা:** দৃষ্টি ও পঠনপ্রতিবন্ধী সরাসরি: ১৫০০ দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী, মাধ্যমিক: প্রায় ১০০০০ দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ১৫০০ জন দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে।
২. সর্বমোট ২০টি প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একসেসযোগ্য বই ও সকলের জন্য পঠন উপযোগী টকিং ডিভাইস ব্যবহারে সচেতন করা হয়েছে।
৩. প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে ৮৫টি পাঠ্যপুস্তক (১৬০০০ পৃষ্ঠা) অ্যাকসেসযোগ্য ফরমেটে তৈরী করা হয়েছে।
৪. দৃষ্টি ও পঠণ প্রতিবন্ধীসহ ২০০ জন শিক্ষার্থী অ্যাকসেসযোগ্য রিডিং ডিভাইস ব্যবহার সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।
৫. সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করার জন্য কেস স্টাডিজ ষ করা হয়েছে।

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিশুরা মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক ব্যবহার করছে</td>
<td>অ্যাকসেসিবল রিডিং উপকরনের ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা</td>
</tr>
</table>

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**
শিক্ষাভিত্তিক উপকরণগুলির চাহিদা অধিক হওয়ায় বাংলাদেশে এই ধরনের প্রকল্পের নিয়মিত প্রয়োজন।
প্রবেশযোগ্য বইগুলো সংরক্ষণ এবং বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশে একটি অনলাইন লাইব্রেরি জরুরী প্রয়োজন।

## ০৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Support to FDMN in Cox's Bazar in Education and WASH Sector

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৪
**দাতা সংস্থা:** ব্র্যাক
**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** পালংখালী ইউনিয়ন (ক্যাম্প-১৬), উখিয়া এবং হোয়াইক্ষং ইউনিয়ন (ক্যাম্প-২১) টেকনাফ, কক্সবাজার
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**
**শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কিশোর-কিশোরী এবং ইসিডি (Early Childhood Development) শিশুদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
**অর্গানাইজেশন ও স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নত করা।

- ✓ হোম বেইজড মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা: ঘরে বসেই মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ✓ শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন: শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং রিসোর্স সরবরাহ করে তাদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া উন্নত করা।
- ✓ শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন: শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
- ✓ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি: সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অভিভাবকদের শিক্ষার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা।
  অর্থাৎ, রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষে কিশোর কিশোরী এবং ইসিডি শিশুদের শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং অর্গানাইজেশন ও স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং হোম বেইজড মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার নিশ্চিত করা এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** ৩- ১৮ বছরের শিশু ৭২০ জন: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. সিবিএলএফ-এর সফল বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম:
   - প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রম: ক্যাম্প-১৬ এবং ২১-এ ৩০টি শিশুবান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র (সিবিএলএফ) সম্পূর্ণ কার্যকর রয়েছে, যা রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাসেবা প্রদান করা হয়েছে।
   - স্টাফ নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ: হোস্ট এবং রোহিঙ্গা শিক্ষকদের নিয়োগ ও পরিচয় করানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাক শৈশব বিকাশ (ইসিডি) এবং নিরাপদ রেফারেল পদ্ধতির প্রশিক্ষণ, যা উচ্চ মানের শিক্ষা এবং সুরক্ষার মান নিশ্চিত করা হয়েছে।

২. সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা:
   - ডাটাবেস এবং সার্ভে: সিবিএলএফ শনাক্তকরণ ডেটা এবং শিক্ষার্থীদের তথ্য ব্র্যাকের ডাটাবেসে অনলাইন টুল ব্যবহার করে পদ্ধতিগতভাবে রেকর্ড করা হয়েছে। বেসলাইন এবং শিক্ষার্থীদের ডাটাবেস সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে, যা তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে।
   - ডাটা যাচাইকরণ: ২য় ত্রৈমাসিক ডাটা যাচাইকরণ সার্ভে ডেটার সঠিকতা নিশ্চিত করেছে, প্রোগ্রামের ফলাফলগুলির নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

৩. শিক্ষামূলক উপকরণের উন্নয়ন, ক্রয় এবং বিতরণ:
   - পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষামূলক উপকরণ: ব্র্যাকের ইসিডি এবং 'প্লে ল্যাব' পাঠ্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন এবং এএলপি (পি১) বই, শিক্ষামূলক উপকরণ এবং শিক্ষকদের ও সিবিএলএফগুলিতে অপারেশনাল সরবরাহ বিতরণ।
   - ভিজিবিলিটি এবং ওয়াশ প্যাকেজ: সিবিএলএফগুলিতে ভিজিবিলিটি উপকরণ এবং স্বাস্থ্য প্যাকেজ বিতরণ, যা একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশ প্রচার করে।

৪. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং সমর্থন বাড়ানো:
   - প্যারেন্টিং সেশন এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা: প্যারেন্টিং সেশন পরিচালনা এবং কমিউনিটি এডুকেশন কমিটি (সিইসি) গঠন, যা শিক্ষার প্রক্রিয়ায় পিতামাতা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সক্রিয়ভাবে জড়িত করে।

- রেফারেল এবং সমর্থন পরিষেবা: শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সেবা প্রদান বা সমর্থনের জন্য সফলভাবে রেফার করা হয়েছে, যার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য প্রাথমিক সাহায্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

৫. সমন্বয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি:

- স্টেকহোল্ডার মিটিং এবং প্রশিক্ষণ: সরকারি অফিস এবং সেক্টর মিটিংগুলির সাথে সমন্বয় সভা সংগঠিত করা হয়েছে, যা প্রচেষ্টাকে সারিবদ্ধ করে এবং সহযোগিতা প্রচার করে। এছাড়াও, এমআইএস ডাটাবেস, কোবো সংগ্রহ এবং দোসা বিষয়ে স্টাফদের জন্য বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালিত হয়েছে, যা অপারেশনাল কার্যকারিতা বাড়ায়।
- কোয়ালিটি লার্নিং মিটিং (কিউএলএম): কোয়ালিটি লার্নিং মিটিংগুলি আয়োজিত হয়েছে, যেখানে প্রকল্পের শিক্ষা গ্রহণের পাঠ, সেরা চর্চা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা ধারাবাহিক উন্নতি এবং প্রকল্পের স্থায়িত্বের পথ প্রস্তুত করে। এই অর্জনগুলি প্রকল্পের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

**রোহিঙ্গা ক্যাম্প ২১ এ শিক্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ**

**রোহিঙ্গা ক্যাম্প এ অভিভাবক সভার একাংশ**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। **গৃহভিত্তিক শিশু শিক্ষার জন্য সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:**

**পিতামাতার সক্রিয় অংশগ্রহণ:** প্যারেন্টিং সেশনের মাধ্যমে পিতামাতার নিয়মিত এবং কাঠামোগত সম্পৃক্ততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার প্রক্রিয়ায় পিতামাতাদের সরাসরি সম্পৃক্ত করা গৃহভিত্তিক শিশু শিক্ষার কার্যকারিতা বাড়ায়। এই পদ্ধতিটি পিতামাতাদের তাদের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম করেছে, যার ফলে শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত হয়েছে।

**কমিউনিটি এডুকেশন কমিটি (সিইসি):** সিইসি গঠন এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ গৃহভিত্তিক শিক্ষার জন্য সম্প্রদায়ের সমর্থন শক্তিশালী করেছে। এই কমিটিগুলি শিক্ষকদের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও ভাল যোগাযোগ সহজতর করেছে, নিশ্চিত করেছে যে শিক্ষামূলক উদ্যোগগুলি শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পরিবারের নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২। **সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার:**

**পদ্ধতিগত তথ্য সংগ্রহ:** সিবিএলএফ শনাক্তকরণ ডেটা এবং শিক্ষার্থীদের তথ্য পদ্ধতিগতভাবে রেকর্ড করার জন্য অনলাইন টুলের ব্যবহার ডেটার সঠিকতা এবং দক্ষতা অনেকাংশে উন্নত করেছে। এই অভ্যাসটি শিক্ষামূলক অগ্রগতি এবং সম্পদ বরাদ্দের আরও সঠিক ট্র্যাকিং সক্ষম করেছে, নিশ্চিত করেছে যে গৃহভিত্তিক শিক্ষা উদ্যোগগুলি কার্যকরভাবে লক্ষ্য করা এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়।

**ডাটা যাচাইকরণ এবং ক্রস-অডিট:** ২য় ত্রৈমাসিক ডাটা যাচাইকরণ সার্ভে, যার মধ্যে ৪০টি গৃহস্থালী ডাটা যাচাইকরণ সার্ভে অন্তর্ভুক্ত, নিয়মিত ক্রস-অডিটের গুরুত্ব হাইলাইট করেছে। এটি ডেটার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে এবং গৃহভিত্তিক শিক্ষা প্রোগ্রামগুলির বিষয়ে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।

৩। **কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমন্বয়:**

**শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ:** হোস্ট এবং রোহিঙ্গা শিক্ষকদের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ, যার মধ্যে ক্যাম্প ১৬ এবং ২১-এ পরিচয় অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাক শৈশব বিকাশ (ইসিডি), শিশু সুরক্ষা (সিএসজি), এবং যৌন শোষণ ও নির্যাতন প্রতিরোধ (পিএসইএ) উপর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে যে শিক্ষকেরা গুণগত মানের গৃহভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম।

সমন্বয় সভা: সরকারি অফিস, সেক্টর এবং অভ্যন্তরীণ প্রকল্প দলগুলির সাথে নিয়মিত সমন্বয় সভা কার্যকর সহযোগিতা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা সহজতর করেছে। এই সভাগুলি, সিআইসি অফিস এবং উখিয়া উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত, প্রচেষ্টার সঙ্গতি নিশ্চিত করেছে এবং সময়মতো চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করেছে, যার ফলে গৃহভিত্তিক শিক্ষা প্রোগ্রামগুলি আরও সংহত এবং কার্যকর হয়েছে

**০৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ আলেক দিয়া শিশুনিকেতন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ১৯৯৫ থেকে বর্তমান (২০২৪)

**দাতা সংস্থাঃ** সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুন্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী। (শিক্ষার্থী মোট ২০)

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১। আগের তুলনায় ছাত্র/ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। মেধাভিত্তিক সরকারী বৃত্তি পেয়েছে।

৩। সরকারি জাতীয় দিবসগুলোতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে

৪। স্কুলের অবকাঠামো দিক দিয়ে অনেক উন্নয়ন করা হয়েছে।

**০৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সীতাকুন্ড।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ১৯৯৮ থেকে বর্তমান (২০২৩) ।

**দাতা সংস্থাঃ** নিজস্ব অর্থায়ন।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ**: সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীতে বসবাসরত শিশু। (মোট শিক্ষার্থী ১৭৬ জন। ছেলে ৮৬ ও মেয়ে ৯০)

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১। আগের তুলনায় ছাত্র/ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। মেধাভিত্তিক সরকারি বৃত্তি পেয়েছে।

৩। বেসরকারী বৃত্তিতে সীতাকুন্ড থানায় ১ম স্থান অধিকার করা

৪। জাতীয় দিবসগুলোতে অংশগ্রহণ করে ২৬ মার্চ ২০২৪ইং প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ১ম হয়েছে।

৫। স্কুলের অবকাঠামো দিক দিয়ে অনেক উন্নয়ন করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **উপজেলা পর্যায়ে এভারগ্রীণ ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষার্থীদের পুরষ্কার গ্রহণ** | **এভারগ্রীণ ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষার্থীদের পুরষ্কার** |

**০৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/ শিরোনামঃ কাজী পাড়া শিশু নিকেতন, সীতাকুন্ড**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ১৯৮৯ থেকে বর্তমান **দাতা সংস্থাঃ** নিজস্ব অর্থায়ন

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী। (মোট ২১০, ছেলে ৮০ মেয়ে ১৩০)

| | |
|---|---|
| | |
| ***বই বিতরণ কর্মসূচি*** | ***শ্রেণিকক্ষে সৃজনশীল কার্যক্রম*** |

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১। আগের তুলনায় ছাত্র/ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। মেধাভিত্তিক সরকারি বৃত্তি পেয়েছে।

৩। জাতীয় দিবসগুলোতে অংশগ্রহণ করে

৪। স্কুলের অবকাঠামো দিক দিয়ে অনেক উন্নয়ন করা হয়েছে।

# মানবাধিকার ও সুশাসন

## মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সুশাসন নিশ্চিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ। ইপসা প্রতিবেদন সময়কালে বাংলাদেশের ৬ টি বিভাগের ১৮ টি জেলার আওতায় ১৪১ টি উপজেলায় কর্মসূচী/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ইপসা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ জনগোষ্ঠি, নারী, যুব ও শিশুদের জন্য সাম্য, ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, আইনের সমতা ও আইনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। ইপসা বিশ্বাস করে সাম্য, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার মানবাধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবাধিকার" রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে ইপসা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ইপসা ২০২৩-২০২৪ প্রতিবেদন সময়কালে মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক সর্বমোট ২২ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ৮,৩৩১,২১৯ যেখানে নারী ৫৪% পুরুষ ৪৬%। এ লক্ষ্যমাত্রায় প্রবীন জনগোষ্টি, প্রতিবন্ধী এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্টির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইপসা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে প্রতিবেদন সময়কালে পরিচালিত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে উল্লেখ করা হল।

| ক্রম নং | মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মসূচী |
|---|---|
| ০১ | ইপসা গ্রীণ এন্ড সেইফার শিপ রিসাইক্লিং ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট। |
| ০২ | কৈশোর কর্মসূচি। |
| ০৩ | বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করন ৩য় পর্যায় প্রকল্প |
| ০৪ | ব্যুরো অব পপুলেশন, রিফিউজি এ্যান্ড মাইগ্রেশন- বিপিআরএম |
| ০৫ | Integrated Protection and Resilience for Host Community in three Sub-districts (Ramu, Chakaria & Ukhiya) of Cox'sBazar District. |
| ০৬ | প্রেভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিস ইমপ্লিমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাফিকিং ইস্যু। |
| ০৭ | কমিউনিটি কমিউনিকেশন স্কীল ডেভলপমেন্ট ফর স্যোসাল এ্যাওয়ারনেস ইন কক্সবাজার |
| ০৮ | Protect children from hazardous labour in Dried Fish and Metal factory Sector (Free Kids) and enlighten their future |
| ০৯ | Improving Labor Migration System in Bangladesh by Regularization of Subagent and Strengthening Grievance Management Committee |
| ১০ | Youth from Host Communities & Rohingya Camps in Cox's Bazar as Agents of Change |
| ১১ | চট্টগ্রাম বিভাগের জনগনের সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন (সিভিক) প্রকল্প |
| ১২ | ফাইট স্লেভারি এন্ড ট্রার্ফিকিং ইন পারসন (এফএসটিআইপি) প্রোগ্রাম |
| ১৩ | ইপসা – ইয়ুথ আর রেজিলিয়েন্ট, ইন্টার-কানেক্টেড, সোশ্যালি কোহেসিভ এন্ড এনগেইজড (ইয়ুথ রাইস একটিভিটি) |
| ১৪ | ইপসা- চ্যাম্পিয়ন অব চেইঞ্জ (সিওসি) প্রজেক্ট |
| ১৫ | রাইজ (RISE) |
| ১৬ | Baseline study and Implementation of SUNY Korea Newly Development Product. |
| ১৭ | উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)-২য় পর্যায় |
| ১৮ | ইউথ রাইজ একটিভিটি, আই আর -৩ |
| ১৯ | Safe Urban Public Transportation in Chattogram City |
| ২০ | ইন্টিগ্রেটেড রেস্পন্স টু নীডস অব ওল্ডার পিপল এন্ড পার্সন ওইথ ডিজেএবিলিটি এমগেস্ট দ্যা রোহিঙ্গা এন্ড হোস্ট |

| ক্রম নং | মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মসূচী |
|---|---|
| | কমিউনিটি |
| ২১ | টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এ্যডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ওইথ ডিজেএবেলিটি এন্ড এইজ ইনক্লুশন আন্ডার সেল্প রিলায়েন্স |
| ২২ | AHP IV: Centrality of Protection in Protracted Crises (YPSA CBM Inclusive Response Program) |

**১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ ইপসা গ্রিন এন্ড সেইফার শিপ রিসাইক্লিং ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ ১ জুন ২০২২ হতে ৩০ মে ২০২৫** **দাতা সংস্থাঃ** কেসিএফ

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুন্ড উপজেলার আওতাভূক্ত পৌরসভা, মুরাদপুর, বাড়বকুন্ড, বাঁশবাড়িয়া, কুমিরা, সোনাইছড়ি, ভাটিয়ারী, সলিমপুর , বারৈয়ারঢালা, সৈয়দপুর

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

১. জাহাজ পুণ:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ইয়ার্ডসমূহকে হংকং কনভেনশন সার্টিফাইড এবং গ্রিন ইয়ার্ড করার জন্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

২. জাহাজ পুন: প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের শ্রমিকদের কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই শিল্পের কর্মপরিবেশে নিরাপত্তা জোরদার করা।

৩. জাহাজ পুন: প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে শ্রম বান্ধব পরিবেশ ও শিশু শ্রমিক হ্রাসকরণে মালিক, শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৪. শ্রম আইন এবং জাহাজভাঙ্গা শিল্প সংক্রান্ত বিধির বাস্তবায়নে মালিক, শ্রমিক ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমজীবি মানুষ

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমুহঃ**

১। নিরাপদ এসবেসটস অপসারণ বিষয়ক ৮টি টিওটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ২০০জন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা ও করণীয় বিষয়ক ৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ২০০জন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

৩। নিরাপদ শিপ কাটিং বিষয়ক চারটি ৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ২০০জন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

৪। শিপব্রেকিং ইয়ার্ড এ হংকং কনভেনশন অনুযায়ী এসআরএফপি বাস্তবায়নে ২০০জন সেইফটি অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। বিনামূল্যে ১০০০জন শ্রমিককে চিকিৎসা সেবা ও ২৩০জন শ্রমিককে আইনগত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

**মার্কিন দূতাবাস রাষ্ট্রদূতের ইপসা'র সেইফটি ফাস্ট সেন্টার পরিদর্শন**

**ফাস্ট এইড সেইফটি ফাস্ট ও ইমার্জেন্সি বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ** জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের শোভন কর্ম পরিবেশ ও মান-উন্নয়নে এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিতে ইপসা দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছে। বর্তমান সরকার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সকল ইয়ার্ডকে গ্রিন ইয়ার্ড এ রুপান্তরিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকার কিছুদিন পূর্বে এই লক্ষ্যে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সংশ্লিষ্ট হংকং কনভেনশন সার্টিফাই করেছে। হংকং কনভেনশন অনুযায়ী জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গানের পূর্বে এসআরএফপি (শিপ রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি প্ল্যান) প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে হয়। এই এসআরএফপি প্ল্যান বাস্তবায়নে ইপসা বিভিন্ন ইয়ার্ডের ১০০জন সেইফটি অফিসারকে এসআরএফপি (শিপ রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি প্ল্যান) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সক্রিয় সকল ইয়ার্ডে এসআরএফপি (শিপ রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি প্ল্যান) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ইয়ার্ডসমূহকে গ্রিন ইয়ার্ডে রুপান্তরিত করতে প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয়ে ইপসা প্রশিক্ষকের জন্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে এবং বিভিন্ন এডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে মালিকপক্ষ ও সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে। ইপসা নিরাপদ শিপ কাটিং বিষয়ে প্রশিক্ষকের জন্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০০জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ইপসা নিরাপদ এসবেসটস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষকের জন্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০০জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরী নির্গমন বিষয়ে প্রশিক্ষকের জন্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০০জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষিত শ্রমিকরা তাদের ইয়ার্ডের অন্য শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এই সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে শিপব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং শিল্পে প্রশিক্ষিত ও সচেতন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইপসা শ্রমিকদের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ক্যাম্পেইন, পথ নাটক ও লোকসংগীতের মাধ্যমে সচেতনতার কাজ করছে। বিগত দুই বছরে ২৪টি হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে ১০০০জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। লিগ্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৩০জন শ্রমিককে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ইপসা যেসকল ইয়ার্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, সেসকল ইয়ার্ডে দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষকের জন্যে প্রশিক্ষণ (টিওটি) প্রদানের ফলে ইয়ার্ডগুলোতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে সরকার, মালিক ও শ্রমিকদেরকে ইপসার সহযোগিতা ও এডভোকেসির কার্যক্রমের ফলে ইয়ার্ডসমূহের কর্মপরিবেশ শোভন হচ্ছে। যার ফলস্বরুপ আগে একটি গ্রিন ইয়ার্ড থাকলেও বর্তমানে চারটি ইয়ার্ড গ্রিন ইয়ার্ড হিসেবে সনদ লাভ করেছে।

**২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ কৈশোর কর্মসূচি।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ২০১৮ সাল হতে জুন ২০২৩ **দাতা সংস্থাঃ** পিকেএসএফ।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুন্ড উপজেলার **১০টি ইউনিয়ন** চট্টগ্রাম।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** কিশোর কিশোরীদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে সমাজে মানুষের মর্যদা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের অধিকার ও বৈষম্য দূর হবে, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের হার হ্রাস করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** কিশোর-কিশোরী।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমুহঃ**

১। ৪০০ জনকে সফট স্কিল ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ।

২। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া আয়োজন করা

৩। জাতীয় দিবসগুলো কিশোরীরা নিজ উদ্যোগে পাল করেছে ।

৪। কিশোরীরা সচেতন হয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করা যেমন, ছোটদের নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষা (নামাজ পড়া শেখানো),পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

৫। ১০টি ইউনিয়নের ১৮০ টি কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন।

| | |
|---|---|
| | |
| **কৈশোর মেলায় বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অতিথিগণ** | **উপজেলা পর্যায়ে কিশোরদের প্রতিযোগিতার একাংশ** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১. কিশোরীরা সুযোগ পেলে নিজেদের পরিবর্তনে (আত্মনির্ভরশীল)কাজ করতে পারে।
২. কিশোর কিশোরী ছোট ছোট সমাজ উন্নয়নের অবদান রাখছে।
৩. কিশোর কিশোরীরা সচেতন হয়ে নিজে ও সমাজে অনৈতিক কাজ গুলি বন্ধে কাজ করছে।

**০৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করন ৩য় পর্যায় প্রকল্প**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ২০ জুলাই ২০২৩- ৩০জুন ২০২৭

**দাতা সংস্থা:** বাংলাদেশ সরকার,ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** বাংলাদেশের ১৫ টি জেলার আওতাধীন ১৪১ টি উপজেলার মোট ১৩৯১ টি ইউনিয়ন পরিষদ

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** বাংলাদেশের গ্রামীন এলাকার জনগন বিশেষত নারী,জাতিগত সংখ্যালঘু এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর মানুষের ন্যায়বিচারের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

১. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক জনগনের ন্যায় বিচারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে আইনী সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২. গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী জনগণ বিশেষ করে নারী,দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা ।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** গ্রামীন জনপদে বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

**প্রকল্পের প্রধান অর্জন**

১.স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় ও সুসম্পর্ক

২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৮৮টি গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন হয়েছে

৩. ১০১৫ আউটরীচ সেশনের মাধ্যমে ৩৫৪৮০ জনকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

৪. গ্রাম আদালত পরিচালনা প্যানেলে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

৫. গ্রাম আদালতে মোট ৮০৫৫ টি মামলা গ্রহণ ও ৪১৫৪ (৫২%) টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **গ্রাম আদালত বিচারিক প্যানেলে নারী সদস্য** | **গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

১. স্থানীয় প্রশাসণের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব

২. ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং ইউপি সচিবদের সাথে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে

৩. স্থানীয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততায় আউটরিচ কার্যক্রম পরিচালনায় অধিক সংখ্যক জনসচেতনতা সম্ভব

**০৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ব্যুরো অব পপুলেশন, রিফিউজি এ্যান্ড মাইগ্রেশন- বিপিআরএম**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ০১ অক্টোবর, ২০২৩ হতে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

**দাতা সংস্থা:** আমেরিকা সরকার সহযোগিতায়: সেভ দ্যা চিলড্রেন

**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : ক্যাম্প: ৭, ৯, ১০, ১৫ এবং পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া এবং ক্যাম্প: ২১ এবং হোয়াইকং ইউনিয়ন, টেকনাফ

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** সমন্বিত নিরাপদ ও জবাবদিহিতা মূলক শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা, জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়ন সেবার মাধ্যমে কিশোর কিশোরী, যুব রোহিঙ্গা এবং হোস্ট কমিউনিটির সুরক্ষা ও উন্নত জীবনমান উন্নয়ন করা।

উদ্দেশ্যঃ

১. শিশু সুরক্ষা ঝুঁকিসমূহ প্রশমন করা ও সুরক্ষা সেবা প্রদানের জন্য রোহিঙ্গা এবং হোস্ট কমিউনিটির শিশু, কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়িত করা।

২. কিশোর কিশোরী যুবদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য তাদের জ্ঞান ও সম্পদ এ উপর অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ২১৭৭ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী (শিশু, কিশোর/কিশোরী ও যুব)

**প্রকল্পের মূল অর্জন**:

# ৭৭০ জন যুব, কিশোরী ও নারীদের অন-ফার্ম অংশগ্রহনকারীদের (মাইক্রো নিউট্রেশন গার্ডেন) প্রশিক্ষণ প্রদান

# দক্ষতা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ১০টি সেশন

# যুব, নারী, শিশুদের জন্য অবকাঠামো শিশু নিরাপদ স্থান/খেলাঘর প্রতিষ্ঠা করা

# শিশু সুরক্ষা কর্মকান্ড নিশ্চিত করণে ১৪০৭ জন শিশু, কিশোর/কিশোরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে

# শিশু, কিশোর/কিশোরী জীবন দক্ষতা উন্নয়নে ৭টি জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সেশন এর আয়োজন করা হয়েছে

# শিশু, কিশোর/কিশোরীদের জন্য ১৪টি মাল্টিপারপাস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে

| | |
|---|---|
| | |
| **অন-ফার্ম ডেমোন্সট্রেশন সেশন পরিদর্শনকালীন স্বাগত বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় ক্যাম্প ইন চার্জ ক্যাম্প-১৫।** | **এডলোসেন্ট লেড ইনেসিয়েটিভ- ডে অবজারভেশন জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজারে উদযাপন করা হয়।** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

শিক্ষা, সুরক্ষা ও জিবীকায়ন সমন্বনিত কার্যক্রম রোহিঙ্গা এবং হোস্ট কমিউনিটির জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় কার্যক্রমের সাফল্যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে

**০৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Integrated Protection and Resilience for Host Community in three Sub-districts (Ramu, Chakaria & Ukhiya) of Cox'sBazar District.**

**প্রকল্পের সময়কাল: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩-৩০ জুন ২০২৪** **দাতা সংস্থা:** IRC/USAID

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** কক্সবাজার এর রামু, চকরিয়া ও উখিয়া উপজেলার নির্ধারিত ইউনিয়ন।

**প্রকল্পের লক্ষ্য: রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হোস্ট কমিউনিটি ভিত্তিক যারা দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছে তাদের সরক্ষা এবং ব্যাপাক সুরক্ষা পরিষেবা প্রদান করা**

**উদ্দেশ্যঃ** কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল রোহিঙ্গা সংকট দ্বারা প্রভাবিত হোস্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে GBV সহ অন্যান্য উদ্বেগগুলির সুরক্ষা বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: কর্ম এলাকায় বসবাসরত ৫০,৭০৫ (১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী) জনগোষ্ঠী**

**প্রকল্পের মূল অর্জন :**

১. উখিয়া উপজেলায় দুটি বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার (MPCC) স্থাপিত হয়েছে এবং সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে।

২. ১৫ টি মহিলা সহায়তা গোষ্ঠী, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ এবং স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের পরিচালনা করছে WGSS এবং ২ MPCC-এ মাসিক সভা।

৩. রাজাপালং MPCC এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান UNO উখিয়ার উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে।

৪. ১৭৬ জন সম্প্রদায় কর্মী এবং ১৭৬ জন নেতাকে SASA-তেএকসাথে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫. ৩ WGSS এবং ২ MPCC-তে কমিউনিটি মাল্টি-হ্যাজার্ড প্রিপারেডনেস এবং রেসপন্স বিষয়ে ৫ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েরা এবং ছেলেরা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে, যেমন (মেয়েদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের পাঠ্যক্রম, নিরাপদ অধিবেশন, উপার্জন করার শিক্ষা)। হোস্ট কমিউনিটিতে বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরী স্কুলে যাচ্ছে, তবে কেউ কেউ দিনমজুরি (যানচালনা, যন্ত্রপাতি পরিচালনা, কৃষিকাজ) করছে। কিছু ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। YPSA যখন তাদের সাথে সেশন পরিচালনা করে, তা অবশ্যই স্কুল শেষ হওয়ার পরে হয়। ফলে YPSA কর্মীরা, যারা বয়ঃসন্ধিকালীন সেশন পরিচালনা করেন, নির্দিষ্ট অফিস সময়ের পরে সেশন পরিচালনা করতে হয়, যা একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি

করে। সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক বা অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ প্রশমিত করা যেতে পারে যাতে স্কুলে বিরতির সময় বা অন্য কোনো উপযুক্ত সময়ে কিশোরদের জন্য সেশন আয়োজন করা যায়।

- যদিও সুবিধাভোগীর তালিকাভুক্তির আগে সাধারণত তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া হয় কিন্তু কখনও কখনও, তারা তাদের কিশোরী মেয়েদের সেশন গ্রহণের অনুমতি দেয় না। সেক্ষেত্রে YPSA কর্মীরা যখন তাদের কেয়ারগিভারের সেশন থাকে তখন আবার তত্ত্বাবধায়কের সাথে বৈঠক বা সেশনের ব্যবস্থা করে। অধিবেশন নেওয়ার উদ্দেশ্য কী এবং উদ্দেশ্যগুলি ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে তাদের বোঝানোর জন্য। যখন তারা সেশনের সুবিধাগুলি চিহ্নিত করে তখন তারা তাদের বাচ্চাদের সেশনটি সঠিকভাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়।
- সুবিধাভোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী কেস ম্যানেজমেন্ট এবং আইনি সহায়তার জন্য কেস কর্মী এবং আইনি অফিসার তাদের পরিষেবা প্রদানকারীর (এসপি) কাছে পাঠান যেমন (পুলিশ স্টেশন সহায়তা, জেলা আইনি সহায়তা কমিটি সহায়তা, স্বাস্থ্য সহায়তা এবং অন্যান্য) পরিষেবা পাওয়ার জন্য। এসপি সেবাপ্রার্থীকে পরিষেবা প্রদানের জন্য অর্থ চান এবং কখনও কখনও তাদের জন্য কার্যধারা দীর্ঘ হয় যা বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে পরিষেবাগুলি নিতে অনুপ্রাণিত করে। আরও জন্য আমরা সমন্বয় জোরদার করার উদ্যোগ নিতে পারি এবং সম্ভব হলে তাদের সাথে MOU করতে পারি।

**০৬. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ প্রেভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিস ইমপ্লিমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাফিকিং ইস্যু।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** জুন, ২০২৩ থেকে মে, ২০২৪ **দাতা সংস্থাঃ** আই ও এম।

**প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ** রাজাপালং, হলদিয়াপালং, রত্নাপালং, জালিয়াপালং, পালংখালী, রোহিঙ্গা ক্যাম্প: **১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭** উখিয়া,কক্সবাজার।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** লক্ষিত জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগণকে মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতন করা । মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তাদের সেবা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** রোহিঙ্গা শরণা ও স্থানীয় জনগণ ।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. এই প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ২২৯ জন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. ৪৫,৩৪৫ জন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানব পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম (উঠান বৈঠক, কমিক সেশন, রেডিও সেশন, ভিডিও সেশন, স্কুল ভিত্তিক মা সমাবেশ এবং বি তর্কপ্রতিযোগিতা, পথ নাটক, মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস উদযাপন) পরিচালনা করা হয়।

৩. উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক মাসে উখিয়া উপজেলার ৪টি মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির (উপজেলা এবং ৩ টি ইউনিয়ন) সভা আয়োজন করা হয় ।

৪. বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা প্রণীত 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২' এর উপর শিক্ষক, সাংবাদিক, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীদের সাথে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৫. নিরাপদ অভিবাসন এর লক্ষ্যে অভিবাসীদের নিয়ে কক্সবাজার জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের সমন্বয়ে মানবপাচার প্রতিরোধ এবং নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

**মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২' বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

**মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

১.সরকা র, বেসরকা রি, এনজিও ও স্থানীয় জনগণের সাথে সমন্বয় করে এবং বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানব পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে সহজে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।

২. সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সুসম্পর্ক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**০৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: কমিউনিটি কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর স্যোসাল এ্যাওয়ারনেস ইন কক্সবাজার**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ০১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ইং (১৪ মাস) এবং ০১ মার্চ ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ইং (১০ মাস)

**দাতা সংস্থা:** DW Akademie

**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** রাজাপালং ও পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত স্থানীয় সংবাদ কর্মীদেরকে ইতিবাচক সংবাদ তৈরী ও প্রচারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ ত্বরান্বিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে শান্তিপূর্ন সহাবস্থান বজায় রাখা।

**প্রকল্পের প্রধান অর্জন :**

০১। প্রকল্পের মাধ্যমে ৫২টি অডিও কনটেন্ট তৈরী করা হয়েছে।

০২। প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৮ টি ভিডিও কনটেন্ট তৈরী করা হয়েছে।

০৩। প্রকল্পের মাধ্যমে ২০টি ছবির গল্প তৈরী করা হয়েছে।

০৪। পুরো বছরে প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে মোট ১৬০টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানমালা।

০৫। ৬টি উঠান বৈঠক বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে করা হয়েছে।

০৬। প্রকল্পের সাথে জড়িত ১৬ জন ভলান্টিয়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। এর ফলে নিয়মিত টিকাদান, স্বাস্থ্য বিধির নিয়ম মেনে চলা, শিশু শ্রম প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সহ নানা বিষয়ে সচেতনতা তৈরীতে অডিও ভিডিও অনুষ্ঠানমালা তৈরি করা সহজ হয়েছে।

**সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে বানানো অডিও কন্টেন্ট শুনছেন শ্রোতারা**

**মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ে চলছে ফ্রন্ট ইয়ার্ড ডায়ালগ**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- যোগাযোগ দক্ষতা অনেক গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তারা সহজেই এগিয়ে যেতে পারবে সামনের দিকে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ ত্বরান্বিত করা হয়।
- যোগাযোগ দক্ষতা বাড়লে স্থানীয় পর্যায়ে শান্তিপূর্ন সহাবস্থান বজায় থাকে।
- সকল সংস্থা সমন্বয় করে কাজ করলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ভাল কিছু করা সম্ভব।

**০৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Protect children from hazardous labour in Dried Fish and Metal factory Sector (Free Kids) and enlighten their future**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জুন ২০২৩ থেকে মে ২০২৫ (June ২০২৩ to May ২০২৫)

**দাতা সংস্থা:** Solidar Suisse Bangladesh

**প্রকল্পের কর্মএলাকা**: চট্টগ্রাম শহর, সীতাকুন্ড এবং কক্সবাজার সদর

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** চট্টগ্রামের ও কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে যেসব শিশু কাজ করে তাদের হতে ১৪ বছর বয়সের নিচে ৪৫০ জন শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা এবং ১৪ থেকে ১৮ বছরের উপরে ২২৫ জন শিশুদের ভোকেশনাল ট্রেনিং এর আওতায় নিয়ে আসা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** ৪৩টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর আছে বাংলাদেশে তার মধ্যে এ্যালু মিনিয়াম, লোহার কারাখানা এবং শুটকি কারখানায় কাজ করে এইরকম শিশু শ্রমিকদের সাথে

**প্রকল্পের প্রধান অর্জন**:

১. চট্টগ্রামের মুরাদপুর ও সীতাকুন্ড এবং কক্সবাজারে সাজিয়ার টেক সমিতি পাড়া ও বাসাইন্নাপাড়াতে মোট ৪টি সেন্টার নেওয়া হয়েছে যেখানে নিয়মিত শিশুশ্রমিকরা সেশন , মোটিভেটসহ নানা কার্যাক্রম চলমান আছে।

২. চট্টগ্রামে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে কাজ করে ৭১ জন, কক্সবাজারে ৮৯জনসহ মোট ১৬০জন শিশু শ্রমিককে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে।

৩. চট্টগ্রামে ঝুঁকিপূর্ণসেক্টরে কাজ করে ২৫ জন, কক্সবাজারে ২৫ জন করে ২ টি ব্যাচকে ভোকেশনাল ট্রেনিং এর কার্যাক্রম চলমান এবং এই প্রকল্পের আওতায় জুন আরো ২ টি ভোকেশনাল ট্রেনিং এর ব্যাচ শুরু করা হবে। প্রায় ১৫০জন শিশু শ্রমিককে ভোকেশনাল ট্রেনিং করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৪. চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদে ইপসাকে এনজিও প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ। কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিতে সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করণ বিষয়ক কার্যাক্রম চলমান ।

৫. ৪টি সেন্টারে ইয়ুথগ্রপ গঠন এবং ৪টি সেন্টারে সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৬. চট্টগ্রাম – কক্সবাজের সরকারি দপ্তর, সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষকদের সাথে এডভোকেসি কার্যাক্রম চলমমান এবং চট্টগ্রাম কক্সবাজারে ১৫টি স্কুলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

| | |
|---|---|
| | |
| **চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ইপসা ফ্রি-কিডস প্রজেক্টের বেইজ লাইন সার্ভের উপস্থাপনা।** | **শিশুশ্রমিকের হাতে নতুন বছরের বই** |

**০৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:** Improving Labor Migration System in Bangladesh by Regularization of Subagent and Strengthening Grievance Management Committee

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১ ডিসেম্বর ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬

**দাতা সংস্থা:** The Asia Foundation

**প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী):** চট্টগ্রাম এর রাঙ্গুনিয়া উপজেলা এবং কক্সবাজার এর সদর উপজেলা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

১. রিক্রুটিং এজেন্সির অধীনে সাব এজেন্টদেরকে নিবন্ধিতকরণে অভিবাসী (সংশোধিত) আইন বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা

২. প্রান্তিক পর্যায়ে অভিবাসীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে গ্রিভেন্স ম্যানেজম্যান্ট কমিটি গঠন ও শক্তিশালী করা;

৩. নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত সরকারী সেবা ও তথ্যসমুহ প্রান্তিক অভিবাসী এবং তাদের পরিবারকে অবহিত করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** অভিবাসী, অভিবাসী পরিবার, অভিবাসন প্রত্যাশী, প্রত্যাগত অভিবাসী, সাব এজেন্ট ও মিডলম্যান , অভিবাসন সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডার ।

**প্রকল্পের মূল অর্জন:**

১. উপজেলা পর্যায়ে সাব এজেন্ট নিবন্ধন (জরিপ)

বাংলাদেশের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সাব-এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সাব-এজেন্ট বা মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে সরকার ইতিমধ্যে মাইগ্রেশন বিল ২০২৩ পাশ করেছে। আইন সাব-এজেন্টদের ভূমিকা এবং তাদের জন্য কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিধান দিয়েছে । মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় সাব এজেন্টদের ভূমিকা আরও সক্রিয় করতে এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে সাব এজেন্টদের ডাটাবেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইপসা সম্প্রতি **Google Forms** এর মাধ্যমে সাব-এজেন্টদের একটি সমীক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। উক্ত প্রক্রিয়ায় সাব-এজেন্টদের প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইন ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। দ্যা এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং সরকারী স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে ফর্মটি তৈরি করা হয়েছে। ইপসা ইতিমধ্যে ৭০টি সাব-এজেন্টের একটি ডাটাবেস সংগ্রহ করেছে।

২. প্রচারাভিযান এবং অভিবাসী অভিবাসীদের নিবন্ধন

ইপসা সম্প্রতি **Google Forms**-এর মাধ্যমে অভিবাসীদের জন্য একটি সমীক্ষা শুরু করেছে । অভিবাসন প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইন ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। দ্যা এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং সরকারী স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে ফর্মটি তৈরি করা হয়েছে। ইপসা ইতিমধ্যে প্রায় ২০০ অভিবাসীদের একটি ডাটাবেস সংগ্রহ করেছে। নিরাপদ অভিবাসন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বিভিন্ন তথ্য ও সঠিক পদক্ষেপ না জানার কারণে অনেকেই প্রতারিত হন। তাছাড়া সঠিক ডাটাবেজের অভাবে সরকার তার নাগরিক সেবা সঠিকভাবে দিতে পারে না। অভিবাসন প্রত্যাশীদের দক্ষতার সঠিক তথ্যভান্ডার থাকলে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সমুহের কার্যক্রম পরিকল্পনা করা সহজ হবে। এছাড়া ডাটাবেসটি অভিবাসীদের কাঙ্খিত চাকরি পেতে সহায়ক হবে।

৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

ইপসা অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ সমাধান এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সদরে ৪ টি জিএমসি কমিটি গঠন করেছে। **GMC**-এর উদ্দেশ্য হল মাইগ্রেশন সংক্রান্ত অভিযোগ সমাধান করা, সামাজিক মধ্যস্থতার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা; প্রান্তিক অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের কাছে নিরাপদ অভিবাসনের তথ্য প্রচার করা। ইপসা কমিটি গঠনের জন্য কিছু মানদন্ড নির্ধারণ করেছে । যেমন **GMC** কমিটিতে ১৩-১৫ জন সদস্য রয়েছে, কমিটিতে স্থানীয় সাংবাদিক, আইনজীবী, ধর্মীয় ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, মাইগ্রেশন বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। **GMC** কমিটি ইপসা সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে মাইগ্রেশন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করে। অভিযোগ পর্যালোচনা এবং যাচাই করার পরে, উভয় পক্ষকে একটি সামাজিক মধ্যস্থতা বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈঠকে উভয় পক্ষের সম্মতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়। যদি অভিযোগের সমাধান না করা যায়, **GMC** সরকারী এবং বেসরকারী স্টেকহোল্ডারকে নির্দেশ করে।

৪. ইউনিয়ন পরিষদে মাইগ্রেশন অভিযোগ প্রাপ্তির জন্য ফেয়ার মাইগ্রেশন সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন

ইপসা কর্মক্ষেত্রে ৪টি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ইপসা উক্ত সেন্টারে ৪ জন নিবেদিত যুব স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করেছে। ইপসা স্থানীয় পর্যায়ে ৪টি যুব স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছে। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে তারা স্থানীয়ভাবে কাজ করছে। নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য সহায়তা কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। এছাড়াও, সহায়তা কেন্দ্র বিদেশী সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং সংগ্রহ করে। একজন যুব স্বেচ্ছাসেবকের নেতৃত্বে, যুব সদস্যরা ইউনিয়ন জুড়ে সেন্টার সম্পর্কে তথ্য প্রচার করে। সাপোর্ট সেন্টার প্রতি মাসে এক বা একাধিক সামাজিক মধ্যস্থতা ইভেন্টের আয়োজন করে।

| | |
|---|---|
| | |
| **চট্টগ্রামে সাব এজেন্ট নিয়মিতকরণের বিষয়ে চট্টগ্রামের জনশক্তি ও জনশক্তি অফিসে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।** | **ঝিলঞ্জা ইউনিয়ন, সদর, কক্সবাজারে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন ।** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- পাসপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সহজতর করলে নিরাপদ অভিবাসন আরো সহজ হবে ।
- উপজেলা পর্যায়ে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করলে অভিবাসনের হার আরো বাড়বে ।
- অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অভিবাসন ব্যয় অনেক বেশি। বিশেষ করে বিমান ভাড়া এবং ভিসার খরচ। এ দুটি খাত নিয়ন্ত্রণ করা গেলে প্রবাসী ও অভিবাসীদের হার অনেক বেড়ে যাবে।
- অভিবাসন প্রত্যাশী এবং সাব এজেন্ট জরিপ দেশব্যাপী পরিচালিত হলে সুনির্দিষ্ট কাজ পেতে সহায়ক হবে ।
- প্রবাসে দূতাবাসগুলিকে আরও শ্রমবান্ধব হতে হবে।

## ১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ Youth from Host Communities & Rohingya Camps in Cox's Bazar as Agents of Change

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২৫

**দাতা সংস্থাঃ** বিএমজেড (জার্মান)।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** টেকনাফ, কক্সবাজার ।

**প্রকল্পের লক্ষ্যঃ** কিশোরী এবং যুবক, বিশেষ করে মেয়ে এবং নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুযোগের মাধ্যমে একটি সুরক্ষামূলক পরিবেশে পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

যুবক এবং তরুণ প্রাপ্ত বয়স্ক লিঙ্গ সমতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান এবং মনোভাব প্রদর্শন করে।

হোস্ট সম্প্রদায়ের যুবক এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের উপযুক্ত বাজার-নির্দিষ্ট আয়ের উৎস এবং বাজারে প্রবেশ করার দক্ষতা এবং সুযোগ রয়েছে

হোস্ট সম্প্রদায়ের যুবক এবং কিশোরীদের (বিশেষ করে মেয়ে এবং যুবতী) জন্য সম্প্রদায়-ভিত্তিক শিশু-সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

বিদ্যমান পরিষেবাগুলিতে প্রবেশে সক্ষমতা অর্জনের জন্য কিশোর -কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** হোস্ট কমিউনিটি ২২৫০ জন (১৪২৫ জন নারী ও ৮২৫ জন পুরুষ) এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৫০০ জন (২৫০ জন নারী ও ২৫০ জন পুরুষ)। মোট ২৭৫০ জন (১৬৭৫ জন নারী ও ১০৭৫ জন পুরুষ)।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১। এই প্রতিবেদনের সময়কালে (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত), প্রকল্পটি ১০০ জন  সুবধিাভোগীকে (৬৯ জন মহিলা এবং ৩১ জন পুরুষ) ব্যবসা শুরুতে সহায়তা এবং যোগ্য চাকরির সুযোগরে জন্য নগদ সহায়তা প্রদান করেছে। উক্ত নগদ সহায়তা পেয়ে তারা সবাই নিজ নিজ ব্যবসা শুরু করেছে।
২। টিভ্যাট ও মেন্টর-মেন্টি প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তির পর রিপোর্টিং সময়কালে মোট ৪৫ জন অংশগ্রহণকারী (পুরুষ ৩২ এবং মহিলা ১৩) চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছেন এবং বাকিরা উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যবসা শুরু করেছেন (হার্ড কপি মূল্যায়নের মাধ্যমে )।
৩। আইজিএ (ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টভিটিজ)তে নারীদরে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং পরিবারে এবং সম্প্রদায়ে ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে, (রেফারেন্সঃ পিডিএম রিপোর্ট)।
৪। প্রকল্পর ১২৫০ জন শিক্ষার্থীর গণনামূলক জ্ঞান রয়েছে, তারা সহজে গণিত গণনা করতে পারে বাক্য তৈরী করতে পারে এবং যেকোন অবস্থানের সাইনবোর্ডএবং ঠিকানা লিখতে পড়তে পারে (রেফারেন্স: লার্নার্স অ্যাসসেমেন্ট)।
৫। অংশগ্রহণকারীদের যৌন সহিংসতা, পাচার, মাদকের অপব্যবহার এবং এর পরিণতি এবং বাল্যবিবাহের ক্ষতকির দিক এবং এটি সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন। বর্ধিত জ্ঞানের সাথে তারা তাদের জীবনযাপন করতে আত্মবিশ্বাসী, (রেফারেন্সঃ কার্যক্রমের র‍্যান্ডম সার্ভে)

**স্থানীয় পর্যায়ে নারীর কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড**

**কমিউনিটি পর্যায়ে শেয়ারিং কর্মসূচি**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**
১। প্রকল্পের যথাযথ ফলোআপ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উন্নতি করতে পারে।
২। সঠিক সচেতনতা সম্পর্কিত বার্তা (সেশনের মাধ্যমে) একজন উপকারভোগীর মন-মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারে।
৩। স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের যথাযথ সহযোগিতা তাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করে।

**১১. : চট্টগ্রাম বিভাগের জনগনের সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন (সিভিক) প্রকল্প**
**প্রকল্পের সময়কালঃ** জুলাই ২০২২ – জুন ২০২৪
**দাতা সংস্থাঃ** গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট এনড রেজিলিয়েন্স ফানড (জিসিইআরএফ)।
**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সদর, রামু,চকরিয়া,মহেশখালী, কক্সবাজার ।
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**
যুব জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা উগ্রবাদী ও সহিংস কর্মকান্ড থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ও ধর্মীয় নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে তাদের অর্থবহ সম্প্রক্ততা নিশ্চিতকরণ।
যুব সমাজ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মাধ্যে কোভিড-১৯, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, উগ্রবাদ ও সহিংসতা সম্পর্কে সচতেনতামূলক জ্ঞান বাড়ানো।
যুব ফোরাম/ক্লাবগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিক কাঠামোতে পরিনত করা এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং জেলা/উপজেলা শিক্ষা বিভাগকে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ের ধর্মীয় নেতাদের উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ স্থায়ীত্ব করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ (নির্বাচিত প্রতিনিধি, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা সমূহকে কার্যকর করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** যুব জনগোষ্ঠী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. যুব জনগোষ্ঠী টেকসইভাবে নিজেদের এলাকায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে কাজ করার জন্য নিজেদের একটি কাঠামো ভিত্তিক সংগঠন তৈরি করার জন্য সংগঠন ব্যবস্থাপনা, সম্পদ আহরণ ও উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ের উপর পুনঃশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকল যুব গ্রুপ এবং ক্লাবগুলো নিজেদের সংগঠন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি সরকারী দপ্তরে জমা করেন এবং ইতিমধ্যে ৬৫% ক্লাব এবং ফোরাম সরকারীভাবে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করেছে।

২. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার জন্য জেলা এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে এডভোকেসী সভা ও একক সভা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি উগ্রবাদ ও সহিংসতা বিষয়টি আলোচনার জন্য কক্সবাজার জেলা এবং কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন।

৩. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেকসইভাবে একীভূত করার জন্য ৪৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি সদস্যদের নিয়ে সভা করা হয়েছে এবং তারা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকদের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৪. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার জন্য জেলা এবং উপজেলা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জেলা ভিত্তিক কর্মকর্তাদের সাথে এডভোকেসি সভা ও একক সভা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ধর্মীয় আলোচনায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা বিষয়টি আলোচনার জন্য কক্সবাজার জেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অফিস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন যাতে খুতবা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মের আলোকে উগ্রবদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি টেকসইভাবে একীভূত করার জন্য ১০০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি সদস্যদের নিয়ে সভা করা হয়েছে এবং তারা ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৫. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিনিধিবৃন্দদের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে টেকসইভাবে তাদের অর্থবহ সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি সভা করা হয়েছে যেখানে স্থানীয় সরকার এর উপ পরিচালক এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। পাশপাশি এডভোকেসি সভা ও একক সভার মাধ্যমে এলাকায় জনগনের সাথে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্যদের জন্য স্থানীয় সরকার এর উপ পরিচালক মহোদয় থেকে একটি নির্দেশনা মূলক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। একই সাথে ৫৭ সভার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর এডভোকেসি সভা করা হয়েছে।

**কক্সবাজারের একটি ক্লাব যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা থেকে রেজিস্ট্রেশন সনদ গ্রহণ করছেন।**

**সংগঠন ব্যবস্থাপনা, সম্পদ আহরণ এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের একটি মুহূর্ত।**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

- সরকারিভাবে নিবন্ধন লাভ করার পর জনগণের মধ্যে যুব ক্লাব ও ফোরামদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সমাজে টেকসইভাবে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যুব জনগোষ্ঠীদের কাঠামো ভিত্তিক সয়ংসম্পূর্ণ করা প্রয়োজন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে তারা তাদের সমাজে বা সম্প্রদায়ে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার জন্য জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি টেকসই হওয়ার দাবি রাখে।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে জনগণের মধ্যে সতর্কতা সৃষ্টি করার জন্য ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের গুরুত্ব অনেক। ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ততার পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সম্পৃক্ততা একই সাথে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা স্থানীয় পর্যায়ে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

**১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ফাইট স্লেভারি এন্ড ট্রাফিকিং ইন পারসন (এফএসটিআইপি) প্রোগ্রাম।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** এপ্রিল ২০২২ ইং থেকে মার্চ ২০২৬। **দাতা সংস্থাঃ** উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার । আনোয়ারা, বাঁশখালী ও ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। চান্দিনা, দাউদকান্দি ও চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

মানব পাচার এবং বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিগণ সরকারি এবং বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নতমানের যত্ন ও পরিষেবাগুলো পাবে।

সরকারি ও বেসরকারি শেল্টার হোম দ্বারা জাতীয় ন্যূনতম মানব যত্ন নীতি এবং এসওপিগুলোর কার্যকরী বাস্তবায়ন করা।

অভ্যন্তরীণ ও ক্রসবর্ডার এর শিকার মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং রেফারেল প্রক্রিয়া উন্নত করা।

সারভাইভারগণ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হবে এবং সারভাইভার ভয়েজ "অনির্বাণ"কে শক্তিশালী করা।

মানব পাচার এবং বাল্যবিবাহের শিকার এবং মানব পাচার ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিগণকে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং বিকল্প জীবন জীবিকার সুযোগগুলোর সাথে যুক্ত করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** ১১২৫ জন মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার নারী, পুরুষ ও শিশু

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১.মানব পাচারের শিকার ২৫জন (পুরুষ: ২১, নারী: ৪) সারভাইভারকে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.মানব পাচারের শিকার ৮জন সারভাইভারকে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

৩.সারভাইভার ভয়েজ "অনির্বাণ" দলের কার্যক্রমকে গতিশীলকরণের লক্ষ্যে ১১টি অনলাইন/অফলাইন মিটিং এর আয়োজন করা হয়। এবং তাদের ১ বছরের কাজের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৪.৬৬জন সারভাইভারকে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সেফটি নেট সহায়তা পেতে সহযোগিতা করা হয়। ৪৭ জন সারভাইভারকে জীবন জীবিকা সহায়তার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

৫.সারভাইভারগণের জন্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৪টি এ্যাডভোকেসি সভা করা হয়। ১) কক্সবাজার ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আশেক উল্লাহ রফিক স্যার এর সাথে। ২) কক্সবাজারস্থ নিরিবিলি গ্রুপ অফ কোম্পানীর চেয়ারম্যান জনাব লুতফুর রহমান কাজল স্যার এর সাথে। ৩) কক্সবাজার ওমেন চেম্বার অফ কর্মাসের ডিরেক্টর এবং নিখুঁত গার্মেন্টসের মালিক জনাব মনোয়ারা বেগম এর সাথে। ৪) কক্সবাজার ওমেন চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি এবং জাহানারা এ্যাগ্রো ফ্রাম এর মালিক জনাব জাহানারা বেগমের সাথে।

| | |
|---|---|
| | |
| **কক্সবাজার এর মাননীয় পার্লামেন্ট সদস্যের সাথে মত বিনিময় সভা** | **কক্সবাজার প্রাইভেট সেক্টরের সাথে মত বিনিময় সভা** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

১. মানব পাচারের ধরণ এবং রুট পরিবর্তনের চক্রটা বোঝার চেষ্টা করছি।

২. বিভিন্ন দেশের জেলখানায় অবস্থানরত সারভাইভারদেরকে দেশে ফেরত আনার প্রসেসটা শিখছি এবং কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যে ২১জনকে মায়ানমার এবং মালয়েশিয়ার জেলখানা থেকে ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছি আমরা।

৩. কাজের ধরণ আর দিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে কাজ করতে পারাটা মূল শিখন

**১৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা – ইয়ুথ আর রেজিলিয়েন্ট, ইন্টার-কানেক্টেড, সোশ্যালি কোহেসিভ এন্ড এনগেইজড (ইয়ুথ রাইস একটিভিটি)**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ইং থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৫ ইং (২৭ মাস) **দাতা সংস্থা**: বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন

**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার (মোট ৩টা ইউনিয়ন) এবং টেকনাফ উপজেলার (মোট ৫টা ইউনিয়ন)

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**লক্ষ্য** কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হোস্ট সম্প্রদায় কম সংঘাত এবং সহিংসতা থেকে জেলাকে উপকৃত করা (GBV সহ)।

**উদ্দেশ্য-** স্থানীয় বা হোস্ট কমিউনিটির যুবকরা সংঘাতের প্রভাবগুলির প্রতি আরও বেশি সহনশীল বা স্থিতিস্থাপক হবেন, আরও ঘন ঘন তাদের কমিউনিটির স্থানীয় দ্বন্দ্বগুলি শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায়ে সমাধান করে এবং তাদের সহিংসতায় জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** কর্মএলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠিতে বসবাসরত যুব নারী-পুরুষ এবং প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ**

১. স্থানীয় যুব স্বেচ্ছাসেবকদের নিযুক্ত করে কমিউনিটি স্ক্রিনিং কার্যক্রমের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য রেফারেন্সের ToR প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. ১২টি যুব দল কর্মএলাকার ০৮টি ইউনিয়নে পুনরায় গঠন করা হয়েছে

৩. KOBO টুল ব্যবহার করে প্রায় ১৯৬টি কমিউনিটি স্ক্রিনিং -এর লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে, মোট ১৯৬টি কমিউনিটি স্ক্রিনিং সম্পন্ন করার লক্ষ্যে।

৪. ১৯১টি সেশনে সচেতনতামূলক কমিউনিটি স্ক্রিনিং/ভিডিও স্ক্রিনিং করা হয়েছে যাতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে শান্তিপূর্ণ, সহনশীল এবং সহ-অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়, বিশেষ করে যুবক এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে সত্য তথ্যের প্রবাহ অব্যাহত রাখতে এবং যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করতে।

৫. উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ১২টি লিসেনিং গ্রুপের মধ্যে ২০৪টি লিসেনিং গ্রুপ সেশন পরিচালনা করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **বিবিসি মিডিয়ার প্রধান নির্বাহীর কার্যক্রম পরিদর্শন** | **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নারী সদস্যদের সভায় অংশগ্রহণ** |

**মূল শিক্ষনীয় বিষয় :**

- CS অংশগ্রহণকারীদের তাৎক্ষনিক বা অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া CS ভিডিও শো শেয়ার করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। তাই আমরা আমাদের সিএস স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের টিওআর অনুযায়ী প্রতিটি সিএস সেশনে 'স্থানীয় সম্প্রদায় স্বেচ্ছাসেবকদের' নিয়োগ করি। তারপর এই স্বেচ্ছাসেবক এক দিন বা তারও বেশি ঘন্টা আগে ToR-এর মানদন্ড অনুযায়ী CS অংশগ্রহণকারী নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। এটি সিএস অংশগ্রহণকারীদের নিয়োগ, তাদের এনআইডি পরীক্ষা করা, উপস্থিতি শিট সম্পূর্ণ করা, প্রাক-পরীক্ষার জন্য অংশগ্রহণকারীদের বেছে নেওয়া এবং তাদের সাথে প্রাক-পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য কার্যকর প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি। সিএস ভিডিও দেখায়। যদি আমরা আটটি ইউনিয়নে বেতনভুক্ত 'স্থানীয় সম্প্রদায় স্বেচ্ছাসেবক' নিয়োগ করি (প্রতিটি ইউনিয়নে একজন স্বেচ্ছাসেবক)। তারপর এই স্বেচ্ছাসেবক এক দিন বা তারও বেশি ঘন্টা আগে ToR-এর মানদন্ড অনুযায়ী CS অংশগ্রহণকারী নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। সিএস অংশগ্রহণকারীদের নিয়োগের জন্য এটি সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া হবে, তাদের এনআইডি পরীক্ষা করা, উপস্থিতি শীট সম্পূর্ণ করা, প্রাক-পরীক্ষার জন্য অংশগ্রহণকারীদের বেছে নেওয়া এবং তাদের সাথে প্রাক-পরীক্ষা পরিচালনা করা।

- আমরা এই বছর-০৩ থেকে এলজি-তে প্রতি ৫ম পর্বে একটি রিক্যাপ সেশনের ব্যবস্থা করেছি। রিক্যাপ সেশনের মাধ্যমে, অংশগ্রহণকারীরা পূর্ববর্তী পর্বের সমস্ত বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত করে নাটকের টেকওয়েগুলো আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব জীবনের উদাহরণও দিয়েছেন যা অডিও নাটকের বিষয়গুলির সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল। এতে দেখানো হয়েছে যে অডিও নাটক থেকে অংশগ্রহণকারীরা শিখেছেন। এই রিক্যাপ সেশনটি এলজি সদস্যদের অডিও নাটক এবং এলজি সেশন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

**১৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা- চ্যাম্পিয়ন অব চেইঞ্জ (সিওসি) প্রজেক্ট**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১লা জুলাই ২০২২ ইং হতে ৩০শে জুন ২০২৩ ইং পর্যন্ত ।

**দাতা সংস্থা:** ইউএনএফপিএ (কারিগরি সহযোগিতা-প্ল্যান ইন্ট্যারন্যাশনাল)

**প্রকল্পের কর্মএলাকা**: রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১৩ থাইংখালি, রোহিঙ্গা ক্যাম্প- ১৫ জামতলী, রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১৯ তানজিমার খোলা, উখিয়া, রোহিঙ্গা ক্যাম্প-২২ উংচিপ্রাং, রোহিঙ্গা ক্যাম্প- ২৪ লেদা ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প-২৭ জাদিমুড়া, টেকনাফ এবং হোস্ট কমিউনিটিঃ সাবরাং ইউনিয়নঃ ওয়ার্ড নং: ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ এবং বাহারছড়া ইউনিয়নঃ ওয়ার্ড নং: ১, ২, ৩ ,৪, ৫, ৬, ও ৭

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ** রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং হোস্ট কমিউনিটির কিশোর এবং অল্প বয়স্ক ছেলেরা তাদের জীবন ও শরীরের যে নিয়ন্ত্রন রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন বৈষম্য, জবরদস্তি বা সহিংসতার শিকার থেকে মুক্ত রাখতে পারবে এবং তাদের যৌনতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** কিশোর: ১১২৫ জন, কিশোরী: ৮৭০ জন, মোট: ১৯৯৫ জন। মেইল কেয়ার গিভার- ৩৪৭ জন, ফিমেইল কেয়ার গিভার- ২১০ জন, মোট-৫৫৭ জন ।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

১. কিশোর: ১১২৫ জন এবং কিশোরী : ৮৭০ জন, মোট: ১৯৯৫ জনকে লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহেন্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধ ও অন্যান্ন বিষয় নিয়ে সিওসি ও গার্ল সাইন মডিউল অনুযায়ী ২৫ টি সেশন প্রদান করা হয়েছে।

২. মেইল কেয়ার গিভার: ৩৪৭ জন, ফিমেইল কেয়ার গিভার: ২১০ জন, মোট-৫৫৭ জন কে মডিউল অনুযায়ী ১৫ টি সেশন প্রদান করা হয়েছে।

৩. প্রকল্পের মুল ষ্টেকহোল্ডার সিআইসি ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে ৮ টি ইনসেপশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে সিআইসি ও উপজেলা প্রশাসন উক্ত প্রকল্পটি প্রয়োজনীয়তা আছে মর্মে চলমান রাখার সুপারিশ করেছেন।

৪. ASRHR পরিসেবাগুলো উন্নত করার জন্য হোস্ট কমিউনিটির ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ কমিটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সদস্যদের নিয়ে দ্বি-মাসিক করা হয়েছে মোট: ৪টি।

৫. লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহেন্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধ এবং CoC, গার্ল সাইন ও MHPSS মডিউল, সুরক্ষা ও সেশন ডেলিভেরিতে সহায়তা করার জন্য সিওসি ফ্যাসিলিটেটর ও গার্ল সাইন মেন্টর সহ মোট ৩৯ জনকে ২ দিনের ১ বার প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

**ক্যাম্প-ইন-চার্জ মহোদয়ের সাথে ইনসেপশন সভা**

**ইউএনএফপিএ এর প্রতিনিধির সিওসি সেশন পরিদর্শন**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহেন্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধ, মাদক ও মানব পাচারের ভয়াবাহতা হতে শিশু ও কিশোরদের-কিশোরীদের রক্ষা করার জন্য সিওসি ও গার্ল সাইন সেশন গুলো বিশেষ ভুমিকা রাখে।
- যে সকল শিশু ও কিশোর-কিশোরী সিওসি ও গার্ল সাইন এর সকল সেশন পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটা ভাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদি আমরা আমাদের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়মিত ভাবে সেশনে উপস্থিত করতে পারি তাহলে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।
- নিয়মিত UH&FWC মিটিং করার ফলে কিশোর ও কিশোরীদের সেবার মান উন্নত করেছে এবং স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্টান গুলোর সহযোগিতা ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে অনেক সহায়তা করেছে এবং SRHR এর অধিকার ও কমিউনিটির কোথায় সেবা পাওয়া যায় তা কিশোর-কিশোরীরা জানতে পেরেছে।

## ৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ রাইজ (RISE)

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১লা মার্চ ২০২৩ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬
**দাতা সংস্থা:** BSR (Business for Social Responsibility)
**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** ঢাকা, গাজীপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

১। নারী কর্মীদের ক্ষমতায়ন ব্যবসায়িক অনুশীলনে লিঙ্গ সমতা এম্বেড করুন এবং সিস্টেমের পরিবর্তন।

২। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে কর্মরত নারীরা সমতা, পছন্দ এবং তাদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদার সহজাত অধিকার ভোগ করা

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠিতে বসবাসরত নারী-পুরুষ

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

১. ১০০% গার্মেন্টস উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপক এখন নারী ক্ষমতায়নে, নারীর অধিকার, কর্মক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্টও শ্রমিক সম্পর্ক এবং নারী শ্রমিকদের ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহোণের বিষয় ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে।

২. ৭০% গার্মেন্টস মধ্যমসারির ব্যবস্থাপক এখন নারী ক্ষতাময়নে এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণের বিষয় ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে।

৩. ৯১৭ পিয়ার এডুকেটর তাদের বাস্তব জীবনে প্রশিক্ষণের জ্ঞান (আর্থিক, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক, মানসিক চাপ মোকাবেলা) কাজে লাগাতে পারছে।

৪. ৭০% পিয়ার এডুকেটরদের ডিপিএস রয়েছে।

৫. ১০০% পিয়ার এডুকেটরদের ডিজিটাল আর্থিক সেবা ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী।

৬. ৫০% পিয়ার এডুকেটরদের মাঝে লিডারশিপ কোয়ালিটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. ৫০% শ্রমিকরা তাদের অর্জিত জ্ঞান (আর্থিক, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক, মানসিক চাপ মোকাবেলা) বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারছে।

৮. ৫০% শ্রমিকদের ডিপিএস রয়েছে।

৯. ১০০% গার্মেন্টস শ্রমিকদের ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে।

টাউনহল মিটিং

পিয়ার এডুকেটর রিফ্রেশার ট্রেইনিং

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- প্রকল্পে পূর্বনির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক, মানসিক চাপ মোকাবেলা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে নারীরা তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছে এবং জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে যে বিষয়ে তারা পূর্বে কুসংস্কারের মধ্যে ছিল।
- বেইসলাইন এবং এন্ডলাইন সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী নারী কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যেমন তাদের আচরণ, সেলফ-স্টিম, যোগাযোগ দক্ষতা, সঞ্চয় প্রকৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে ও নারী শ্রমিকদের বেতনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং লিডারশিপ কোয়ালিটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

## ১৬.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Baseline study and Implementation of SUNY Korea Newly Development Product.

**প্রকল্পের সময়কাল:** সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে জানুয়ারি ২০২৪
**দাতা সংস্থা:** স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক (সানি কোরিয়া)
**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** চট্টগ্রাম এর সীতাকুন্ড
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** The State University of New York Korea (SUNY Korea) এর কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় জন্মগত/দুর্ঘটনাজনিত/ রোগের কারণে পঙ্গুত্ববরণকৃত ক্রাচ ব্যবহারকারীদের মধ্যে (সারভেকৃত জনগোষ্ঠীর উপর) গবেষণার জন্য ক্রাচের রাবার শো প্রদান করা । যাতে উক্ত ক্রাচ ব্যবহারকারীদের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে, তাদের ব্যবহারের উপযোগী করে সহনীয় ক্রাচ ডিজাইন তৈরী করা হবে। যা, শারীরিক প্রতিবন্ধী (পঙ্গুত্ববরণকৃত) ব্যক্তিদের চলাচলকে আরও সহজ করবে।
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** জন্মগত/দুর্ঘটনাজনিত/ রোগের কারণে পঙ্গুত্ববরণকৃত ক্রাচ ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ।
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**
The State University of New York Korea (SUNY Korea) এর কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায়, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় জন্মগত/দুর্ঘটনাজনিত/ রোগের কারণে পঙ্গুত্ববরণকৃত ৫০ জন ক্রাচ ব্যবহারকারীদের (সারভেকৃত জনগোষ্ঠীর) উপর গবেষণার জন্য ক্রাচের রাবার শো ও ক্রাচ প্রদান করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত ক্রাচ ব্যবহারীদের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে, তাদের ব্যবহারের উপযোগী করে সহনীয় ক্রাচ ডিজাইন তৈরী করা হবে। যা, শারীরিক প্রতিবন্ধী (পঙ্গুত্ববরণকৃত) ব্যক্তিদের চলাচলকে আরও সহজ করবে।

**গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রাচশোর মাধ্যমে চলাচলের ফলাফল নির্ণয় কার্যক্রম**

**প্রকল্প অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ সভা**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**
১. সঠিক চিকিৎসা এবং যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্ববরণকারী জনগোষ্ঠী আরও দীর্ঘমেয়াদী শারিরীক সমস্যায় পতিত হচ্ছে।
২. সঠিক পরিমাপের ক্রাচ ব্যবহারের অভাবের কারণে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন বগলের নিচে ঘা এবং বুকে ব্যথা স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে।

**১৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:** উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)-২য় পর্যায়
**প্রকল্পের সময়কাল:** উৎপাদনশীল ও ১লা জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৬
**দাতা সংস্থা:** বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), সুইডেন দূতাবাস, মারিকো বাংলাদেশ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)।
**প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী):** চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলার নির্ধারিত উপজেলা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ** অধিকতর অন্তর্ভূক্তিমূলক উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; একই সাথে গ্রামীণ দারিদ্র নারী এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ বৃদ্ধি করা যাতে তারা যে কোন দুর্যোগ বা সংকট থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে।

**প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যঃ**

- ইউনিয়ন পর্যায়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ১০,১৮৮ জন নারীর কর্মদক্ষতা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশের উপকূলীয় ও বন্যা কবলিত এবং অন্যান্য দরিদ্রপ্রবণ এলাকার দুস্থ ও বিপদাপন্ন নারীদের "দারিদ্রের ফাঁদ" হতে উত্তরণের উপায় উদ্ভাবন করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে 'স্বপ্ন-২' কে একটি টেকসই প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্টিত করা;
- বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশল এবং "ভিশন ২০৪১" এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১০, ১৩ কে অর্জনে সহায়তা করতে একটি সমন্বিত কৌশল বাস্তবায়ন করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে বসবাসরত কিশোর-কিশোরী, যুবা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ।

**প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ :**

১. ২ জন পিসি, ৫জন পিও এবং ৪২জন জন ইউনিয়ন ওয়ার্কার নিয়োগ;

২. ৪২ জন ইউনিয়ন ওয়ার্কার এর জন্য দুইদিন ব্যাপি অপারেশন ম্যানুয়েল ও আইসিএফ এবং বেনিফিশিয়ারী সিলেকশন প্রশিক্ষণ আয়োজন;

৩. চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলায় স্বপ্ন- ২ প্রকল্পের জেলা ভিত্তিক অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন;

৪. ১৫১২ জন নারী উপকারভোগী নির্বাচন;

৫. ১৫১২ জন উপকারভোগীর ওয়ার্কিং টুলস বিতরণ এবং সরকারী সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন।

**উপকারভোগী নির্বাচন বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

**প্রকল্পের ইনসেপশন সভা**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

১. যেহেতু SWAPNO-২ প্রকল্পটি এই এলাকায় নতুন, তাই এটি একটি সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করতে সময় নিবে; প্রজেক্ট টিম দ্বারা SWAPNO প্রোজেক্টকে ভালভাবে অভিমুখী করার জন্য ডোর টু ডোর বিভিন্ন সচেতনতামূলক সেশন করা হয়েছে;

২. স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতার কারণে অনেক জায়গায় আর্থিক সুবিধা না পাওয়া। এই প্রসঙ্গে প্রকল্প কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসনকে বুঝতে সক্ষম যে এটি স্থানীয় সরকারের একটি প্রকল্প, অংশীদার এনজিও কেবল প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।

৩. সম্প্রদায়ের লোকজন এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যেও স্বপ্ন-২ প্রকল্পের প্রতিকূল ধারণা রয়েছে; যেমন, এগুলো শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের জন্য প্রযোজ্য

**১৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইউথ রাইজ একটিভিটি, আই আর -৩**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জানুয়ারি ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৪

**দাতা সংস্থা:** ইউ এস এ আই ডি

**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** কক্সবাজার এর টেকনাফ উপজেলার আওতায় ইউনিয়নসমূহ

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**এই প্রকল্পের লক্ষ্য:** কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হোস্ট সম্প্রদায়গুলি সংঘাত ও সহিংসতা (GBV সহ) হ্রাসকরনের মাধ্যমে উপকৃত হবে

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** স্বাগতিক সম্প্রদায়ের যুবকরা সংঘাতের প্রভাবে নিজেদের আরো স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি, তাদের সম্প্রদায়ের স্থানীয় বিরোধগুলি শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায়ে সমাধান করবে এবং কোনও সহিংসতায় জড়িত হবেনা

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** এই কর্মসূচিটি টেকনাফ উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের যুব সমাজের মধ্যে সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে, গ্রাম আদালত সক্রিয়, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধকরণে পুরুষ মহিলা , স্থানীয় নেতা,ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়মলক কাজ করে

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

**১. মধ্যস্থতা পরিচালনা:** YPSA মোট ২৬টি মধ্যস্থতা নিবন্ধিত করেছে তাদের মধ্যে ২৫টি মধ্যস্থতা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। ২৬ মেডিয়েশন (১৩ পুরুষ ১৩ মহিলা) ক্লায়েন্টদের বহুবিবাহ, যৌতুক, জমি, আর্থিক দ্বন্দ্ব এবং গার্হস্থ্য সহিংসতা সংক্রান্ত।

**২. নিড বেসড সাপোর্ট:** মে ২০২৪ ইং পর্যন্ত ২১ জন ক্লায়েন্ট কে নিড বেসড সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে ১ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলা। এর মধ্যে বাহারছড়া-১১( পরুষ-১, মহিলা – ১০), সেন্ট মার্টিন – ৫ জন মহিলা, টেকনাফ সদর -২ জন মহিলা, এবং সাবরাং এ ৩ জন মহিলা ক্লায়েন্ট এই সেবা গ্রহন করেনটেকনাফ সদর-০২- নিড ভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (মহিলা-০২) এবং সুব্রং-এ ০৩ মহিলা ক্লায়েন্টরা পরিষেবা পেয়েছেন।

**৩. কেস রেফারেল:** মে ২০২৪ পর্যন্ত ৫৬টি কেস রেফার করা হয়েছে (৩৮ পুরুষ ১৮ মহিলা) যা বেশিরভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপলব্ধ। গার্হস্থ্য সহিংসতা, দারিদ্র্য, এবং প্রতিবেশীদের সাথে বিরোধ সাধারণ হিসাবে নথিভুক্ত প্রধান সমস্যা। ৪৯টি ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিষেবা এবং বিপদ কমানোর জন্য অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্লায়েন্টরা তাদের পরিষেবা না পাওয়া পর্যন্ত YPSA ফলোআপ রাখবে।

**৪. মহিলাদের নেতৃত্বে মধ্যস্থতা/সালিশের সুবিধা:** মে ২০২৪ পর্যন্ত নিবন্ধিত ৩৩ জন মহিলার নেতৃত্বে মধ্যস্থতা করা হয়েছে। ৩৩ জন ক্লায়েন্টের সবাই মহিলা।

**৫. কাউন্সেলিং প্রদান করুন:** ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর এবং যুব সদস্যরা সম্প্রদায়ের লোকদের ১১০ (পুরুষ ৪১ এবং মহিলা ৬৯) কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান করে

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

মাহফুজা (ছদ্মনাম) ২৩ বছর বয়সী মহিলা। ১৬ বছর বয়সে তিনি উভয় পরিবারের সম্মতি ছাড়াই দিনমজুর মোঃ ইমরান হোসেন (ছদ্মনাম) কে বিয়ে করেন। তারা টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নাটোয়ার পাড়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরে তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপ হয়ে পড়েন ইমরান। একদিন সে মাতাল হয়ে বাড়িতে এসে তাকে গালিগালাজ করতে শুরু করে, যার ফলে ঝগড়া হয়। এতে ইমরান ক্ষিপ্ত হয়ে মৌখিকভাবে মাহফুজাকে তালাক দেন। এরপর মাহফুজা মেয়েকে

নিয়ে একই ইউনিয়নের পূর্ব পানখালী গ্রামে বাবার বাড়িতে যায়। ইমরান তাকে এবং তাদের মেয়েকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

রুমকি (ছদ্মনাম), মাহফুজার একজন মামাতো বোন, YPSA কর্তৃক YouthRISE কার্যকলাপের অধীনে একটি উঠান বৈঠকে অংশ নিয়েছিল। মিটিংয়ে ফ্যাসিলিটেটর গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ান এবং কীভাবে এটি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করে। রুমকি মাহফুজার সাথে সাক্ষাত থেকে জানতে পারে এমন সব তথ্য শেয়ার করেন। এটি গ্রাম আদালতের প্রতি মুস্তাফিজার আগ্রহের জন্ম দেয় কারণ তিনি এটিকে তার সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে দেখেছিলেন।

ফলস্বরূপ, মাহফুজা ফ্যাসিলিটেটরের সাথে দেখা করেন এবং তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করেন। সহায়তাকারী মাহফুজা এবং তার পরিবারকে হীলা ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যায়, যেখানে তারা YPSA প্রতিনিধির নির্দেশে গ্রাম আদালতে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে একটি মামলা দায়ের করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাহফুজা ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিচারের তারিখ নিশ্চিত করে একটি চিঠি পেয়েছিলেন। বিচার তাকে ইমরানের সাথে পুনর্মিলন করতে সাহায্য করেছিল এবং ইমরানকে মদ্যপান থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করেছিল

## ১৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Safe Urban Public Transportation in Chattogram City

**প্রকল্পের সময়কাল:** ফেব্রুয়ারি থেকে জুন ২০২৪

**দাতা সংস্থা:** The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**এই প্রকল্পের লক্ষ্য:** কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হোস্ট সম্প্রদায়গুলি সংঘাত ও সহিংসতা (GBV সহ) হ্রাসকরণের মাধ্যমে উপকৃত হবে

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের দক্ষতা উন্নত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে চট্টগ্রামের অপারেশনাল সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ল্যান্ডস্কেপে সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বাস স্টপগুলির ডিজাইন এবং লেআউট উন্নয়নে সহায়তা প্রদান । এ প্রকল্পের মূল কাযক্রম যেহেতু গবেষণা তাই গবেষণাভিত্তিক উদ্দেশ্য হল:

- চট্টগ্রাম নগরীর সকল ধরনের যাত্রী বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য গণপরিবহনসমূহে নিরাপদ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সেবাপ্রদানের চ্যালেঞ্জ এবং দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা।
- চট্টগ্রাম নগরীর সকল ধরনের যাত্রী বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য গণপরিবহনসমূহে বিদ্যমান নিরাপদ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সেবাসমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা।
- চট্টগ্রাম নগরীর গণপরিবহন সেবার গুণগত মান উন্নয়নে, নিরাপদ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক পাবলিক সেবা প্রদানকারী স্টেইকহোল্ডারদের সক্ষমতা নিরুপণ করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী বিশেষত নারী, শিক্ষার্থী শিশু, কিশোর কিশোরী, যুবা, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও অপরাপর নগরবাসী যুক্ত রয়েছেন।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাযক্রমসমূহের মধ্যে চট্টগ্রামে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সুবিধা, অন্তর্ভুক্তি এবং দক্ষতা নিরুপণ জরিপ, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে জরিপ শেয়ারিং কর্মশালা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববাহকদের সাথে ফলো-আপ অ্যাডভোকেসি মিটিং পরিচালনা করার মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীতে পাবলিক সিস্টেমের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

এ প্রকল্পটি যেহেতু গবেষণা ভিত্তিক; তার এর অংশগ্রহণকারীরা মূলত গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। তদুপরি গবেষণা প্রতিবেদন শেয়ারিং এর সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচিত। প্রকল্প কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর আনুমানিক সংখ্যা ৫১৪ জন। তন্মধ্যে কিশোর কিশোরীর সংখ্যা ১২১ অপরাপর প্রাপ্ত বয়স্ক ২৫৫ জন, প্রবীন জনগোষ্টি ৯৮ জন এবং প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠী ৪০ জন।

উল্লেখিত অংশীজনদের মধ্যে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মধ্যে বিআরটিসি, বিআরটিএ, চট্টগ্রাম সিটি কপোরেশন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পরিবহন সেক্টর এর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞজন গবেষণা কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

**গবেষণায় যুক্ত তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে ওরিয়েন্টেশন**



**গুরুত্বপূর্ণ অংশী গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন এর সাথে গবেষণা প্রতিবেদন শেয়ারিং কর্মশালা**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

**অন্তর্ভূক্তি**

হুইলচেয়ার, স্ট্রলার এবং বাইসাইকেলের জন্য র‍্যাম্প এবং মনোনীত এলাকা সহ একটি নিম্ন-তল বাস ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, সীমিত গতিশীলতা সহ যাত্রীদের প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রধান বাস স্টপ এবং স্টেশনগুলিতে লিফট এর ব্যবস্থা রাখা, প্রতিবন্ধী যাত্রীদের সহায়তাকরণে বোর্ডিং, অবতরণ এবং পরিবহন ব্যবস্থা করা। গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক যাত্রী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) জন্য ডেডিকেটেড বসার জায়গার ব্যবস্থা থাকা, বাসের সময়সূচী এবং রুট তথ্য পরিষ্কার, বহুভাষিক বিন্যাসে (বাংলা, ইংরেজি এবং সম্ভাব্য অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দ্বারা কথ্য) বড় ফন্ট এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য ব্রেইল সহ প্রদর্শন এর ব্যবস্থা থাকা, অডিও ঘোষণা এবং ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ব্যবহার করে বাস স্টপে রিয়েল-টাইম বাসের আগমন এবং প্রস্থানের তথ্য প্রদর্শন এর ব্যবস্থা গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে সচেষ্ট হবে।

**দক্ষতা**

গণপরিবহনকে অগ্রাধিকার দিতে এবং ভ্রমণের সময় কমাতে প্রধান সড়কগুলিতে একটি নির্ধারিত বাস লেন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, যাত্রীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি একক টিকিট ব্যবহার করে বিভিন্ন বাস রুটের ব্যবহারের ব্যবস্থা করার মধ্যে একটি ইউনিফাইড টিকিটিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য অ্যাক্সেস এবং ক্রয়ক্ষমতা উন্নত করতে ছাত্র, প্রবীণ যাত্রী এবং বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিশেষ ভাড়া ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা থাকা, প্রতিবন্ধী যাত্রী, প্রবীণ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী যাত্রীদের জন্য অগ্রাধিকারের আসন এবং বোর্ডিং এলাকা সংরক্ষিত করা, চালক, কন্ডাক্টর এবং গ্রাহক পরিষেবা প্রতিনিধি সহ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে বিভিন্ন যাত্রীর চাহিদার প্রতি তাদের সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা বাড়ানো এবং পরিষেবা সরবরাহের উন্নতি বিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখতে সচেষ্ট হতে পারে। তদুপরি ট্রান্সপোর্ট রুট, সময়সূচী, দক্ষতা বাড়ানো এবং অপেক্ষার সময় কমানোর জন্য আপ-টু-ডেট তথ্য প্রদানের জন্য রিয়েল-টাইম ইনফরমেশন সিস্টেম, যেমন ডিজিটাল সাইনেজ, মোবাইল অ্যাপস এবং অনলাইন পোর্টাল স্থাপন করার সুপারিশ করা যেতে পারে।

২০. **কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইন্টিগ্রেটেড রেস্পন্স টু নীডস অব ওল্ডার পিপল এন্ড পার্সন ওইথ ডিজেএবিলিটি এমগেস্ট দ্যা রোহিঙ্গা এন্ড হোস্ট কমিউনিটি**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ২৪ সেপ্সম্বর ২০২৪ ইং

**দাতা সংস্থা:** এইজ ইন্টারন্যাশনাল ইউকে

**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : রোহিঙ্গা ক্যাম্প-০৪,১১,১৩,১৯, পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া। কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এবং হোস্ট কমিউনিটির প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট চাহিদা মেটানো।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** জোরপূর্বক বিতাড়িত প্রবীণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।
**লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা:** প্রত্যক্ষ ২৬৪
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**
**১.** ১৫৫২ জন অতি দরিদ্র ও অসহায় রোহিঙ্গা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রবীণ বান্ধব সামগ্রী বিতরণ করাহয়। যেমন-হাতের লাঠি, ছাতা,রেকসিন ও কমোড চেয়ার ইত্যাদি।
২. ১০৮৮ জন অতি দরিদ্র ও অসহায় রোহিঙ্গা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় যেমন- কম্বল, শাল, সোয়েটার
৩. উল্লেখিত সময়ে মোট ৫৭৬ জনকে ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান করা হয়
৪. উল্লেখিত সময়ে মোট ১২৭২ জন অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা নারী পুরুষকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করা হয়।
৫. ১২০ জন প্রবীণকে Referral সেবার আওতায় চোখের সমস্যা জনিত চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি ও চশমার ব্যবস্থা করা।

**প্রবীণ বান্ধব সামগ্রী বিতরণ**

**জীবন দক্ষতামূলক সেশন পরিচালনা**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মান করলে, সময় দিলে এবং তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনলে প্রবীণ ব্যক্তির কষ্ট অনেক কমে যায়।
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রবীণদের জন্য আলাদা ও বিশেষ সেবার প্রয়োজনীতা আছে ।বিশেষত চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রীর র্পযাপ্ত ব্যবস্থা করা এবং পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি সার্ভিস এর প্রয়োজনীয়তা আছে।
- চলাচলে অক্ষম প্রবীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

**২১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এ্যডুকেশন এন্ড ট্রেনিং উইথ ডিজেএবেলিটি এন্ড এইজ ইনক্লুশন আন্ডার সেল্ফ রিলায়েন্স**
**প্রকল্পের সময়কাল:** ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** WFP
**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** রোহিঙ্গা ক্যাম্প-০৪,০৯,১১,১৩,১৯, উখিয়া, কক্সবাজার
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** সুনির্দিষ্টষ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিবন্ধী,প্রবীণ এবং জেন্ডার সমতা ভিত্তিক স্বনির্ভরতা এবং পুষ্টি সহায়ক কর্মসূচির মাধ্যমে জীবন মান উন্নয়ন।
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** রোহিঙ্গা প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ (নারী ও পুরুষ)
**লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা:** ৭৫০
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**
১. ৭৫০ জনকে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ এবং বেসিক লিটারেসি এবং নিউমেরিসি শিক্ষা প্রদান।
২. ৭৫০ জনকে দক্ষতার উন্নয়নে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাঁশের কাজ, হস্তশিল্প, জাল তৈরী, পাটি তৈরী, গ্যাসের চুলা মেরামত)
৩. ৬০০ জনকে এসেসটিভ প্রোডাক্ট বিতরণ।
৪. ৭৫০ জনকে দৈনিক ১০০ টাকা করে মোট ৬০ দিনের মজুরী প্রদান করা হয়।

৫. কুকিং ডেমোর মাধ্যমে ৭৫০ জনকে খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে প্র্যাক্টিক্যাল  সেশন করানো হয়।

| | |
|---|---|
| | |
| **বাঁশের কাজের প্রশিক্ষণ** | **এসিস্টিভ ডিভাইস বিতরণ** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের যদি দক্ষতা বাড়ানোর যায় তবে তাদের সমাজে ও পরিবারে সম্মান বৃদ্ধি পায়।
- প্রশিক্ষণে যদি সিবিটি প্রদান করা হয় তাহলে তাদের আগ্রহ বাড়ে এবং ঐ টাকা দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে।
- প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের কাজের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখলে তাদের শারীরিক ও মানসিক দুশ্চিন্তা লাঘব হয়।

**২২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: AHP IV: Centrality of Protection in Protracted Crises (YPSA CBM Inclusive Response Program)**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জানুয়ারি ২০২৪ইং থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ইং

**দাতা সংস্থা:** সিবিএম গ্লোবাল

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** উখিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

১. একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক কর্মকাণ্ড তৈরি করা।

২. একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করা যেখানে প্রতিবন্ধী এবং অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমান সুযোগ ভোগ করে।

৩.সমাজে বিদ্যমান সকল সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** রোহিঙ্গা কমিউনিটি, হোস্ট কমিউনিটি, মানবিক সংস্থা/মানবিক কর্মী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

**লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা: *:***

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:** AHP৪ Consortium এ শুধুমাত্র কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

| | |
|---|---|
| | |
| **প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ** | **কর্মশালার একাংশ** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রতিবন্ধীতা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে তারা ইনক্লুসিভ কমিউনিটি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- বর্তমানে মানবিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও তার কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিক ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে এক্সেস অডিটে সরাসরি ভুমিকা পালন করছে।
- বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরাই সুবর্ণ নাগরিক কার্ড, প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিক্ষা বৃত্তি জন্য উপজেলা পর্যায়ে এডভোকেসি করতে পারছে।

# অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

## অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

ইপসা বিশ্বাস করে উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। ইপসা ২০২৩-২০২৪ প্রতিবেদন সময়কালে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক সর্বমোট ১৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২১২,৪৫৭ যেখানে নারী ৬৬% এবং পুরুষ ৩৪%। এ লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীন জনগোষ্টি, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্টিও যুক্ত রয়েছে। ইপসা গতিশীল, টেকসই, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে যুবদের কর্মসংস্থান, নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিশেষ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অর্ন্তভূক্তি ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান বিষয়টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। ইপসার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রকল্পসমূহ ০৮ টি জেলার আওতায় ১৬ টি উপজেলায় বাস্তবাায়ন হচ্ছে। বর্তমানে, ইপসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ এর আওতাধীন অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন থিমে নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

| **ক্রম নং** | **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মসূচী** |
|---|---|
| ০১ | অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ইডিপি) |
| ০২ | দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) |
| ০৩ | সমন্বিত কৃষি ইউনিট (কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ) |
| ০৪ | এ্যামপাওয়ারিং মোস্ট ডিসএ্যাডভান্টেজ এডুলেসেন্ট ইয়ুথ গ্রুপ বাই ক্রিয়েটিং ইকো সিস্টেম ফর অলটারনেটিভ লার্নিং প্রোগ্রাম |
| ০৫ | তামাক চাষ নিয়ন্ত্রন বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি |
| ০৬ | প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন |
| ০৭ | রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর অধীনে “নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন” শীর্ষক উপ-প্রকল্প |
| ০৮ | রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট -রেইজ |
| ০৯ | উচ্চমূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণ শীষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প (আরএমটিপি) |
| ১০ | প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি |
| ১১ | সারথী |
| ১২ | ইপসা বিএসআরএম সমন্বতি খামার উন্নয়ন প্রকল্প |
| ১৩ | মাতৃ ছাগল পালনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী |
| ১৪ | জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প |

**১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ইডিপি)**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ১৯৯৩ সাল থেকে চলমান **দাতা সংস্থাঃ** নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:**

| জেলার নাম | উপজেলার/ থানার নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা (প্রতিটি উপজেলা/থানা ভিত্তিক পৃথকভাবে প্রদান করুন) | জেলার নাম | উপজেলার/ থানার নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা (প্রতিটি উপজেলা/থানা ভিত্তিক পৃথকভাবে প্রদান করুন) |
|---|---|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ) আকবরশাহ, পাহাড়তলী, পতেংগা, ইপিজেড, হালিশহর, বন্দর, ডবলমুরিং, | ৯নং উত্তর পাহাড়তলী, ১০ নং উত্তর কাট্রলী, ১১নং দক্ষিণ কাট্রলী, ১২নং সরাইপাড়া ১৩নং পাহাড়তলী, ২৪নং উত্তর আগ্রাবাদ, ২৫ নং রামপুরা, ২৬নং উত্তর হালিশহর, ৩৬ নং গোসাইলডাংগা, ৩৭ নং মধ্যম হালিশহর, ৩৮ নং দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর ৩৯নং দক্ষিণ হালিশহর, ৪০নং উত্তর পতেংগা, ৪১নং দক্ষিণ পতেংগা | চট্টগ্রাম | (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন) বাকলিয়া, চকবাজার, চান্দগাও, বায়েজীদ, পাচলাইশ, খুলশী, কতোয়ালী, সদরঘাট | ২নং জালালাবাদ, ৩নং পাচঁলাইশ ৪নং চান্দগাও, ৬নং পূব ষোলশহর, ৭নং পশ্চিম শুলকলকবহর, ১৪নং লালখান বাজার, ১৫নং বাগমনিরাম, ১৬নং চকবাজার, ১৭নং পশ্চিম বাকলিয়া, ১৮নং পূব বাকলিয়া, ১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া, ২০ নং দেওয়ান বাজার, ২১নং জামালখান এবং ৩১নং আলকরণ |
| চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | সীতাকুন্ড পৌরসভা, ১নং সৈয়দপুর, ২নং বারইয়ারঢালা, ৪নং মুরাদপুর, ৫নং বাড়বকুন্ড, ৬নং বাঁশবাড়ীয়া, ৭নং কুমিরা, ৮নং সোনাইছড়ি, ৯নং ভাটিয়ারী, ১০ নং সলমিপুর ইউনিয়ন। | চট্টগ্রাম | সন্দ্বীপ | পৌরসভা, ১১নং মুছাপুর, ১২নং রহমতপুর, ১৩নং আজিমপুর, ১৭ মগধারা এবং ১৮নং হারামিয়া, আকবরহাট |
| | মিরসরাই | মিরসরাই পৌরসভা, বারইয়ারহাট পৌরসভা, ১নং করের হাট, ২নং হিংগুলী, ৩নং জোরারগঞ্জ, ৪নং ধুম, ৫নং ওছমানপুর, ৬নং ইছাখালী, ৭নং কাটাছড়া, ৮নং দুর্গাপুর, ৯নং মিরসরাই, ১০নং মিঠানালা, ১১নং মগাদিয়া, ১২নং খৈয়াছড়া, ১৩নং মায়ানী, ১৪নং হাইতকান্দি, ১৫নং ওয়াহেদপুর ও ১৬নং সাহেরখালী ইউনিয়ন। | | রাঙ্গুনিয়া | রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা, ২নং হোছনাবাদ, ৩নং স্বনির্ভর, ৪নং মরিয়মনগর, ৫নং পারুয়া, ৬নং পোমরা, ৯নং শিলক, ১১নং চন্দ্রঘোনা কদমতলী, ১২নং কোদালা, ১৩ নং ইসলামপুর, ১৪নং দক্ষিণ রাজানগর, ১৫নং লালানগর ইউনিয়ন। |
| | রাউজান | রাউজান পৌরসভা, ১নং হলদিয়া, ২নং ডাবুয়া, ৩নং চিকদাইর, ৪নং গহিরা, ৬নং বিনাজুরী, ৭নং রাউজান, ৯নং পাহাড়তলী, ১০নং পূর্ব গুজরা, ১১নং পশ্চিম গুজরা, ১২নং উরকিরচর, ১৩নং দক্ষিণ মাদার্সা, ১৪নং বাগোয়ান, ১৫নং নোয়াজিশপুর ইউনয়িন। | | হাটহাজারী | হাটহাজারী পৌরসভা, ৩নংমির্জাপুর, ৬নং ছিপাতলী, ৮নং মেখল, ৯নং গড়দুয়ারা, ১১নং ফতেপুর, ১২ চিকনদন্ডি ইউনিয়ন, ১৩ নং দক্ষিণ মাদার্সা, ১৪নং পূর্ব শিকারপুর, ১৫নং বুড়িশ্চর ইউনিয়ন। |
| | ফটিকছড়ি | ফটিকছড়ি পৌরসভা, নাজিরহাট পৌরসভা, ১নং বাগান বাজার, ২নং দাঁতমারা, ১২নং ধর্মপুর, ৬নং পাইন্দং, ৭নং কাঞ্চননগর, ৯নং সুন্দরপুর, ১৩নং লেলাং, ১৪নং নানুপুর, ১৫নং রোসাংগিরি, ১৬নং বক্তপুর, ১৭নং দৌলতপুর, ১৯নং সমিতিরহাট, ২১নং খিরাম। | | পটিয়া | পটিয়া পৌরসভা, ৪নং কোলাগাঁও, ৫নং হাবিলাসদ্বীপ, ৬নং কুসুমপুরা, ৭নং জিরি, ৮নং আশিয়া (ক), ৮নং কাশিয়াইশ (খ), ৮নং বড়লিয়া(খ), ৯নং জঙ্গলখাইন, ১২নং হাইদগাঁও, ১৩নং দক্ষিণ ভূর্ষি, ১৪ নং ভাটিখাইন(ক), ১৪নং ধলঘাট (খ), ১৫নং ছনহরা (ক), ১৫ নং কেলিশহর |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (খ), ১৬নং কচুয়াই, ১৭ নং খরনা ইউনিয়ন। |
| | চন্দনাইশ | চন্দনাইশ পৌরসভা, দোহাজারি পৌরসভা, ১নং কাঞ্চনাবাদ, ২নং জোয়ারা, ৩নং বরকল, ৪নং বরমা, ৬নং সাতবাড়িয়া, ৭নং হাশিমপুর ইউনিয়ন। | | কর্ণফুলী | ৩নং জুলধা, ৪নং বড় উঠান, ৫নং শিকলবাহা ইউনিয়ন। |
| | আনোয়ারা | ১নং জুইডন্ডি, ২নং বারশত, ৩নং রায়পুর, ৪নং বটতলী, ৫নং বরুমছড়া, ৬নং বারখাইন, ৮নং চাতুরী, ৯নং পরৈকোড়া, ১০নং হাইলধর। | | বোয়ালখালী | বোয়ালখালী পৌরসভা, ১নং কধুরখীল, ২নং পশ্চিম গোমদন্ডী, ৪নং শাকপুরা, ৬নং পোপাদিয়া, ৫নং সারোয়াতলী, ৭নং আমুচিয়া, ৮নং চরণদ্বীপ, ৯নং শ্রীপুর-খরণদ্বীপ, ১০নং আহল্লা করলডেঙ্গা ইউনিয়ন। |
| | সাতকানিয়া | কালিয়াইশ, | | | |
| ফেনী | ফেনী সদর | ফেনী পৌরসভা, ১ নং শর্শদি, ২নং পাঁছগাছিয়া, ৪ নং ধর্মপুর, ৬নং রাজাপুর, ৭নং বালিগাঁও এবং ৮নং কালীদহ, ১০ নং ছনুয়া, ১১ নং মোটবী এব্ং ১২ নং ফাজিলপুর। | ফেনী | ফেনী সদর | ফেনী পৌরসভা, ১ নং শর্শদি, ২নং পাঁছগাছিয়া, ৪ নং ধর্মপুর, ৬নং রাজাপুর, ৭নং বালিগাঁও এবং ৮নং কালীদহ, ১০ নং ছনুয়া, ১১ নং মোটবী এব্ং ১২ নং ফাজিলপুর। |
| | দাগনভূঁইয়া | দাগনভূঁইয়া পৌরসভা, ২নং রাজাপুর, ৩নং পূর্ব চন্দ্রপুর, ৪নং রামনগর, ৬নং ইয়াকুবপুর, ৭নং মাতুভূঁইয়া, ৮নং রাজারামপুর এবং ৯নং জয়লস্কর | | সোনাগাজি | সোনাগাজি পৌরসভা, ১নং চরমজলিশপুর, ২নং বগাদানা, ৩নং মজ্জালকান্দি, ৪নং মতিগঞ্জ, ৫নং চরদরবেশ, ৬নং চর চান্দিয়া, ৭নং সোনাগাজি, ৮নং আমিরাবাদ এবং ৯নং নবাবপুর। |
| কুমিল্লা | আদর্শ সদর | ৪নং আমড়াতলী, ৫নং পাঁচথুবী, ৬নং জগন্নাথপুর | কুমিল্লা | আদর্শ সদর | ৪নং আমড়াতলী, ৫নং পাঁচথুবী, ৬নং জগন্নাথপুর |
| | লালমাই | ১নং বাগমারা উত্তর, ২নং বাগমারা দক্ষিন, ৪নং ভুলইন উত্তর, ৫নং ভুলইন দক্ষিন, ৬নং পেরুল উত্তর এবং ৭নং পেরুল দক্ষিন। | | বরুড়া | ১নং শিলমুড়ি উত্তর, ২নং শিলমুড়ি দক্ষিন, ৬ নং ঝলম, ১০নং গালিমপুর |
| | বুড়িচং | ১নং রাজাপুর, ২নং বাকশীমূল, ৩নং বুড়িচং সদর, ৪নং ষোলনল, ৫নং পীরযাত্রাপুর, ৬নং ময়নামতি, ৮নং উত্তর ভারেল্লা, ৯নং দক্ষিন ভারেল্লা। | | | চান্দিনা পৌরসভা, ২নং বাতাঘাসী, ৩নং মাধাইয়া, ৪নং মহিচাইল, ৫নং কেরনখাল, ৬নং বাড়েরা, ৭নং এতবারপুর, ৮নং বরকইট, ৯নং মাইজখার, ১০নং গল্লাই, ১১নং দোল্লাই নবাবপুর, ১২নং বরকরই এবং ১৩নং জোয়াগ। |
| | দেবিদ্বার | ২নং এলাহাবাদ, ৫নং জাফরগঞ্জ, ৭নং ফতেহাবাদ, ৮ নং বরকামতা, ১০নং ভানী, ১১নং মোহনপুর এবং ১৫ নং সুলতানপুর। | | মুরাদনগর | ১৭ নং জাহাপুর, ১৮ নং ছালিয়াকান্দি, ২০ নং পাহাড়পুর, ২১ নং বাবুটিপাড়া। |
| | তিতাস | ১ নং সাতানী, ২ নং জগতপুর, ৬ নং ভিটিকান্দি, ৭ নং নারান্দিয়া। | | ব্রাহ্মন পাড়া | ৬ ব্রাহ্মন পাড়া সদর, ৭ সাহেবাবাদ, ৮নং মালাপাড়া। |
| | দাউদকান্দি | ৪নং ইলিয়টগঞ্জ, ১৩নং পদুয়া | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | লাকসাম | ১নং বাকই, ২নং মুদাফফরগঞ্জ উত্তর, ৩নং মুদাফফরগঞ্জ দক্ষিণ, ৪ নং কান্দিরপাড়। | | মনোহরগঞ্জ | ৪নং ঝলম উত্তর, ৮নং খিলা। |
| কুমিল্লা | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন | ৪নং কাপ্তান বাজার, ৬নংচকবাজার, ৯নং গাংচর, ১০নংকান্দিরপাড়, ১১নং-রাজগঞ্জ, ১৬নং টিক্কারচর, ১৭ নং সূজানগর, | কুমিল্লা | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন | ১৮নং নুরপুর, ২০নং দিশাবন্দ, ২২নং শ্রীবল্লভপুর, ২৩নং জয়পুর, ২৪নং কোর্টবাড়ী, ২৫নং দয়াপুর ২৫নং ধনপুর, ২৬নং গোয়ালমথন এবং ২৭নং ধনাইতরী। |
| চাঁদপুর | চাঁদপুর সদর | ৪নং শাহ মাহমুদপুর, ৫নং রামপুর। | চাঁদপুর | ফরিদগঞ্জ | ৩নং সুবদিপুর। |
| | কচুয়া | ১নং সাচার, ২নং পাথৈই, ৩নং বিতারা, ৪নং প্যালাখাল, ৫নং পশ্চিম সহদেবপুর, ৬নং কচুয়া উত্তর, ৭নং কচুয়া দক্ষিণ, ৮নং কাদলা, ৯নং কড়াইয়া, ১০নং গৌহাট উত্তর, ১১নং গৌহাট দক্ষিণ, ১২নং আশ্রাবপুর। | | হাজিগঞ্জ | ২নং বাকিলা, ৩নং উত্তর কালচৌ, ৪নং দক্ষিণ কালচৌ, ৫নং হাজিগঞ্জ সদর, ৬নং পূর্ব হাটিলা, ৭নং পশ্চিম বরকূল, ৮নং পূর্ব বরকূল, ১১নং পশ্চিম হাটিলা। |
| | শাহারাস্তি | ১নং টামটা উত্তর, ২নং টামটা দক্ষিণ, ৩নং মেহের উত্তর, ৪ নং মেহের দক্ষিণ, ৫নং রায়শ্রী উত্তর, ৬নং রায়শ্রী দক্ষিণ। | | | |
| রাঙ্গামাটি | রাঙ্গামাটি সদর | রাঙ্গামাটি পৌরসভা, ৩নং সাপছড়ি ইউনয়িন | রাঙ্গামাটি | কাপ্তাই কাউখালী | ২নং রাইখালী, ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন ২ নং বতেবুনয়িা, ৩ নং ঘাগড়া, ৪ নং কলমপতি ইউনয়িন |
| খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সদর | খাগড়াছড়ি সদর, ১নং পেরাছড়া,২নং গোলাবাড়ি, ঠাকুর ছড়া, ভাইবোনছড়া। | খাগড়াছড়ি | পানছড়ি | ১নং লোগাং, ২নং চিংগি, ৩ নং পানছড়ি, ৪ লতিবান, ৫নং উলটাছড়ি। |
| | মহালছড়ি | ৭নং মাইছছড়ি | | রামগড় | রামগড় পৌরসভা, ১নং রামগড়, ২নং পাতাছড়া ইউনিয়ন। |
| বান্দরবান | লামা উপজেলা | ৫নং ফাসিয়াখালী, ৭নং ফাইতং ইউনিয়ন। | বান্দরবান | নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা | ১নং নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়ন |
| কক্সবাজার | সদর উপজেলা | ১নং চৌফলদন্ডী, ৩নং পিএম খালী, ৪নং খুরুশকূল ইউনিয়ন, চাকমারকুল | কক্সবাজার | পেকুয়া উপজেলা | ১নং শীলখালী, ৫নং পেকুয়া সদর ইউনিয়ন। |
| | চকরিয়া উপজেলা | ১নং কাকারা, ২নং কৈয়ারবিল, ১২নং বরইতলি, ১৭নং হারবাং এবং ১৪নং লক্ষ্যারচর ইউনিয়ন। | | রামু উপজেলা | ১নং কচ্চপিয়া,২নং গর্জনিয়া, ৭নং রাজারকূল, ৮নং দক্ষিন মিঠাছড়ি, ৯নং খুনিয়াপালং ইউনিয়ন |
| | উখিয়া | কোর্ট বাজার, উখিয়া সদর ইউনিয়ন | | | |

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**লক্ষ্যঃ** লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রতা হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।

**উদ্দেশ্যঃ**

ক) সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্মবিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।

খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।

গ) স্থায়ী সম্পদ আহরণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঘ) উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

চ) উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।

ছ) সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** প্রত্যক্ষ ১০৪২৭২ জন

**প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ**

১) গ্রুপ ২) সঞ্চয় সৃষ্টি ৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই এবং ঋন বিতরন ৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন ৫) সচেতনায়ন কার্যক্রম ৬) সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ৭) রেমিটেন্স

**চলমান প্রডাক্ট সমূহঃ**

**১. সঞ্চয় কর্মসূচী** ১.১) সাধারণ সঞ্চয়। ১.২) মুক্ত সঞ্চয়। ১.৩) মাসিক সঞ্চয়

**২. ঋণ কর্মসূচীসমূহঃ**

২.১) জাগরণ ২.২) অগ্রসর ২.৩) সুফলন ২.৪) বুনিয়াদ ২.৫) অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম ২.৬) আইজিএ ২.৭) সম্পদ সৃষ্টি ২.৮) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

২.৯) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট ২.১০) আবাসন ২.১১) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীননমান উন্নয়ন ২.১২) অগ্রসর (এমডিপি) ২.১৩) অগ্রসর (এসইপি) ২.১৪) অগ্রসর (এমএফসিই) ২.১৫) অগ্রসর (রেইজ)

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

| শাখার সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা | ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা | সঞ্চয় স্থিতি | ঋণ স্থিতি | এ যাবত ঋণবিতরণ | উদ্বৃত্ত তহবিল | ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭১ | ১০৪২৭২ | ৬৬৭৪৭ | ১০৩,২২০,৩২৫০ | ২৭৮,৬৩২,৫৪৫৬ | ২৫৫,৪৮,১৭৭,০০০ | ৫০,৪০,৫৮,৮৯৬ | ৯৬% |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা সমাজে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি সম্ভব

**২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমুহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)**

**প্রকল্পের সময় কাল:** চলমান

**দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

**প্রকল্পের কর্ম এলাকা:** চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, রাঙ্গামাটির কাউখালি এবং খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলা।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবার সমূতহকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্রতা হ্রাস করে ।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** সমৃদ্ধি ইউনিয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম ইউনিয়নের সকল জনগোষ্ঠী।

**প্রকল্পের প্রধান অর্জন**:

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৪০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রায় ১৩০০০ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
- স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে ও শিশু মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে।
- শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে ৮২ জন মেধাবী ও অসহায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ০৫ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।
- যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, উগ্রবাদ ও সহিংসতা, ইভটিজিং এর মতো সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পেয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৯৫ টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩৭৫ জন শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠদান করানা হয় ।

| | |
|---|---|
|    |   |
| **বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে চারা বিতরণ** | **উঠান বৈঠক** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে ভিক্ষুক পুনর্বাসন সম্ভব।
- সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দারিদ্রতা হ্রাস করা যায়।
- বেকার যুবকদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষকরে গড়ে তুলে কর্মসংস্থান করা যায়।

**৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ২০১৫ থেকে চলমান

**দাতা সংস্থাঃ** পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : সীতাকুন্ড পৌরসভা এবং সংশ্লিষ্ট ৩ টি ইউনিয়ন

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

পরিবেশ বান্ধব কৃষি মৎস্য প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কৃষিজ প্রাকৃতিক উৎসের বিকাশ সাধন করা।

তৃণমূল পর্যায়ে কৃষি র্নিভর অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কৃষক পর্যায়ে আধুনিক নতুন নতুন জাতের সন্নিবেশ করা।

জলবায়ু অভিযোজিত দেশীয় এবং উচ্চ-মূল্যের মাছ চাষ।

কৃমিনাশক, প্রতিষেধক টিকা ও কারিগরি সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণি সুস্থ রাখা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: সীতাকুন্ড উপজেলার সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী ও ইপসার ক্ষুদ্র ঋণ নেয়া সদস্য

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

১. কৃষি খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ৯০০০ জনের অধিক চাষিকে বিনামূল্যে সমন্বিত কৃষি বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
২. মৎস্য খাতে অনুপুষ্টি সম্পন্ন দেশীয় জাতের ছোট মাছ চাষের ব্যাপক সম্প্রসারন
৩. কৃষি খাতে নতুন নতুন উচ্চফলনশীল ও উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৫টি উচ্চমূল্যের ফসল প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে
৪. প্রাণিসম্পদ খাতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও সংস্থার মিলিত উদ্যোগে খামারী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ১০ এর অধিক টিকা দান, কৃমিনাশক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে
৫. সীতাকুন্ডস্থ বিভিন্ন হাট ও বাজারে সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত নিরাপদ কৃষিপণ্য (মৎস্য, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ) বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে

| | |
|---|---|
| | |
| **জলবায়ু সহিষ্ণু কোরাল-তেলাপিয়ার মিশ্র মাছ চাষ** | **ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**
কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া
তৃণমূল কৃষিতে নারীদের স্বতঃস্ফুর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ
ক্ষুদ্র কৃষি উদ্যোগের মাধ্যমে মূলস্রোত অর্থনীতিতে অবদানের স্বাক্ষর রাখা

**০৪. কর্মসূচি/ প্রকল্পরে নাম/শিরোনাম: এ্যামপাওয়ারিং মোস্ট ডিসএ্যাডভান্টেজ এডুলেসেন্ট ইয়ুথ গুপ বাই ক্রিয়েটিং ইকো সিস্টেম ফর অলটারনেটিভ লার্নিং প্রোগ্রাম**
**প্রকল্পর সময়কাল:** ০১ জুন- ২০২৩ হতে ৩১ জানুয়ারি -২০২৫ **দাতা সংস্থা:** ব্র্যাক
**প্রকল্পর কর্মএলাকা :** চট্রগ্রাম শহরের বাকলিয়া, হালিশহর ও,পতেঙ্গা এবং পটিয়া।
**প্রকল্পর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** সমাজে সুবধিাবঞ্চিত ও ঝরে পড়া কিশোরী/যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।
**প্রকল্পর অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** সমাজের সুবিধা বঞ্চিত কিশোরী/যুবতী
**প্রকল্পর মূল অর্জনসমূহ :**
১. প্রকল্পর ২০০ জন কিশোরী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষ করেছে।
২. ২০০ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষ শেষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩. ২০০ জন শিক্ষার্থী নতুনভাবে প্রশিক্ষণ শুরু করেছে।
৪. ৪০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫% প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী।
৫. সমাজের সুবিধাবঞ্চিত কিশোরী/যুবতীদের জরিপের মাধ্যমে বাছাই করে আনা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **কোর্স সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থী এবং এম সি পি এর মাঝে সার্টিফিকেট প্রধান করেন ইপসার প্রধান নির্বাহী জনাব আরিফুর রহমান** | **পিয়ার লিডার ক্লাস পরিচালনা** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

১. প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন চাকুরী /ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছে ।

২. প্রশিক্ষণ বিভিন্ন দোকানে হওয়াতে প্রশিক্ষণার্থীরা কাজের পাশাপাশি ব্যবসা পরিচালনার নিয়ম কানুন রপ্ত করেছে ।

**৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: "তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি'**

**প্রকল্পের সময়কাল**: জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩

**দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** চকরিয়া উপজেলা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

১. তামাকমুক্ত লাভজনক ফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রচলন এবং ফসল চাষের পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কৃষকের বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা;

২. তামাক পোড়ানোজনিত পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষ নিধন হ্রাস এবং তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করাসহ স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চত করা:

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী**: কর্ম এলাকার তামাক চাষী

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

১. তামাক চাষের বিকল্প ফসল চাষের জন্য ২২৫ জন তামাক চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে চাষীদের মাঝে কারিগরি পরামর্শ এবং সার, বীজ ও বিবিধ উপকরণ (ফেরোমন ও রঙ্গিন ফাঁদ ) সরবরাহ করা হয়েছে।

২. তামাকের বিকল্প উচ্চ ফলনশীল ও অধিক লাভজনক ফসল হিসেবে ব্রোকলি, ক্যাপসিকাম, স্ট্রবেরি, টমেটো, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, মরিচ, বেগুন, শসা, চিচিংগা, ঝিংগা, করলা ও গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ইত্যাদি চাষ করার জন্য ১৮০ জন চাষীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৫০ জন চাষীকে উপকরণ দেওয়া হয়েছে; ফেরোমন ফাঁদ ও রংগিন ফাঁদ ব্যবহার করে ১৫০ জন চাষীকে নিরাপদ সবজি চাষ করানো হয়েছে।

৩. ২৫ জন চাষীকে কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগত মান সম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমী সবাজর চারা উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং তামাক চাষের পরিবর্তে মসলা ফসল (মরিচ, পেঁয়াজ, হলুদ); তৈল ফসল ( সরিষা এবং বাদাম ) ও অর্থকরী ফসল ফুল এবং উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনের জন্য ৬০ জন চাষীকে উপকরণ দেওয়া হয়েছে।

৪. উত্তম ব্যবস্থাপনায় গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, পেকিন জাতের হাঁস পালন, কালার ব্রয়লার মুরগি পালন ও মাচায় ছাগল পালনের জন্য ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১০০ জনকে উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়।

৫. ২২০ জন কৃষককে পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, কৃষি ও প্রানিসম্পদ বিষয়ক কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন** | **মালচিং পেপার ব্যবহার করে ক্যাপসিকাম চাষ** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে কৃষকরা এখন একই জমিতে বছরে ৩-৪ টি ফসল চাষ করছে যা তামাক চাষের চেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে এবং অন্য চাষীরাও এতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

তামাক চাষের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা চাষীরা এখন অনুধাবন করতে পারছে ফলে তামাকের বিকল্প ফসল চাষে অধিক লাভবান হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে ফসল চাষ করলে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায়।

০৬. **কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জুলাই'২০২১- জুন'২০২৪ সাল

**দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** সীতাকুন্ড ও মিরসরাই

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পারিবারিক সামাজিকভাবে, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বাধাসমূহ দূরীকরণে কাজ করা।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে আর্থিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের টেকসই জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুঁজি গঠনে সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা।

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** সমাজের দরিদ্র, অতিদরিদ্র, অস্বচ্ছল, অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ:**

১) এই কর্মসুচীর মাধ্যমে ১৫০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের মানুষের আচরণ ও দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে।

৩) কর্মসূচীর নানাবিধ জীবনমূখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদেরকে বিভিন্ন কাজে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে (সর্বমোট ২০০ জন)।

৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবর্ণ কার্ড এবং ভাতা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করে তাদের সুবর্ণ কার্ড ও ভাতা নিশ্চিত করা হয়েছে (সর্বমোট ২৫০ জন)।

৫) সরকারী/বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে (সর্বমোট ২৫০ জন)।

| | |
|---|---|
| | |
| প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১৭ তম বিশ্ব অটিজম দিবস পালন-২০২৪ | একজন সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মুরগী পালন কার্যক্রম |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশের উন্নয়নের অংশীদার।
- দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারের পাশাপাশি ইপসা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সম্ভব।

**৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: আরএমটিপি -নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাতপণ্যের বাজার উন্নয়ন উপ-প্রকল্প**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জানুয়ারি ২০২২ – ডিসেম্বর ২০২৫

**দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড ও মিরসরাই

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়, খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি পরিস্থিতি স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি হবে। অর্থাৎ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৭০ শতাংশ উদ্যোক্তার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ৩০ শতাংশ প্রকল্পভুক্ত সদস্যরা তাদের নিয়মিত খাদ্য তালিকায় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার যুক্ত করতে সক্ষম হবে।

প্রাণীসম্পদ সম্পর্কিত উদ্যোগগুলোর কার্যকরি উৎপাদন পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সুরক্ষামান, ট্রেসেবিলিটি, বাজারসংযোগ ইত্যাদি শক্তিশালী ও টেকসইভাবে বৃদ্ধি পাবে।

উপ-প্রকল্পের ৯০ শতাংশ উদ্যোক্তা গুণগতমানের উপকরণ, উন্নত প্রযুক্তি বা উত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

উপ-প্রকল্পের ১০ শতাংশ উৎপাদনকারী দল সরকারি বা বেসরকারি বড় বাজার এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক/চুক্তিভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করবেন

উপ-প্রকল্পের ৪০ শতাংশ সদস্য পরিবেশ বান্ধব টেকনোলজি গ্রহণ করবে।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** খামারি, উৎপাদনকারী, উদ্যোক্তা, সার্ভিস প্রোভাইডার

**প্রকল্পের প্রধান অর্জন**

১। ২০টি ইউনিয়নে ২০০ জন এলএসপি (লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার) উন্নয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে সকল এলাকার খামারীরা স্বল্প সেবা মূল্যে প্রাণি চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন

২। ১৮টি ভ্যাক্সিন ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১০০০ গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা, কৃমিনাশক প্রদান করা হচ্ছে।

৩। ২০ টি ক্রিম সেপারেটর (ননী পৃথককারী যন্ত্র) প্রকল্পভুক্ত ২০ জন উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ টন ভেজালমুক্ত ঘি প্রকল্পভুক্ত এলাকায় উৎপাদন করা হচ্ছে।

৪। ৪০ জন খামারীকে ৪০টি চপার মেশিন (ঘাস কাটার যন্ত্র) প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে খামারীর সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি উৎপাদন খরচ হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। ৫০০০ জন খামারীকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষ প্রদান করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ২৪০০০ খামারীকে গবাদি প্রাণিপালন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রদান করা হয়েছে এবং পরিবেশ, জলবায়ু, পুষ্টি ও সামাজিক ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

১.

| | |
|---|---|
| | |
| **প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠির মাঝে অর্থ প্রদান করছেন ইপসা-নির্বাহী জনাব মোঃ আরিফুর রহমান।** | **প্রকল্প উপকারভোগীদের মাঝে প্রাণী সম্পদ লালন পালন বিষয়ক মডিউল বিতরণ কর্মসূচি** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

১। কন্টাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব

২। ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদনকারী ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্যায়ন নিশ্চিত হতে পারে

৩। ভ্যালু চেইন সিস্টেম নিশ্চিত করতে পারলে মাইক্রো ফাইনান্স সদস্য ও আউটস্ট্যান্ডিং বৃদ্ধি সম্ভব।

**৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: রিকোভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট – রেইজ**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৪

**দাতা সংস্থা:** পিকেএসএফ ও বিশ্ব ব্যাংক

**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, মিরসরাই, সীতাকুন্ড, পটিয়া, আনোয়ারা, বোয়ালখালী

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

০১. কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

০২. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন

০৩. নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের "গুরু-শিষ্য" পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:**

০১. কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বেকার যুব-যুবতী যারা উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন দেখে।

০২. তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার

০৩. সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

**প্রকল্পের প্রধান অর্জন:**

০১. ৪০০ ক্ষুদ্র ও যুব উদ্যোক্তার মধ্যে সহজ শর্তে ৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

০২. ২৫০ ক্ষুদ্র ও যুব উদ্যোক্তাকে "ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান

০৩. ৫০ জন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কে "শিক্ষানবিসী কার্যক্রম" বিষয়ে ওরিয়েন্টিশন প্রদান

০৪. ৫০ জন গুরুর অধীনে ২৪০ জন শিক্ষানবিশকে ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান

০৫. ২৪০ জন বেকার যুবক-যুবতীকে "জীবন দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান

| | |
|---|---|
| | |
| **কমিউনিটি আউটরিচ সভার একাংশ** | **জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- মনোবল দৃঢ় ও লক্ষ্য স্থির থাকলে একজন উদ্যোক্তা ক্ষতি পুষিয়ে পুনরায় তার ব্যবসাকে লাভের পথে নিয়ে আসতে পারে।
- দক্ষতা উন্নয়ন ঘটাতে পারলে বেকার যুবক যুবতী নিজেকে আর্থিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে
- সহযোগিতা পেলে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বেকার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে পারে।

**৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: উচ্চমূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প ( আরএমটিপি)**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ৩ বছর (জানুয়ারী/২২ থেকে ডিসেম্বর/২৪)

**দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএ)

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** সীতাকুন্ড ও মিরসরাই উপজেলা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**প্রস্তাবনার লক্ষ্যঃ** উদ্যোক্তাদের টেকসই ভাবে আয়, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক জীবনমান উন্নয়ন।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ:**

পাহাড়ী অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল অর্থকরী ফল/ফসল চাষের প্রচলন ও টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর।

উদ্যোক্তা সৃষ্টি/উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মুনানফা বৃদ্ধি করা ভ্যালু চেইন এ্যাকটরদের সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উপকরণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্যকরনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রচলিত নার্সারিগুলোকে কারিগরি এবং স্বল্প পরিসরে উপকরণ সহায়তা দিয়ে উদ্ভাবনী ও টেকসই করে তোলা।

প্রযুক্তি সহযোগে কৃষকদের শ্রম ঘন্টা হ্রাসকরণ এবং উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণ।

উদ্যোক্তাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** পাহাড়ী নৃগোষ্ঠী এবং পাহাড়ে বসবাসরত বাঙ্গালি

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

১. সীতাকুন্ড এবং মিরসরাই উপজেলায় পতিত পাহাড় সবুজায়ন এর লক্ষ্যে ২৩-২৪ অর্থবছরে ২০০ উচ্চমূল্যের অ্যাভোক্যাডো ও রামবুটান চারা বিতরণ করা হয়।

২. প্রকল্প এলাকার নার্সারি ধারকদের উন্নয়নে বিভিন্ন নার্সারি উপকরণ এবং মাতৃগাছ বিতরণ করা হয়েছে

৩. প্রকল্প এলাকার কৃষকদের ফসল সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের সুবিধার জন্য ২ টি কালেকশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যা এলাকার বিশেষ আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে।

৪. প্রকল্প এলাকার জনগনের পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০০ সদস্যের উপস্থিতিতে পুষ্টি মেলা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১০০০ সদস্যকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বিপণনের লক্ষ্যে সুপার শপ "দি বাস্কেট" এর সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

দি বাস্কেট এবং ইপসা'র সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে জৈব চাষাবাদ বিষয়ক পরামর্শ সেবা

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- টিভি নিউজ, পেপার নিউজ, ভিডিও ডকুমেন্টেশন ইত্যাদিরে মাধ্যমে প্রকল্পের ভালো কাজ গুলো সম্প্রচার করে সকলের মধ্যে খুব সহজেই ছড়িয়ে দেয়া যায়।
- কফি,কাজুবাদাম,পামেলো,গোল মরিচ ইত্যাদি উচ্চমূল্যের ফল চাষাবাদের ফলে আমদানী নির্ভরতা কমবে এবং দেশীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।
- অনলাইন প্লাটফরম হলো এমন একটা মার্কেট স্পেইস যেখানে ঘরে বসেই উদ্যোক্তারা তাদের নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারে এবং নিজেদের পণ্যের মার্কেটিং করতে পারে।

**১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী ।**
**প্রকল্পের সময়কাল:** চলমান
**দাতা সংস্থা**: পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : সীতাকুন্ড ও সন্দ্বীপ উপজেলা
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** দরিদ্র্যতা দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা।
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** স্থানীয় প্রবীণ জনগোষ্ঠী ¯'vbxq cÖexY Rb¨ Mvõx
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ**
১. আইজিএ লোন গ্রহণ করে প্রবীণদের মাঝে কৃষি ও পশু পালনের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।
২. এই অর্থবছরে ৬০ জন প্রবীণকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করানো হয়।
৩. প্রবীণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর কারণে প্রবীণদের চিকিৎসার দুঃশ্চিন্তা কমেছে।
৪. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলে প্রবীণদের মধ্যে সম্প্রীতি বেড়েছে বহুগুণ।
৫. অসহায় প্রবীণরা বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ পেয়ে উপকৃত হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **হুইল চেয়ার বিতরণ** | **চক্ষু শিবির -২০২৪ ইং এর আলোচনা সভা** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

১. বয়স্কদের চোখের ছানি অপারেশনের পর তারা শারীরিকভাবে পূর্বের তুলনায় সুস্থ হয়ে উঠে।

২. প্রবীণদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে যখন তারা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল থাকে।

**১১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: সারথী**

**প্রকল্পরে সময় কাল:** ডিসেম্বর ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৪ **দাতা সংস্থা:** সুইসকন্টাক্ট

**প্রকল্পরের্কমএলাকা:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

**প্রকল্পর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

৫০০০ গার্মেন্টস ওয়ার্কার ও ৫০০০ কমিউনিটি সভ্যকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করানো।

৫০০ নারী উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান।

**প্রকল্পর অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** ১. গামেন্টস কর্মী ২. কমিউনিটি জনগন

**প্রকল্পর প্রধান ৫টি অর্জন**

১. ১০০১৯ জন সদস্য কে সঞ্চয়ের আওতায় আনা হয়েছে।

২. ৫৩৫ জন নারী উদ্দ্যোক্তাকে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৩. ১২ টি বৈকালিক মাইক্রোফাইন্যান্স মডেল গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

৪. ১৫৪০ জন সদস্যকে ডিপিএস করানো হয়েছে।

৫. ৬৬৪ জন সদস্যকে এফডিআর করানো হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **প্রজেক্ট শেয়ারিং মিটিং** | **ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ** |

**শিক্ষণীয় বিষয়:**

- সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঝুঁকি কম থাকে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেকোন কাজে সফলতা অর্জন করা যায়।

**১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা বিএসআরএম সমন্বিত খামার উন্নয়ন প্রকল্প**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** বিএসআরএম

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ**সীতাকুন্ড ও মিরসরাই উপজেলা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

১. স্থায়িত্বশীল সমন্বিত খামার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশবান্ধব, বিমুক্ত এবং জৈব নিরাপত্তাসহ সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।

২. স্থায়িত্বশীল সমন্বিত খামার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশবান্ধব, বিষমুক্ত এবং জৈব নিরাপত্তাসহ সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী**: প্রান্তিক কৃষক, (নারী ও পুরুষ) ৪২০ জন

**প্রকল্পের প্রধান অর্জন:**

১) এয়াকুব নগর ও হাদি ফকিরহাট গ্রামে ২ টি রিং ওয়েল স্থাপন করা হয়।

২) এ পর্যন্ত ৪২০ জন কৃষককে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩) জৈব চাষাবাদে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ৪২০ জন কৃষককে সেক্স ফেরোমোন,কালার ট্যাপ,বায়োডার্মা ইত্যাদি জৈব উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

৪) কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ইপসা এইচআরডিসি প্রাঙ্গনে একটি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।

৫) উচ্চমূল্যের সবজি চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল বীজ যেমন –ব্রোকলি,লাল বাঁধাকপি,শালগম,স্ট্রবেরি,বেবী তরমুজ ইত্যাদি বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ** | **রিং ওয়েল স্থাপন** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। কালার ট্যাপ, সেক্স ফেরোমন,জৈব সার ইত্যাদি জৈব উপকরণ ব্যবহার করে নিরাপদ সবজি উৎপাদন সম্ভব।

২। সমন্বিত খামারের বিভিন্ন উপাদানগুলো সঠিক ব্যবহারের ফলে খামারের উৎপাদন ব্যয় কমে এবং সকল উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

**১৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ মাতৃ ছাগল পালনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ১লা জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং।

**দাতা সংস্থাঃ** বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** সীতাকুন্ডের দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকার স্বচ্ছলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী নারী পুরুষ।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. ১৯ টি প্রতিবন্ধী পরিবারে ২টি করে মোট ৩৬টি মাতৃছাগল বিতরণ করা হয়। ০৭ টি মাতৃ ছাগল বাচ্চা প্রসব করেছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **ছাগল পালন প্রশিক্ষণ** | **ছাগল বিতরণ করছেন অতিথিবৃন্দের সাথে ইপসা নির্বাহী প্রধান** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- ১৯ জন প্রতিবন্ধী নারী পুরুষ স্বাবলম্বী হয়েছে।
- এই ১৯ জন প্রতিবন্ধী নারী পুরুষ আয় উপার্জনের মাধ্যমে সমাজে মডেল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- ছাগীর দুধ পান করে তাদের পরিবারের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হয়।
- প্রকল্পটি সরাসরি এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য ১, ২ ও ৫ নং অর্জনে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করছে।

**১৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পর নাম/শিরোনাম: জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প**
**প্রকল্পের সময়কাল**: ০১ এপ্রিল, ২০২০ থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
**দাতা সংস্থা:** সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।
**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** কক্সবাজার ও মহেশখালী
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** নোয়াছিরার মুখ/ আতবিয়ের ধার/ কূম এ যাতায়াতকারী তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মৎসজীবিদের ঋণ, আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প কমর্সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: জেলে সম্প্রদায় (১৫৯১ জন জেলে)**
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ**
১) ১৩৬১ জন জেলে, বোট মালিক, মহিলা জেলেকে ক্ষুদ্রব্যবসা পরিচালনার জন্য ৭০০০/- টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
২) প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে উপকারভোগীরা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন।
৩) সোনাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো প্রায় ৩৩,৯৩,০০০/- টাকা মূল্যমানের মেরামত করা হয়।
৪) যথাযথ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ২৩০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগী মাসিক ৮০০০-১৬০০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **কমিউনিটি পর্যায়ে সবজি চাষ** | **সোনাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনর্নির্মাণকৃত অবকাঠামো** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে নারীরা আয়বর্ধনমুলক কাজে অংশগ্রহন করে পরিবারের জীবিকা উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।
- সোনাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো মেরামতের ফলে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে নতুনকরে অনেক শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

# পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

## পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

সাম্প্রতিক কালে উষ্ণায়ন এবং তৎসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সম্প্রতি, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এবং অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিক্রিয়া এবং দুর্যোগের শিকারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক প্রক্রিয়া ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নীতকরনে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। ইপসা ২০২৩-২০২৪ প্রতিবেদন সময়কালে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বমোট ০৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৬৫৩৯ জন। যেখানে শিশু, কিশোর কিশোরী, যুবা, বয়স্ক নারী-পুরুষ, প্রবীন জনগোষ্ঠী, এবং প্রতিবন্ধী মিলে মোট নারী ৫২% এবং পুরুষ ৪৮%। ইপসা ২০২৩-২০২৪ সময়কালে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ০৯ টি উপজেলা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে, ইপসা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচীর আওতাধীন নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল

| ক্রম নং | পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচী |
|---|---|
| ০১ | বিল্ডিং এজেন্সি অফ ইয়ুথ ইন ক্লাইমেট একশন প্রকল্প |
| ০২ | ইপসা ইউএসএফএস- ক্যাম্পাস প্রকল্প |
| ০৩ | Bangladesh Housing, Land and Property Rights Initiative |
| ০৪ | চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প |
| ০৫ | বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ |
| ০৬ | বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য স্থিতিস্থাপক বসতবাড়ি এবং জীবিকা সহায়তা (আরএইচএল) প্রকল্প |
| ০৭ | সাসটেইনেবল একুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস অ্যাট নর্দার্ন চট্টগ্রাম |
| ০৮ | Addressing Resource Use through the Lens of Innovation, Sustainability, and Equity (ARISE) |
| ০৯ | উইমেন-লেড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স |

**০১ কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:** বিল্ডিং এজেন্সি অফ ইয়ুথ ইন ক্লাইমেট একশন প্রকল্প
**প্রকল্পের সময়কাল:** অক্টোবর ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৪
**দাতা সংস্থা:** ব্রিটিশ কাউন্সিল
**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন , সীতাকুন্ড, বাঁশখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার, সন্দ্বীপ, খাগড়াছড়ি, কতুবদিয়া।
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**
১/জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং তীব্রতা সম্পর্কে তরুণদের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
২/জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া, প্রশমন এবং অভিযোজনে যুবদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
৩/জলবায়ু সহনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলিকে সংযুক্ত করা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা।
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার যুব সদস্যবৃন্দ। উল্লেখিত এলাকাসমূহের ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবসদস্য ও তৎসংশ্লিষ্ট কমিউনিটির মানুষদের নিয়ে।
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ**
১/ ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুব সদস্যদের জলবায়ু পরিবর্তন ও নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষিত করা
২/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫০০ জন, সীতাকুন্ডে ৫০ জন, বাঁশখালীতে ৫০জন, মহেশখালীতে ৫০ জন, কক্সবাজারে ১০০ জন, সন্দ্বীপে ৫০ জন, খাগড়াছড়িতে ৫০ জন, কতুবদিয়ায় ৫০ জন বাছাইকৃত যুবসদস্যদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাক্ষরতায় প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩/ যুবসদস্যবৃন্দদের দ্বারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের সাথে নিয়ে ৯৬টি কমিউনিটি একশন প্রজেক্ট গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৪/ যুবদের সাথে স্থানীয় সরকারের এডভোকেসির মাধ্যমে ইপসা সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক উন্নয়ন।

৫/ ৯৬টি সামাজিক উদ্যোগ হতে বাছাইকৃত সেরা ২২টি উদ্যোগ নিয়ে ক্লাইমেট হ্যাকাথন আয়োজন ও ১০টি উদ্যোগকে পুরস্কার প্রদান।
৬/ প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট ৮ টি উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সরকারি সেবাসমূহ গ্রহণ।

| | |
|---|---|
| | |
| **তরুণদের সামাজিক উদ্যোগকে স্বীকৃতি প্রদানে ইপসার ইয়ুথ ক্লাইমেট হ্যাকাথন** | **কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বিচ ক্লিন আপ ক্যাম্পেইন** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

- যুবদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা গেলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা সম্ভব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় যুবদের গৃহীত উদ্যোগের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস সম্ভব
- স্থানীয় প্রশাসনের সাথে এডভোকেসির মাধ্যমে কাজ করার ফলে গৃহীত উদ্যোগ স্থায়িত্বশীল হয়।
- যুবদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিলে ওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও সম্মানবোধ অনুভব করে।
- কমিউনিটির সম্পদ ব্যাবহার করে সুসম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব।

**০২ কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা ইউএসএফএস- ক্যাম্পাস প্রকল্প**
**প্রকল্পের সময়কাল:** আগস্ট ২০২১- এপ্রিল ২০২৪
**দাতা সংস্থা:** ইউএসএফএস
**প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী):** কক্সবাজার
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ •**
১: নির্বাচিত এলাকায় যুবকদের কার্যকর কর্মশক্তি ও দক্ষতা উন্নত করা;
২: কার্যকর কর্মসংস্থানের খাতে যুবদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি;
৩: পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপ তৈরি করা।
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** ১৮-২৯ বছর
**প্রকল্পের মূল অর্জন :**
০১।এই উদ্যোগটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পরিষেবা এবং ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবসায় এবং পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপের নেতাদের বিকাশের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে। এই উপাদানটির লক্ষ্যবস্তু জনসংখ্যা ছিল সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক যুবকদের বয়স ১৮-২৯ বছরের মধ্যে যারা কক্সবাজারে এসএসসি পাস করেনি।
২। প্রথম কোহর্ট এ ৩৯ জনের সাথে ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ওয়াইপিএসএ) প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করছে।

০৩। ইপসা  বিভিন্ন ট্রেডের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যেমন যুব নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, সক্রিয় নাগরিক প্রশিক্ষণ, যুব স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং গণিত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত অংশ থেকে ইপসা  টেইলারিং কোর্সের উপর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে।

০৪। ওয়াইসিসি  প্রশিক্ষণের ৪,৫,৬ দলটি ১১৭ (৫৫ জন মহিলা এবং ৬২জন পুরুষ) প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ সম্পন্ন হয়েছিল এবং এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত কর্মসংস্থান সহায়তা সহ যার ভিতর ১৩ জন ৩ মাসের প্রশিক্ষণ ও এক মাসের ইন্টার্নশিপ শুরু হয়েছিল

০৫। ৪,৫,৬ দলটির ইপসা ৪৫ ওয়াইসিসি  প্রশিক্ষণার্থীকে টেলারিং কোর্সের উপর ১৫০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

**সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান**

**কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টিম**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :** ইপসা ক্যাম্পাস এবং ইউএসএফএস  এবং ইউএসএইডআইডি  প্রতিনিধিদের সাথে প্রাথমিক মাঠ পরিদর্শন সহ এই প্রকল্পের সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিল এবং ইপসা প্রকল্প শুরু করার পরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় ইপসা  বুঝতে পেরেছিল যে আয় সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলি তরুণদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। সেইসাথে ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ওয়াইপিএসএ আরও অনুভব করেছে যে প্রশিক্ষণের সময়ে ইন্টার্নশিপ প্রদানকারীরা জড়িত থাকলে যুবকদের আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে, কক্সবাজার হল বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, সেখানে ১০০০ টিরও বেশি হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউস এবং রেস্তোরাঁ রয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ পর্যটন এবং মৎস্য সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে জড়িত।যদি হাউসকিপিং, ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন সহ হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এটি আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ হিসাবে প্রকল্পের ফলাফলে অবদান রাখবে। উপকূলীয় এলাকা এবং সামুদ্রিক মাছের একটি বৃহৎ উৎস হিসেবে  মৎস্য খাতে কারিগরি প্রশিক্ষণ বরাদ্দ করলে একটি চমৎকার কাজ হতে পারে।

## ০৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Bangladesh Housing, Land and Property Rights Initiative

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১ আগস্ট ২০২৩ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত

**দাতা সংস্থা:** ডিসপ্লেসমেন্ট সল্যুশন

**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** সন্দ্বীপ

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানচ্যুত মানুষের জন্য বাসস্থান, ভূমি ও সম্পদের বিষয়ে অধিকার ভিত্তিক সমস্যার সমাধান চিহ্নিতকরণ এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী

**প্রকল্পের মূল অর্জন:**

১) প্রকল্প এলাকা সন্দ্বীপ উপজেলায় ৫টি উপকারভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে কার্যক্রমের  লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্য নিয়ে উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দ উপকারভোগী নির্বাচন, পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন বলে অবহিত করেন।

২) সরেজমিন পরিদর্শন, ইপসার অন্যান্য প্রকল্পের উপকারভোগীদের বসবাসের অবস্থান এবং জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর আধিক্য বেশী এমন ইউনিয়নের মধ্যে যাচাই বাছাই শেষে হরিশপুর ও মুছাপুর ইউনিয়নে ৫টি পরিবার যাদের জমি আছে ঘর নাই এমন বৈশিষ্ট্যর নির্বাচনের জন্য কাজ শুরু হয়।

৩) ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিলর ও কমিউনিটির মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় ইপসা ৫টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে হরিশপুর ইউনিয়নে ২টি ও মুছাপুর ইউনিয়নে ২টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

৪) পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত পরিবারসমূহ এ পর্যন্ত ৪-৫ বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নিজ জন্মভিটা থেকে স্থানচ্যুত হয়ে বেড়িবাঁধের আশেপাশে, ভাড়া বাসায় কিংবা রাস্তার ধারে বসবাস করত। অর্থাভাবে নিজেদের জমি থাকলেও ঘরের কাজ করতে পারছিল না।

৫) নির্মাণ কাজ শুরুর ৩ মাসের মধ্যে উক্ত ৫টি পরিবারকে ইপসা নতুন ঘর বুঝিয়ে দেয় এবং বর্তমানে তারা দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত সেমিপাকা ঘরে বসবাস করছে।

**জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের মাঝে উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় কমিউনিটি ও পরিবারদের সাথে আলোচনা**

**পুনবার্সনের জন্য ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে জমির স্থান ও ঘরের নির্মাণ কৌশল নিয়ে আলোচনা**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্সনের ক্ষেত্রে পরিবার নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং এইক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিবার নির্বানের জন্য বাছাই প্রক্রিয়ায় যত্নবান হতে হবে। স্থানচ্যুত মানুষদের স্থানচ্যুতির আগের ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র যাচাই করা উচিত।
- পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য জমি নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করে জমির মালিকানা নিশ্চিত করে প্রকৃত উপকারভোগীদের পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।

**০৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** জুন ২০২২ হতে মে ২০২৫।

**দাতা সংস্থাঃ** ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (বন্দর,চান্দগাও. পাঁচলাইশ, কোতয়ালী, বাকলিয়া, হালিশহর, বায়েজিদ, খুলশী)।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃক্লিনার্স** সার্ভিস অরগানাইজেশন, উদ্যোক্তা, বর্জ্য সংগ্রহকারী, রিসাইক্যালার, বর্জ্য মেনুফ্যাকসারার, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বসবাসরত জনগোষ্ঠী।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা এবং পুনর্ব্যবহারের জন্য রিসাইক্যালারদের নিকট পাঠানো। জুন ২২, ২০২৪ ইং হতে এপ্রিল ২৪ পর্যন্ত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৬১১৭ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে এসইউপির পরিমান হলো ১০০৬৩ টন এবং রিজিডের পরিমাণ হলো ৬০৫৪ টন । জুলাই ২৩ থেকে এপ্রিল ২০২৪ এপ্রিল পর্যন্ত

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় ৭৮৭৯ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে এসইউপির পরিমান হলো ৫২০৩ টন । এই সংগ্রহগুলো সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিল অফিস হতে মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে প্রত্যায়িত করা হয়। সমস্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত প্রদান করে, ইপসা ৩টি ভেলিডেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে একটি একনলেজম্যান্ট পত্র সংগ্রহ করে ।

২. প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের ভ্যালু চেইন ফাংশনিং করার জন্য প্রকল্প কাজ করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে রিসাইক্যালার এবং সিএসও-এর সাথে সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে,ইপসা সমস্ত সংগৃহীত প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইক্যালারদের কাছে পাঠানো নিশ্চিত করেছে।

৩. প্রকল্পের মাধ্যমে, ইপসা চট্টগ্রাম সিটিতে সিএসওদের একটি শক্তিশালী প্রোফাইল তৈরি করেছে। প্রোফাইলে প্রতিটি সিএসও-এর GPS অবস্থান/মূল্য, ব্যবসার ইতিহাস, ব্যবসার ধরন, সংগ্রহের দক্ষতা মূল্যায়ন, ২০২২ সালের অভিজ্ঞতা, মাসিক লেনদেন, বর্তমান ব্যবসার পরিমাণ, প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের ধরণ, অ-পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সংগ্রহের পরিমাণ, চ্যালেঞ্জ এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ডাটাবেসটি ভাঙ্গারিওয়ালা/সিএসও-এর সাথে ভবিষ্যতের হস্তক্ষেপ এবং সহযোগিতার পথ নির্দেশ করবে ।

৪. উক্ত চলতি বছরে, ১০০০ বর্জ্য সংগ্রহকারীকে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৩০০০ বর্জ্য সংগ্রহকারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ বছর ৪০টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে এসইউপি পলিথিন সংগ্রহের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও, বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ৩R মডেল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, বাজারের চাহিদা এবং সবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়।

৫. ইপসা শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪১টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে এবং ফাংশনাল করেছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বিভিন্ন পেশার লোক রয়েছে। যেমন কাউন্সিলর, আইনজীবী , ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, যুব সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ইত্যাদি। কমিটির সদস্যরা তাদের স্থানীয় পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করছেন। এছাড়া তারা স্থানীয় পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কাজ করছে। তারা এখন তাদের ওয়ার্ডে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কাজ করছে।

৬. শহরে ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রভাব লক্ষণীয়। সাধারণ মানুষ সপ্তাহে একবার মসজিদ বা মন্দিরে জড়ো হয়। চলতি বছরে প্রায় ২৫টি ধর্মীয় স্থানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি ধর্মীয় স্থানে প্রায় ১০০০ লোকের সমাগম হয়। মানুষ সহজে ধর্মীয় নেতাদের বাণী গ্রহণ করে। ধর্মীয় নেতাদের বক্তৃতার মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় পঁচিশ হাজার নগরবাসীকে সচেতন করা হয়েছে।

৭. ইপসা সম্প্রতি চট্টগ্রাম শহরে ঘরে ঘরে প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরাসরি গৃহস্থ পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এখানে উৎস পৃথকীকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ইপসা প্রতিটি ওয়ার্ডে ৩০টি পরিবারের মধ্যে উৎসে পৃথকীকরণ এবং প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতা বার্তা প্রদান করে। ইপসা এই বছরে প্রায় ৫০০০ পরিবারের মধ্যে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছে। এছাড়াও এই বছরে প্রায় ৫০০টি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মিটিং করেছে। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ইপসা প্রকল্পের সাসটেইনিবিলিটির জন্য মানুষের আচরণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে

৮. ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাসটেইনিবিলিটি আনতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার স্কুল ও কলেজে প্রচারণা চালাচ্ছে। ইপসা বিশ্বাস করে যে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্কুল ও কলেজে ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকদের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা ক্লাস চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তথ্য প্রদান করবেন। চট্টগ্রাম নগরীর জনপ্রিয় পর্যটন স্পটসমুহ বিশেষকের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় দুই হাজার পর্যটক ও দোকানদারকে সচেতন করা হয়েছে।

৯.ইপসা চট্টগ্রাম নগরীতে যুব পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম গঠন করা হয়েছে। উক্ত যুবকদেরকে পরীক্ষা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে মনোনীত করে। ইপসা পরিবেশ সাংবাদিকতার উপর ২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণে সাংবাদিকতার মৌলিক নীতি, পরিবেশ সাংবাদিকতা, নেতৃত্ব ও যোগাযোগ, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, চট্টগ্রাম শহরের প্রেক্ষাপটের ওপর বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করা হয়। জাতীয় সাংবাদিক, পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের সদস্যরা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

১০. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক সার্কুলারিটি উন্নত করার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ইপসা-এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সমঝোতা স্মরক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (সিসিসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের (ইউবিএল) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাভেদ আখতার এবং ইপসা'র অর্থ পরিচালক পলাশ চৌধুরী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

| | |
|---|---|
| | |
| **চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিকট প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অর্জনের প্রতিবেদন হস্তান্তর ।** | **ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সামাজিক সম্পদ ম্যাপিং বই প্রকাশ করেছে** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

- সঠিক নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক CSO-র নিয়মিতকরণ সম্ভব ।
- ইপসা প্রদত্ত প্রণোদনা টাকা দিয়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীরা তাদের জরুরী চাহিদা পূরণ করছে;
- ইপসার ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনের ফলে সমাজের ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো প্লাস্টিক বর্জ্য উৎসে পৃথক করছে । যেমন বাসাবাড়ী, স্কুল, দোকান, খেলার স্থান ইত্যাদি ।
- রিসাইক্যালারদের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে আরও রিসাইক্যালিং কার্যক্রম করা সম্ভব;
- অনেক সিএসও আছে যাদেরকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করলে তারা রিসাইক্যালার হয়ে উঠবে;
- উৎস বর্জ্য পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে, আরও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রয়োজন।
- ভাংগারিওয়ালাদেরকে নিয়মিতকরণ ও স্বীকৃতিপ্রদান করলে তাদের আনুষ্ঠানিকীকরণ বৃদ্ধি পাবে ।
- শহরের স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীদের জন্য বেশ কয়েকটি বাজার উন্মুক্ত করলে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবে এবং এছাড়াও শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ব্যবসায়ীরা একসাথে ব্যবসা করতে সক্ষম হবে, যার ফলে শহরের পরিবেশের উন্নতি হবে।

**০৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত

**দাতা সংস্থাঃ** ক্লাইমেট জাস্টিস রেজিলিয়েন্ট ফান্ড (সিজেআরএফ)

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** বাঁশখালী-চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া-কক্সবাজার ।

**প্রকল্পের লক্ষ্যঃ** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত অসহায় মানুষদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহঃ**

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ ও যুব জনেগোষ্ঠীর দক্ষতাবৃদ্ধি  করা যাতে তারা তাদের টেকসই জীবিকার উন্নয়ন ও প্রাপ্য অধিকারসমূহ দাবী করতে পারে।

জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রয়োজনীয় এডভোকেসি করা ।

নিরাপদ স্থানে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মৌলিক চাহিদার সুযোগসহ আশ্রয় সুবিধা নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষ ও যুব জনগোষ্ঠী

**প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ**

১) কুতুবদিয়া ও বাঁশখালী উপজেলায় ৮টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে ।

২) বাঁশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলায় ৪০টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের প্রতিনিধিদের মাচায় ছাগল পালন ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান পরবর্তী তাদের মাঝে ৪০টি দেশীয় উন্নত জাতের মা-ছাগল ও সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে যাতে তাদের পরিবারের বিকল্প আয়ের উৎস্ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ১২টি পরিবারকে হাইজিন স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান, ১০টি পরিবারকে ঢেউটিন প্রদান ও ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

৩) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থানরত জলবায়ু বাস্তুচ্যুত মানুষের সার্বিক অবস্থার চিত্র নিয়ে ৪১টি ওয়ার্ডে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষণায় জানা যায়, চট্টগ্রাম নগরীতে বসবাসকারী ৩০% মানুষ জলবায়ু স্থানচ্যুতির শিকার। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য চট্টগ্রামে জাতীয় পর্যায়ের এডভোকেসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে ২টি স্টেকহোল্ডার এডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়।

৪) বাঁশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নে ভূমিকা পালনের জন্য উদ্যমী যুব ফোরামের সদস্যদের ২দিন ব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কমিউনিটি টিমের সদস্যদের লিডারশিপ ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪) সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়োজিত জলবায়ু সচেতনতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন কপ-২৮ এবং জার্মানীর বনে আয়োজিত আন্তর্জাতি সম্মেলন (এসবি ৫৮) এ ইপসার পরিচালক এবং প্রকল্পের ফোকাল পারসন জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু স্থানচ্যুতি নিয়ে উপস্থাপন করেন

৫) ১০টি যুব ফোরামের সদস্যরা স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা বিবেচনা করে সোশ্যাল এ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে ১০টি পরিকল্পনা উপস্থাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সেমিনারে। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন ইপসার সাথে যৌথভাবে সহযোগিতা করেছে।

**চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী অফিসার জনাব শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ইপসা আয়োজিত চট্টগ্রাম মহানগরীতে জলবায়ু বাস্তুচ্যুত মানুষের সার্বিক অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন**

**ইপসার পরিচালক (কেএমফরডি) ও ইপস-সিজেআরএফ প্রকল্পের ফোকাল পারসন মোহাম্মদ শাহজাহান শারজাহ অনুষ্ঠিত কপ-২৮ সম্মেলনে বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে প্রেজেন্টশান প্রদান করেন**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছাতে স্থানীয় মানুষেদের সমন্বয়ে গড়া কমিউনিটি টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- যুব জনগোষ্ঠীর সমাজ উন্নয়নে আগ্রহ ও উদ্যম আছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণা বৃদ্ধি করলে তারাও নিজ এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্সনের উদ্যোগ নেয়ার সময় দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত উঁচু স্থান, জনগোষ্ঠীর বসবাসস্থলের আশেপাশে, জীবিকায়নের সুযোগসম্পন্ন এলাকা অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় কমিউনিটি টিমের সদস্য, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মতামতের মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।
- শহর এলাকায় মাইগ্রেশন বন্ধে জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে
- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যার সমাধান ও অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সার্বক্ষণিক এডভোকেসি সুফল বয়ে আনতে পারবে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হলে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সুশীল সমাজ, এনজিও কর্মী, গবেষকবৃন্দের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এবং সুপারিশ গ্রহণ করতে হলে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি সভার আয়োজন খুবই প্রয়োজন।

**০৬.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য স্থিতিস্থাপক বসতবাড়ি এবং জীবিকা সহায়তা (আরএইচএল) প্রকল্প**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ৫ বছর

**দাতা সংস্থা**: গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জেসিএফ), সহযোগিতায়-পিকেএসএফ

**প্রকল্পের কর্মএলাকা**: রামুর খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, চাকমারকুল এবং ফতেখারকুল ইউনিয়নসমূহ।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

১. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে প্রান্তিক, অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহনশীল বসতবাড়ি গড়ে তোলা।

২. ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য জলবায়ু অভিযোজিত জীবিকা বিকাশ, এবং

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দুর্বল উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জ্ঞান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: উপকূলীয় অঞ্চলের প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও হতদরিদ্র জনগণ

**প্রকল্প অবহিতকরণ সভা**

**০৭.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: সাসটেইনেবল একুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস অ্যাট নর্দান চট্টগ্রাম**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জুন ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৪ **দাতা সংস্থা:** পিকেএসএফ

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** সীতাকুন্ড ও মিরসরাই উপজেলা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

- পরিবেশ বান্ধব টেকসই মৎস্য চাষ উন্নয়ন।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য-**

- মৎস্য চাষীদের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অনুশীলনসমূহ গ্রহণ ও বজায় রাখা নিশ্চিত করা।
- গুনগত মান সম্পন্ন উপকরণ যেমন পোনা, মৎস্য ঔষধ, মাছের খাদ্য, প্রোবায়োটিক এবং অন্যান্য উপাদান প্রাপ্তি সহজলভ্য করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং পরিবেশের দূষণ কমানো।
- মাছ চাষ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী**: মাছ চাষী

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

১) ইকো লেবেলিং এবং প্রিমিয়াম মার্কেটে প্রবেশাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (৩টি ব্যাচ)
২) বিভিন্ন মৎস্য চাষ প্রযুক্তির উপর ১২৫ এমই কে প্রশিক্ষিত করা
৩) প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন (০১)রিপোট প্রণয়ন
৪) এক্সচেঞ্জ ভিজিট (১) ও মাঠ দিবস (৩) সম্পাদন
৫) পুস্তিকা (১) ও ভিডিও ডকুমেন্টেশনের (১) মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন





| **বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ** | **পুকুরে জৈব নিরাপত্তার মাধ্যমে মাছ চাষ** |
|---|---|

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**
১) পরিবেশবান্ধব উপায়ে ও পরিবেশের কোন ধরনের ক্ষতি না করে মাছ চাষ পদ্ধতি ।
২) মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতি সমূহ যেমন এরিয়েটর, প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে মাছ চাষ।

## ০৮.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Addressing Resource Use through the Lens of Innovation, Sustainability, and Equity (ARISE)

**প্রকল্পের সময়কাল:** ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ – জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
**দাতা সংস্থা:** সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ
**প্রকল্পের কর্মএলাকা** : মহেশখালী, কক্সবাজার
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**
মেগা-উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্থানচ্যুত উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে তাদের মতামত ব্যক্ত করার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** উপকূলীয় মৎস্যজীবি সম্প্রদায় এবং তাদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী
**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ** :
১) মহেশখালী উপজেলা পরিষদে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মিকি মারমা এবং মহেশখালী উপজেলা মেরিন ফিশারীজ অফিসার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২) প্রকল্প এলাকার ২টি ইউনিয়ন মাতারবাড়ি ও কুতুবজোম ইউনিয়নে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সার্বিক সহযোগিতার আহবানে স্টেকহোল্ডার এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ২ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩) প্রকল্পের মাধ্যমে নানা মৎস্যজীবিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত বেনিফিশিয়ারি অনুসন্ধানে অনলাইন সার্ভের মাধ্যমে ২০০ জনের মাঝে জরিপ পরিচালিত হয়। এছাড়া নকশীকাঁথার প্রশিক্ষণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ২টি প্রাক-প্রশিক্ষণ ইভেন্টের আয়োজন করা হয়।

৪) বেড়িবাঁধ সুরক্ষা ও মৎস্যজীবিদের অধিকার নিশ্চিতকরণে ২টি কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ইভেন্টের আয়োজন করা হয়।

৫) মৎস্যজীবি ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা অনুসন্ধান ও ভবিষৎ করণীয় ঠিক করতে এ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় ১০টি কমিউনিটি কনসালটেশন সভার আয়োজন করা হয়।

<table>
<tr>
<td> </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রকল্পের ওরিয়েন্টশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মিকি মারমা এবং তিনি মৎস্যজীবিদের কল্যাণে বাস্তবমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন।</td>
<td>প্যারাবন সুরক্ষা ও মৎস্যজীবিদের অধিকার নিশ্চিতকরণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয়োজনে কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট ইভেন্টের আয়োজন</td>
</tr>
</table>

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের বিকল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য নানামুখি বৈচিত্র্যময় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নারী মৎস্যজীবিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সেলাইয়ের দক্ষতা রয়েছে যা পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের দক্ষতার উপর। তাই মাতারবাড়িতে নকশীকাঁথার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মহেশখালীর অন্য ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকার মহিলাদের মাঝে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চলছে।
- মৎস্যজীবিদের দেশের প্রচলিত আইন, বিধিবিধান ও সামাজিক সুরক্ষা ভাতার বিস্তৃতি নিয়ে সচেতনতা কার্যক্রম প্রয়োজন রয়েছে।

**০৯.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম:** উইমেন-লেড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স
**প্রকল্পের সময়কাল:** জুন ২০২৩- নভেম্বর ২০২৫
**দাতা সংস্থা:** পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
**প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী):** কক্সবাজার এর সদর, টেকনাফ, মহেশখালী কুতুবদিয়া ও চকরিয়া উপজেলার নির্ধারিত ইউনিয়নসমূহ।
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

- নারী ও কিশোরীর সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সহায়তা করছে, যেন তারা ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকে
- দুর্যোগ-সহনশীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলাঃ দুর্যোগ-সহনশীল, সময়য়োপযোগী এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেন দুর্যোগের সময়ে এবং জরুরি প্রয়োজনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সেবাকেন্দ্রগুলো প্রস্তুত থাকে।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** সুবিধাবঞ্চিত বাংলাদেশি নারী, কিশোরী, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

১। ১০টি স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।
২। ১০টি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন।
৩। ২০০ জন গ্রামীণ নারীকে দুর্যোগসহশীল কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪। ১০০ জন গ্রামীন নারীকে দুর্যোগসহনশীল কৃষি উপকরণ প্রদান।
৫। ২ জন নারীদলের সদস্যকে সরকারি পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রকল্পে যুক্তকরণে সক্ষমতা।

| | |
|---|---|
| | |
| **কৃষিভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ** | **স্কুল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সভা** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় (কমপক্ষে ২/৩টি):**

- কৃষি প্রশিক্ষণ নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলছে।
- টেলিমেডিসিন সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি কার্যকর সমাধান প্রদান করছে।

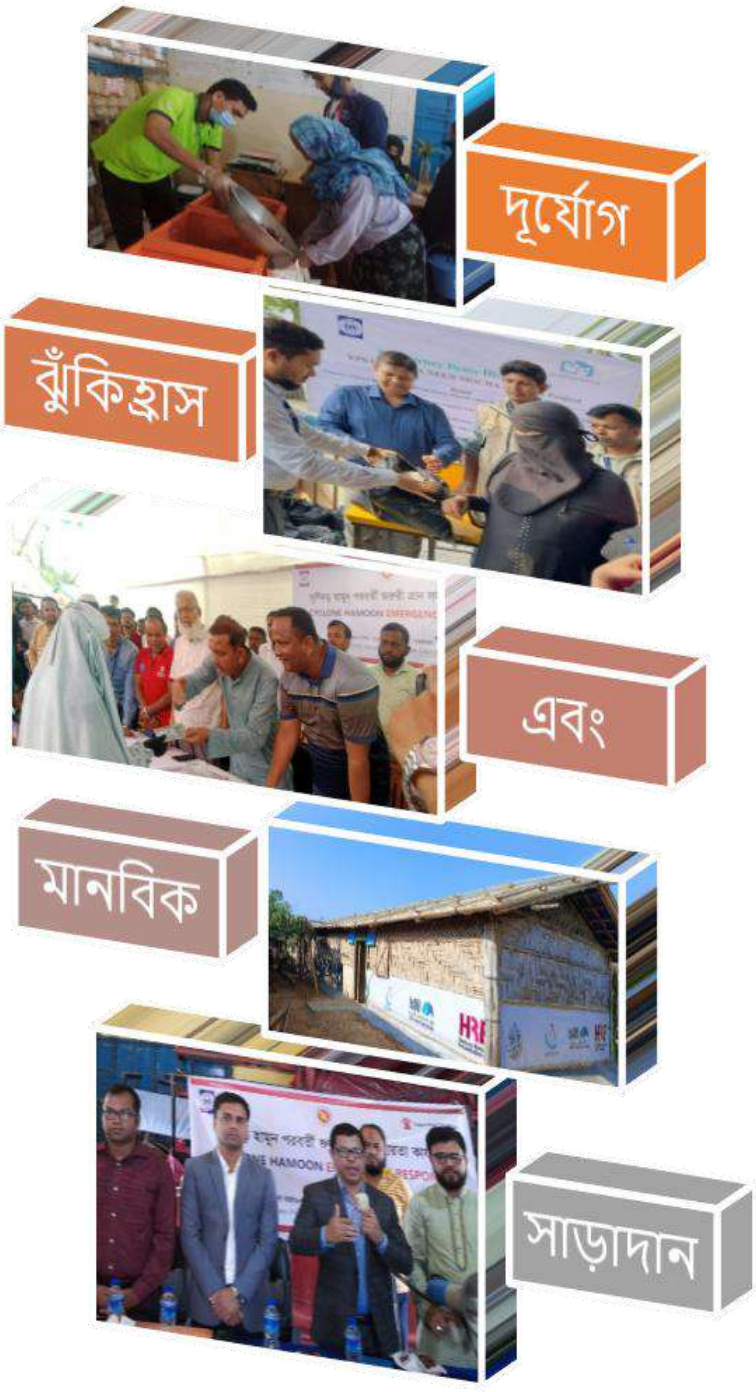
দূর্যোগ
ঝুঁকিহ্রাস
এবং
মানবিক
সাড়াদান

## দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সাড়াদান

গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সম্প্রতি, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে আগত জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা, সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইপসা প্রথম থেকে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইপসা ২০২৩-২০২৪ প্রতিবেদন সময়কালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সর্বমোট ০৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ১৯১৪৯৮ যেখানে শিশু, কিশোর কিশোরী, যুবা, প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ, প্রবীন জনগোষ্টি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মিলে মোট নারী ৫৩% এবং পুরুষ ৪৭%। ইপসা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল;

| ক্রম নং | দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্মসূচী |
|---|---|
| ০১ | General Food Assistance (GFA) Programme |
| ০২ | ঘূর্নিঝড় "হামুনে" ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সহায়তায় নগদ অর্থ বিতরণ সহায়তা প্রকল্প |
| ০৩ | চকরিয়া উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য জরুরী ত্রান সহায়তায়ন প্রকল্প |
| ০৪ | Shelter Assistance for Forcibly Displaced Rohingya and Host Populations in Bangladesh (Repair & Maintanance) |
| ০৫ | Child-Centered Anticipatory Action for Better Preparedness of Communities and Local Institution in Northern & Coastal Areas of Bangladesh. |

### ১. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ General Food Assistance (GFA) Programme

**প্রকল্পের সময়কালঃ** জানুয়ারি, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ **দাতা সংস্থাঃ** WFP (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি)।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** উখিয়া, কক্সবাজার।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ই-ভাউচার এবং সদৃশ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের পছন্দের খাদ্যপণ্য নির্বাচন করার স্বাধীনতার সুবিধার্থে রোহিঙ্গা শিবিরে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রোটিন-সমৃদ্ধ আইটেম হিসাবে খাদ্যতালিকাগত বৈচিত্র্যকে উন্নত করতে ১৯৮৩৪ পরিবার -এর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১০০ kCal নিশ্চিত করা জরুরী সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাস করছেন।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

**১. উপকারভোগীর মধ্যে সফলভাবে খাদ্য বিতরিন**: প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৩৪,২৭৬ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা ১,৬৩,০৫৪ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে।
প্রমাণ: মাসিক রিপোর্ট এবং মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা।

**২. খাদ্য নিরাপত্তা উন্নতিতে অগ্রগতি: খাদ্য নিরাপত্তা সূচক:** খাদ্য নিরাপত্তা স্কোর (FCS) অনুযায়ী উপকারভোগীদের মধ্যে ৮৫% পরিবার নিরাপদ খাদ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা প্রকল্প শুরুর সময় ৬০% ছিল।
প্রমাণ: প্রাক-প্রকল্প এবং পরবর্তী জরিপের ফলাফল।

**৩. উপকারভোগীদের অভিজোগ অথবা যে কোন মতামত গ্রহণ এবং ফিডব্যাক প্রদান:** ডব্লিউএফপি-ইপসা জেনারেল ফুড এসিস্টেন্স (GFA) প্রকল্প এর অংশ হিসেবে উপকারভোগীদের মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ এবং তাদের উপর ভিত্তি করে ফিডব্যাক প্রদানের প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়াটি প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি ও বিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক।

**৪. স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভাব: স্থানীয় বাজারে বিক্রির হার:** ক্যাশ ট্রান্সফার এবং খাদ্য ভাউচারের মাধ্যমে ৩ মিলিয়ন ডলার স্থানীয় বাজারে বিনিয়োগ হয়েছে, যা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি করেছে।

**৫. দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি: দুর্যোগ সহনশীলতা:** প্রকল্প এলাকায় ৭৫% পরিবার দুর্যোগের পরেও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা প্রকল্পের আগে ৪০% ছিল।
**প্রমাণ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর জরিপ এবং কমিউনিটি সভার ফলাফল।
এই অর্জনগুলো প্রমাণ করে যে, ডব্লিউ এফ পি এবং ইপসা যৌথভাবে পরিচালিত জেনারেল ফুড এসিস্টেন্স প্রকল্প খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্থানীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **উপকারভোগীদের তথ্য উপাত্ত যাচাইকরণ** | **পরিবারভিত্তিক খাদ্য সহায়তা প্রদান** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**
ডব্লিউএফপি-ইপসা জেনারেল ফুড এসিস্টেন্স (GFA) প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেশ কিছু মূল্যবান শিক্ষণীয় পাঠ অর্জিত হয়েছে। এই শিখনগুলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের উন্নতি এবং সাফল্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।
**১. উপকারভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রমের সমন্বয়:-**
**চাহিদা ভিত্তিক পরিকল্পনা:** উপকারভোগীদের প্রকৃত চাহিদা এবং পরিস্থিতি বুঝে কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে করে সহায়তা আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়েছে।
**লিঙ্গ এবং বয়সভিত্তিক সমন্বয়**: মহিলাদের এবং শিশুদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করে কার্যক্রমের সমন্বয় করা হয়েছে, যা তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করেছে।
**২. প্রযুক্তির ব্যবহার:-**
**ডিজিটাল প্রযুক্তি:** মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সহজ হয়েছে। এটি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং দ্রুততা নিশ্চিত করেছে।
**ই-ভাউচার এবং মোবাইল মানি:** ই-ভাউচার এবং মোবাইল মানি ব্যবহার করে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা উপকারভোগীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং স্বাধীনতা বৃদ্ধি করেছে।
**৩. ফিডব্যাক এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা: -**
**সক্রিয় ফিডব্যাক সিস্টেম:** উপকারভোগীদের মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ এবং তাদের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি প্রকল্পের কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। **স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা:** স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতিমালা অনুসরণ করে কাজ করা হয়েছে, যা দাতাদের ও উপকারভোগীদের মধ্যে বিশ্বাস বাড়িয়েছে।

**০২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ঘূর্নিঝড় "হামুনে" ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সহায়তায়নগদ অর্থ বিতরণ সহায়তা প্রকল্প**
**প্রকল্পের সময়কাল:** ০৫ নভেম্বর ২০২২ – ৪ ডিসেম্বর'২০২২ (৩০দিন) **দাতা সংস্থা:** সেভ দ্য চিলড্রেন
**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** কক্সবাজার এর সদর, ঈদগাঁও, চকরিয়া, কুতুবদিয়া ও মহেশখালী উপজেলা।
**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** কক্সবাজার জেলায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় "হামুন"এ ক্ষতিগ্রস্থ শিশু ও তার পরিবারের জন্য শর্তহীন নগদ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাময়িক অবস্থার উন্নতি, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের ঘাটতি পূরন করা।
**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** ঘূর্ণিঝড় হামুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার

**লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা:** ১১০০ জন

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

১. দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো।
২. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জরুরী চাহিদা নিরুপণ করা।
৩. জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া প্রদান।
৪. দূর্যোগ পরবর্তী নারী প্রধান পরিবার, বিধবা ও শারীরিকভাবে অক্ষম স্বামী মহিলাদের সহায়তা প্রদান।

| | |
|---|---|
| | |
| **জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন- জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, এমপি, মাননীয় সাংসদ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া), কক্সবাজার।** | **জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন- জনাব মুহাম্মদ শাহীন ইমরান, মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়, কক্সবাজার।** |

**মূল শিক্ষণীয়বিষয়:**

১. প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় সুষম বন্টন।
২. সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৩. দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরী সেবা প্রদান করা আবশ্যক।

**০৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: চকরিয়া উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য জরুরী ত্রান সহায়তায়ন প্রকল্প**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ০১ অক্টোবর ২০২৩ – ৩১ জানুয়ারী ২০২৪ (০৪ মাস) **দাতা সংস্থা:** আইআরসি

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** চকরিয়া পৌরসভা, কাঁকারা, সুরাজপুর-মানিকপুর, বড়ইতলি, কৈয়ারবিল ও লক্ষারচড় ইউনিয়ন।

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

- চকরিয়া উপজেলায় ২০২৩ এর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২০৬০ পরিবারের ৯৮৮৮ জন উপকারভোগীকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্য মোবাইল মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান।
- প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ২০২৩ এর ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ

**লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা**: ২৮২০ প্রত্যক্ষ

**প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন** (সংখ্যাসহ) [উল্লেখযোগ্য এবং Evidence ভিত্তিক]:

১. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সহযোগিতায় জরুরী চাহিদা নিরুপণ করা।
২. লক্ষ্যভুক্ত জনসাধারণকে জরুরী ভিত্তিতে অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে মোবাইল মানি ট্রান্সফার।
৩. দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সচেতনতা প্রদান।
৪. সচেতনতা বিষয়ক পোস্টা ও লিফলেট বিতরণ।
৫. স্থানীয় সরকার ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সভা করা।

| | |
|---|---|
| | |
| **মোবাইল মানি ট্রান্সফার এর টাকা বিকাশের মাধ্যমে গ্রহন করছেন একজন উপকারভোগী।** | **রেফারেল লিংকেজ সভায় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়, চকরিফা, কক্সবাজার** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় :**

১. ক্যাশ সাপোর্ট কমিউনিটির মাঝে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

২. স্থানীয় সরকার ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় সুষম বন্টন।

৩. সকল সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

**০৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Shelter Assistance for Forcibly Displaced Rohingya and Host Populations in Bangladesh(Repair & Maintanance)**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ১ আগস্ট ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত

**দাতা সংস্থা:** হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশন (এইচআরএফ)

**প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী):** ক্যাম্প-২০ , ক্যাম্প-২০ এক্সটেনশন উখিয়া, কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** নিরাপদ বসবাসের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক (এফডিএমএন)

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

১) জরুরী শেল্টার মেরামত কর্মসূচীর লক্ষ্য ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য CIC অফিস এবং প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের সাথে পরামর্শ সভা করা হয়েছে। বাস্তবায়নের সময় তারা সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

২) উপকারভোগী নির্বাচন বিষয়ে সিআইসি অফিস এবং শেল্টার ফোকালের সাথে অ্যাডভোকেসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩) ১৭৬টি শেল্টারের জন্য FDMN ক্যাম্পে (২০ এবং ২০ এক্সটেনশন) জরিপ করা হয়েছে, জরিপ চলাকালীন সময়ে, সিআইসি অফিস, সাইট ম্যানেজমেন্ট,শেল্টার সেক্টর ফোকাল উপস্থিত ছিল এবং তারা সব ধরণের সাহায্য করেছে।

৪) দুই ক্যাম্পে সার্ভে করার পরে, ১৭৬টি ক্ষতিগ্রস্ত শেল্টার এবং ২টি ওয়াশ ব্লক মেরামতের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল।

৫) মেরামতের কাজ শেষ করার পর ইপসার মেরামত কৃত শেল্টার উপকারভোগীদের মধ্যে সিআইসি অফিসের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়।

| | |
|---|---|
| | |
| চলমান শেল্টার মেরামত | মেরামত কাজ পরবর্তী শেল্টার |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয় (কমপক্ষে ২/৩টি):**

১) জরুরী শেল্টার মেরামত প্রকল্পের জন্য শেল্টার নির্বাচন প্রক্রিয়া সফল প্রোগ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং, শেল্টার নির্বাচনের জন্য সঠিক নির্দেশিকা থাকা উচিত।

২) FDMN ক্যাম্পে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আরও বেশি সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

**০৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Child-Centered Anticipatory Action for Better Preparedness of Communities and Local Institution in Northern & Coastal Areas of Bangladesh.**

**প্রকল্পের সময়কাল:** ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ - ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

**দাতা সংস্থা:** জিএফএফও (জার্মান ফেডারেল ফরেইন অফিস), সেইভ দ্য চিলড্রেন

**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও বাঁশখালী উপজেলার নির্ধারিত কর্ম এলাকা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু-প্ররোচিত বিপদ থেকে জীবন ও জীবিকাকে রক্ষা করার জন্য শিশু-কেন্দ্রিক লিঙ্গ-সংবেদনশীল পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রদায়- নেতৃত্বাধীন আগাম পদক্ষেপের প্রচার ও সুবিধা প্রদান।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:** প্রায় ১৬,৬০০ বিপজ্জনক পাহাড়ি ঢালের নিচে বসবাসরত ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ, বিশেষ করে শিশু ও নারী ।

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ :**

**১. এন্টিসেপিটরি অ্যাকশান (এএ) প্রকল্পের এডভোকেসি কার্যক্রম:**

**প্রকল্প অবহিতকরন সভা :** বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি (ডব্লিউডিএমসি, স্কুল শিক্ষক, ডিআরআরও, পিআইও, সিটি করপোরেশন, সিডিএ, বন বিভাগ, এফএসসিডি, চুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর ইত্যাদি) এই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা, যেমন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং সচিব, সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভাটি ২৩ টি গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, যা আরও বেশি সংখ্যক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং উপকারীভোগীকে এই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেছে।

**পকেট মিটিংঃ** ৮০ জন স্টেকহোল্ডারদের (ডব্লিউডিএমসি, স্কুল শিক্ষক, ডিআরআরও, পিআইও, সিটি করপোরেশন, সিডিএ, বন বিভাগ, এফএসসিডি, চুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর ইত্যাদি) সাথে পকেট মিটিং করে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রায় ৪০০ জন উপকারভোগীর (স্বেচ্ছাসেবক, পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী মানুষ, নারী দল, শিশু দল) কাছে সরাসরি সাক্ষাৎ এবং ফোনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

**২. কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি:**

প্রকল্পের সকল কর্মীকে (১১ জন) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণগুলো হলো:

HR অরিয়েন্টেশন

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্প অবহিতকরন সভা

তিন দিনের ফাউন্ডেশন কর্মশালা
তিন মাসে তিনটি সমন্বয় সভা

**৩. সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রেমাল মোকাবিলা:** গত ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে ঘূর্ণিঝড় রেমালের ফলে চট্টগ্রামে অতিবৃষ্টি হয়। প্রকল্প দল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ৮২ জন স্বেচ্ছাসেবককে সক্রিয় করে চট্টগ্রাম শহর ও বাঁশখালী উপজেলায় জনসাধারণকে সতর্ক করে। দলটি ৬৫ জন ঝুঁকিতে থাকা মানুষকে উদ্ধার করে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের একজন কর্মী 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ' (সিপিপি)-এর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও কাজ করেন।

**৪. লক্ষিত এলাকা বিশ্লেষণ:** প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা (Assistant Project Officer - APO) নিয়মিতভাবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪টি ওয়ার্ড এবং বাঁশখালী উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, তারা ২০০ জন উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

**প্রকল্প অবহিতকরণ সভা**

**প্রকল্প ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণে ইপসার প্রকল্প কর্মীদল**

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

১. প্রকল্পে শিক্ষাবিদ/বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করলে প্রকল্প সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এবং প্রকল্পের এডভোকেসি কার্যক্রম সহজ হয়।

২. আপদকালীন পরিস্থিতিতে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দল অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

৩. প্রধান প্রধান অংশীজনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা যেকোন প্রোগ্রাম বা ইভেন্ট এর সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

# লিংক অরগানাইজেশন

**লিংক অরগানাইজেশনসমূহ:**

ইপসা'র মোট ০৭ টি লিংক অরগানাইজেশন মানব সম্পদ উন্নয়ন, কমিউনিটির অংশগ্রহন, ইপসার মূল্যবোধ ও সম্প্রসারণে কাজ করছে। ইপসা ২০২৩-২০২৪ প্রতিবেদন সময়কালে লিংক অরগানাইজেশনসমূহ এর আওতায় সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ৯২৫৩৮৭ জন যেখানে শিশু ১৬% কিশোর কিশোরী ২০% যুবা ২৩ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ৩২% প্রবীন জনগোষ্টি ৮% প্রতিবন্ধী ১% এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্টি ১%। নিম্নে ইপসা'র প্রতিবেদন সময়কালীন লিংক অরগানাইজেশনসমূহের কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

| ক্রম নং | ইপসা-লিংক অরগানাইজেশন এর কার্যক্রম সমূহ |
|---|---|
| ০১ | রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২ |
| ০২ | ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি |
| ০৩ | ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ (০২টি আবাসিক) |
| ০৪ | ইপসা - এইচআর ডি সি,সীতাকুন্ড চট্টগ্রাম |
| ০৫ | রেডিও দ্বীপ (ইন্টারনেট রেডিও) |
| ০৬ | সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইপসা-সিওয়াইডি) |
| ০৭ | ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার |
| ০৮ | ইপসা ইয়েস সেন্টার এটুআই ট্রেনিং প্রজেক্ট |

**১. রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২**

**প্রকল্পের সময়কাল**: চলমান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা।

দাতা সংস্থাঃ দাতা সংস্থাঃ উদোক্তা সংস্থা ইপসা,পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বিএনএন আরসি, এএমএআরসি, ব্র্যাক, বিসিআরএ,**ইউনিসেফ** বাংলাদেশ

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুন্ড, মিরসরাই, সন্দ্বীপ , চট্টগ্রাম।

**প্রকল্পের লক্ষ্যঃ**

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা । স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।

স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।

ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকারিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠূ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষমতা তৈরীতে সহায়তা করা।

সম্প্রচার এলাকার সার্বিক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা। সৃজনশীল কর্মদ্যোগকে সহায়তা করা।

**কর্মসূচীর বিশেষ অর্জনসমূহঃ**

* সম্প্রচার এলাকার প্রায় ৫ লক্ষ লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা , ক্ষুদ্র ঋণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।

* ২ লক্ষ কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।

* সমুদ্র উপকূলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হচ্ছে এবং উপকূলীয় জেলেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

* এলাকার জনগণ যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দুর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

* ৩ লক্ষ সংখ্যক নারীর মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শুনতে পারছে এবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা বাড়ছে।

* সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।

* স্থানীয় জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ঋণ সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছে।
* বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>রেডিও সাগরগিরির আয়োজনে কর্মসূচি</td>
<td>স্টুডিওতে অনুষ্ঠান ধারণ করা হচ্ছে।</td>
</tr>
</table>

**মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ**

- এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দুর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা।
- বেকার যুবরা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যে কোন দুর্যোগ যেমন কোভিড ১৯ এর সময় মানুষের জরুরি প্রয়োজনে তাদেরকে যথাসময়ে তাদেরকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া

**০২. ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি**

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান। **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা।

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** ইপসা প্রধান কার্যালয়।

**প্রকল্পের লক্ষ্যঃ** নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের জন্য ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নানামুখি আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বিকাশ ঘটাবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা'র উন্নয়নকর্মীদের পাশাপাশি চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়নকর্মীগন।

**কর্মসূচীর মূল অর্জনসমূহঃ**

১.সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন
২.আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি আয়োজন করা, বিভিন্ন দিবসে ধারনা পত্র তৈরি করা।
৩.ডিআরসি'র নিয়মিত মান উন্নয়ন বিভিন্ন কর্নার স্থাপন
৪.বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা
৫. চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড পাবলিক লাইব্রেরি, রেড ক্রিসেন্ট, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনগুলোতে বই অনুদান প্রদান করা হয়ছে।
৫.ফেসবুক আইডি ডিআরসি পেজ থেকে 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ'একটি বইয়ের প্রচ্ছদ প্রচার করছে ১ মাস যাবত। বইটির লেখক মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী সম্পাদিত। বইটি বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর প্রথম চট্টগ্রামরে কবি,লেখক, সাহিত্যিকগনের তীব্র প্রতিবাদে বইটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।
৬. সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন

| | |
|---|---|
| | |
| **জেমিসন রেড ক্রিসেন্ট নার্সিং কলেজ লাইব্রেরীতে ইপসা-ডিআরসি হতে বই অনুদান প্রদান করা।** | **পিকেএসএফ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ইপসা-ডিআরসি পরিদর্শন** |

**মূল শিক্ষণী বিষয়ঃ**

অনেকের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে, ভিজিট করছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকগণ, মিডিয়া থেকে ভিডিও প্রচার করা ইত্যাদির কারনে ডিআরসি'র পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডিআরসি'র প্রচারের ফলে 'আলোঘর' প্রকাশনা থেকে প্রতিবছর বই অনুদান প্রদান করে। বিভিন্ন লেখকগন ডিআরসি'কে তাদের প্রকাশিত বই প্রদান করেন।

**০৩. ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ (০২টি আবাসিক)**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** চলমান। **দাতা সংস্থা:** নিজস্ব তহবিল

**প্রকল্পের কর্মএলাকা:** কাউখালি-রাঙ্গামাটি, রামু-কক্সবাজার

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

ইপসার নিজস্ব স্থাপনা ও অবস্থান নিশ্চিত করা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।

সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা।

বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আন্ত-সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির (যুব, নারী, প্রতিবন্ধী) দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষমতা আনয়ন।

সমাজের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে এটি সামাজিক গবেষণাগার হিসেবে কাজ করা।

**প্রকল্পের/কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** নারী, শিশু, যুব, প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি

**প্রকল্পের/কর্মসূচীর মূল বিশেষ অর্জনসমূহঃ**

১। স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়ন সহজে সম্ভব।

২। গুনগত সেবার মাধ্যমে সেবাগ্রহিতার সাথে কার্য কর সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব।

৩। স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

| | |
|---|---|
| | |
| **এইচআরডিসি ক্যাম্পাস--রামু কক্সবাজার এ কর্মসূচি** | **এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-রামু কক্সবাজার** |

**০৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা - এইচআর ডি সি, সীতাকুন্ড।**

**প্রকল্পের সময়কাল: চলমান** **দাতা সংস্থা:** নিজস্ব তহবিল

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

**প্রকল্পের লক্ষ্যঃ** প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন মানোন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদে রূপান্তর ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- ❖ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক দক্ষতা উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ❖ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্তিমুলক উন্নয়নে প্রযুক্তি ও কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, কৃষি ও কর্মসংস্থান খাতে গৃহীত সরকারী প্রকল্পের জন্য দক্ষ ও যোগ্য জনবল সৃষ্টিতে কাজ করা।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহে পূর্ণ সহায়তা প্রদান।
- ❖ বিশেষায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোতে সরকার ও লক্ষিত জনগোষ্টির মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।
- ❖ প্রান্তিক জনগোষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/খাতের আওতায় কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** সকল বয়সের এবং সকল শ্রেনী-পেশার জনসাধারন

| | |
|---|---|
| | |
| **এইচআরডিসি ক্যাম্পাস মিলনায়তনে কর্মসূচির একাংশ** | **এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** |

**০৫. রেডিও দ্বীপ (ইন্টারনেট রেডিও)**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** চলমান। **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা

**কর্ম এলাকাঃ** সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

**প্রকল্পের/কর্মসূচীর লক্ষ্যঃ** গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা। রেডিও সম্প্রচারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।

স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।

স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।

ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকারিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষমতা তৈরীতে সহায়তা করা।

সম্প্রচার এলাকার সার্বিক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।

সৃজনশীল কর্মদ্যোগকে সহায়তা করা।

ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠীর মান উন্নয়নে কাজ করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

প্রত্যক্ষঃ ৩১৮২৮০ জন

**প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ**

১. মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের পেইজকে বেশী ফলো করে।
২. রেডিও দ্বীপ একটি লোকাল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
৩. স্থানীয় প্রশাসন এর কাছে গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।
৪. এই এলাকার মানুষ বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সঠিক তথ্য পায়।
৫. দ্বীপের মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

**“আড্ডাবাজ দাদা” অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র।**

**দ্বীপের-ই কমার্স অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র।**

**মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ**

- স্থানীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট রেডিও ধারণা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তরুণদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিডিয়ার সামনে মানুষের কথা বলার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। এতে করে ভিজুয়াল রেডিওর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনেকের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কমিউনিটির অংশগ্রহণে ইতিবাচক অবদান রাখতে সচেষ্ট।

**০৬. সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইপসা-সিওয়াইডি)**

**সময়কালঃ** চলমান

**দাতা সংস্থাঃ** ইপসা

**কর্ম এলাকাঃ** ইপসা'র কর্ম এলাকা।

**প্রকল্পের/কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিকাশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের ব্যক্তিক উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করা। স্থানীয় উন্নয়নে যুবদের সম্পৃক্ত করা ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠি, নারী, আদিবাসী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও বিশেষ জনগোষ্ঠী।
প্রত্যক্ষঃ ১২৫০ জন

**প্রকল্পের/কর্মসূচীর মূল অর্জনসমূহঃ**

১. সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন।

২. দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি আয়োজন।

৩. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় যুব দিবস' ২০২৪ উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, বৃক্ষ রোপন, কুইজ, আলোচনা সভার আয়োজন করে। তরুণরা এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।

৪. আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, আলোচনা সভা ও ব্লাড গ্রুপিং এর আয়োজন করেএবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।

৫. "Say No to Plastic Pollution" শিরোনামে পরিবেশ সংরক্ষণার্থে ক্যাম্পেইন আয়োজন। এই প্রোগ্রামে যুব নেতারা অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে তাদের অংশগ্রহণ ও প্লাস্টিক দূষণ রোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করে।

৬."একশন জেনারেশন" শিরোনামে ইপসা সিওয়াইডি এর নিজস্ব প্রকাশনা গ্রন্থের প্রথম খন্ড প্রকাশ।

৭. পরিচ্ছন্ন স্কুল তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজার প্রাইমারি স্কুলে সুন্দর বিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৮.দেশের প্রান্তিক যুবদের পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ ফলোআপ করা হয় প্রো-ইয়ুথ নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুবদের সংগঠিত করাই মূল লক্ষ্য।

৯. সংস্থার অর্থায়নে কার্যক্রম পরিচলিনা করা।

১০.প্রো ইয়ুথ নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুবদের সংগঠিত করা হবে।

<table>
<tr>
<td> </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>যুব দিবস উদযাপন</td>
<td>YPSA-CYD এর উদ্যোগে প্লাস্টিক দূষণ রোধে মানববন্ধন</td>
</tr>
</table>

**মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ**

- যুবদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিলে ওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও সম্মানবোধ অনুভব করে।

- অনেক যুব অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী। তাদের দক্ষতাকে বিকাশ করতে হবে এবং পিছিয়ে পরা যুবগোষ্ঠীকে সমান সুযোগ করে দিতে হবে।
- যুব স্বেচ্ছাসেবকদের স্বেচ্ছাসেবী কাজগুলোর স্বীকৃতি পেলে তারা আরও ভালো কাজ করবে ও সম্পৃক্ততা বাড়বে।
- প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠিরকে একটি নেটওযার্কের আওতায় আনা গেলে, সামগ্রিক যুব উন্নয়ন কাজে সহজতর হবে।
- কমিউনিটির সম্পদ ব্যবহার করে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব।

**০৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ ইপসা ফিজিওথেরাপি সেন্টার।**

**প্রকল্পের সময়কালঃ** চলমান।

**দাতা সংস্থাঃ** সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত

**প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ**

ইপসা ফিজিওথেরাপি সেন্টার সীতাকুন্ডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিওথেরাপি সেন্টারে সাধারণত সমগ্র সীতাকুন্ড উপজেলা, সন্দ্বীপ, মিরসরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপি গ্রহণ করেন।

**প্রকল্পের লক্ষ্যঃ** ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা করা স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপি সেবা প্রদান।

ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপি সেবা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি ও দূর্ঘটনাজনিত রোগীসহ থেরাপিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী।

**প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ :**

১) ফিজিওথেরাপি সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বর্তমানে সপ্তাহে ৭ দিন সেন্টারে নিয়মিত থেরাপি প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে গিয়েও রোগীকে থেরাপি প্রদান করা হয়।

২) এলাকার ৩৯৭ জন স্ট্রোক, মেনিনজাইটিস, সেরিব্রাল পালসি, দুর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করছে।

| | |
|---|---|
| | |
| **থেরাপি সেন্টারে সেবা নিচ্ছেন একজন নারী** | **থেরাপি সেন্টারে সেবা নিচ্ছেন একজন পুরুষ** |

**মূল শিক্ষণীয় বিষয়:**

- বর্তমানে থেরাপি গ্রহণের ফলে সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের শারীরিক  সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।
- থেরাপি গ্রহণের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।
- বর্তমানে থেরাপি গ্রহণের ফলে সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।
- থেরাপি গ্রহণের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

**০৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা ইয়েস সেন্টার এটুআই ট্রেনিং প্রজেক্ট**

**প্রকল্পের সময়কাল:** জুলাই ২০২৩ –জুন ২০২৪ **দাতা সংস্থা:** এটুআই

**প্রকল্পের কর্মএলাকা :** কক্সবাজার সদর ও রামু উপজেলা

**প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ •**

সেলাই এবং পোষাক তৈরি, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং কম্পিউটার অফিস পরিচালনার উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান

**প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ১৮০ জন**

**প্রকল্পের মূল অর্জন:**

০১. ৮০ জন মহিলা ছাত্রের সাথে টেইলারিং এবং ড্রেস মেকিং এর উপর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

০২. ৪০ জন পুরুষ ছাত্রের সাথে কম্পিউটার অপারেশনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

০৩. ৪০ জন মহিলা ছাত্রের সাথে কম্পিউটার অপারেশনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

০৪. ২০ জন পুরুষ ছাত্রের সাথে ইলেকট্রিক ইনস্টলেশন ও মেইনটেইনস-এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

| | |
|---|---|
| | |
| **ওরিয়েন্টেশন ক্লাস (কম্পিউটার ক্লাস)** | **আই এল ও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এর ভিজিট।** |

## ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- ইপসা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই ২০২১ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ৫ম কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ইপসা জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত আগামী ছয় বছর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সহায়তা বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করবে। এ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায়ের চাহিদা, বর্তমান পরিস্থিতি, ইপসার সক্ষমতা এবং সর্বোপরি ৫ম কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আগামী বছরগুলোতে চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।
- সেফগার্ডিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ।
- ইপসার উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা।
- জনগোষ্ঠীর ধরন, বয়স এবং চাহিদা নিরিখে পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেমন: বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যুব সম্প্রদায়, শিশু এবং কিশোর কিশোরী।
- কক্সবাজারের অবস্থানরত বাস্তুচ্যু মায়ানমারের নাগরিক এবং আশ্রয়প্রদানকারী (স্থানীয়) জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপসার কর্ম এলাকাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যস্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন। কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ বলয় তৈরী করা।
- সীতাকুন্ড- ও মিরসরাই উপজেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক ইকোটুরিজম প্রকল্পকে বিস্তার করা ।
- চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে একটি পৃথক আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইউনিট চালু করা।
- সচেতনতা, এডভোকেসি এবং তথ্য প্রবাহকে আরো বেগবান করতে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও “সাগর গিরি” ইন্টারনেট ”রেডিও দ্বীপ” এর কার্যক্রম, পরিধি এবং ব্যপ্তি বৃদ্ধি করা।
- কমিউিনিটি পর্যায়ে আইপি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ।
- কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষ কেন্দ্রগুলোকে চালুকরণ ও যুগোপযোগী ট্রেড চালুকরণ।
- শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে জ্ঞানভিত্তিক কেন্দ্র স্থাপন করা এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর করা।
- ই-কমিউনিকেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগ ডাটা বিষয়গুলো প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং এই বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করা।
- সংক্রমণ রোগ এর বিস্তার প্রতিরোধে কর্মীদের স্বাস্থ্য সর্তকতা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়গুলো সব প্রকল্প/কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- প্রো-ইয়ুথ নেটওয়াকর্কে গ্লোবাল নেটওয়ার্কে রুপান্তর করা
- সংগঠনের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প হাতে নেওয়া
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে যুব সম্পৃক্ততা বাড়ানো হবে